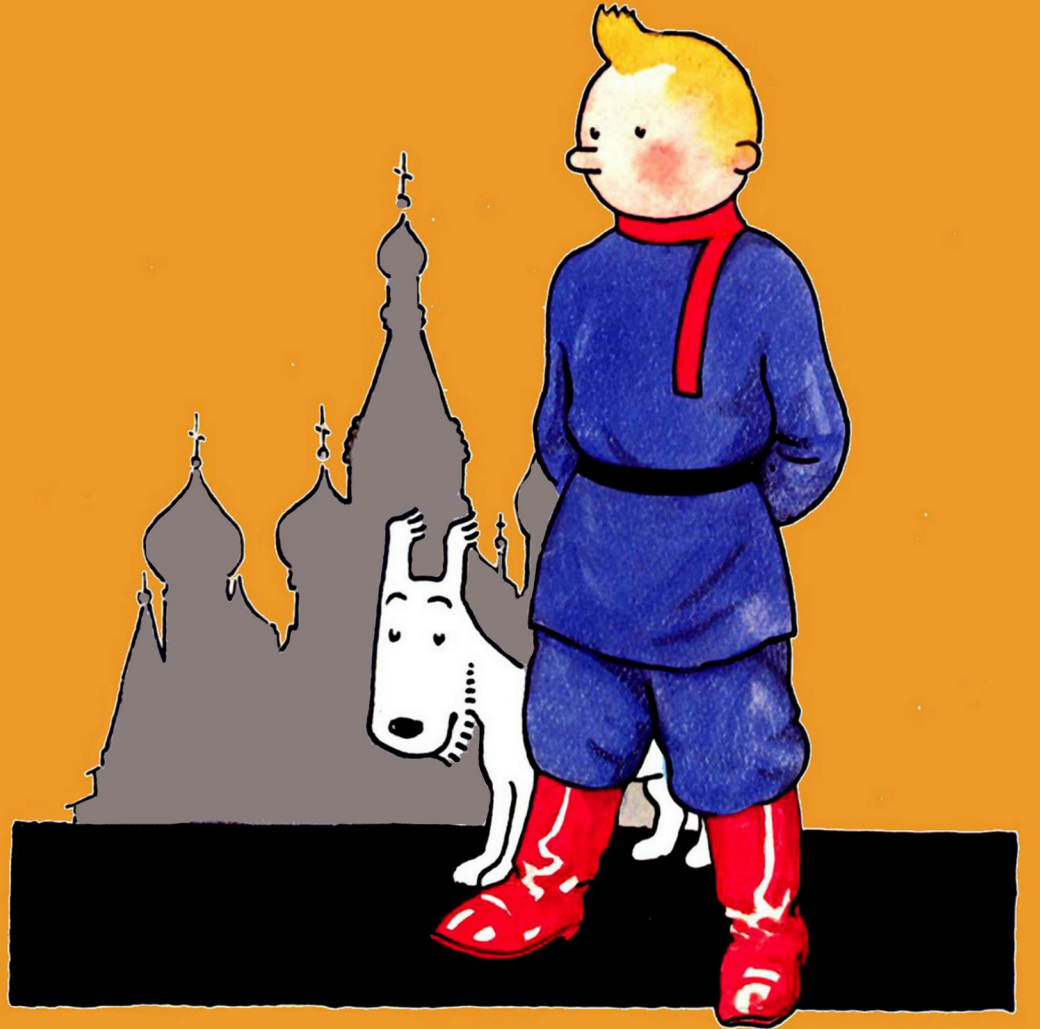


দুঃসাহসী টিনটিন

‘পেতি ভ্যাঁতিয়েম’ কাগজের সাংবাদিক

প্রোভিডেন্ট দেশে



হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

‘পেতি ভ্যাঁতিয়েম’ কাগজের সাংবাদিক

প্রোড্রিয়েত দেশে



টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এলকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ডুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিটল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারান্তো/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাংগ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমান্স	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

© চিত্র ১৯৪৮ এডিশনস, কাস্টারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।

© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান

© বাংলা ভাষা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬

নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত

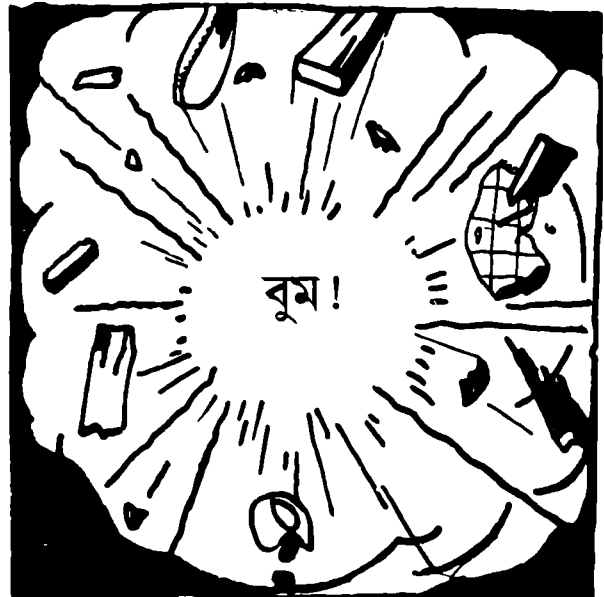
থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং

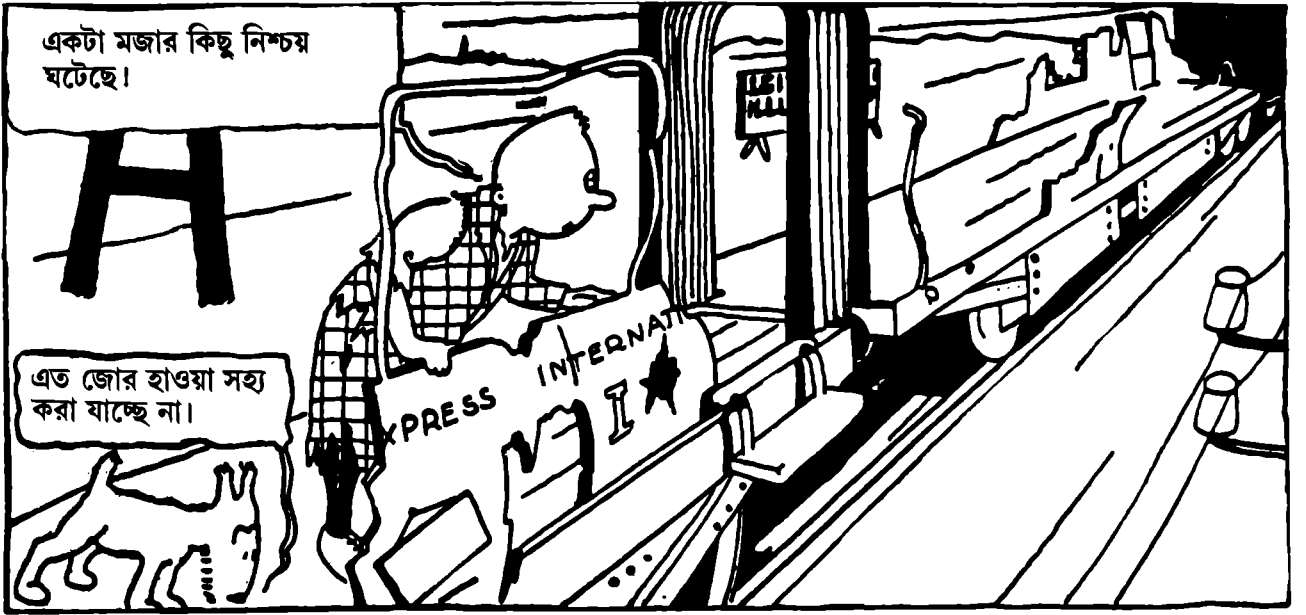
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড

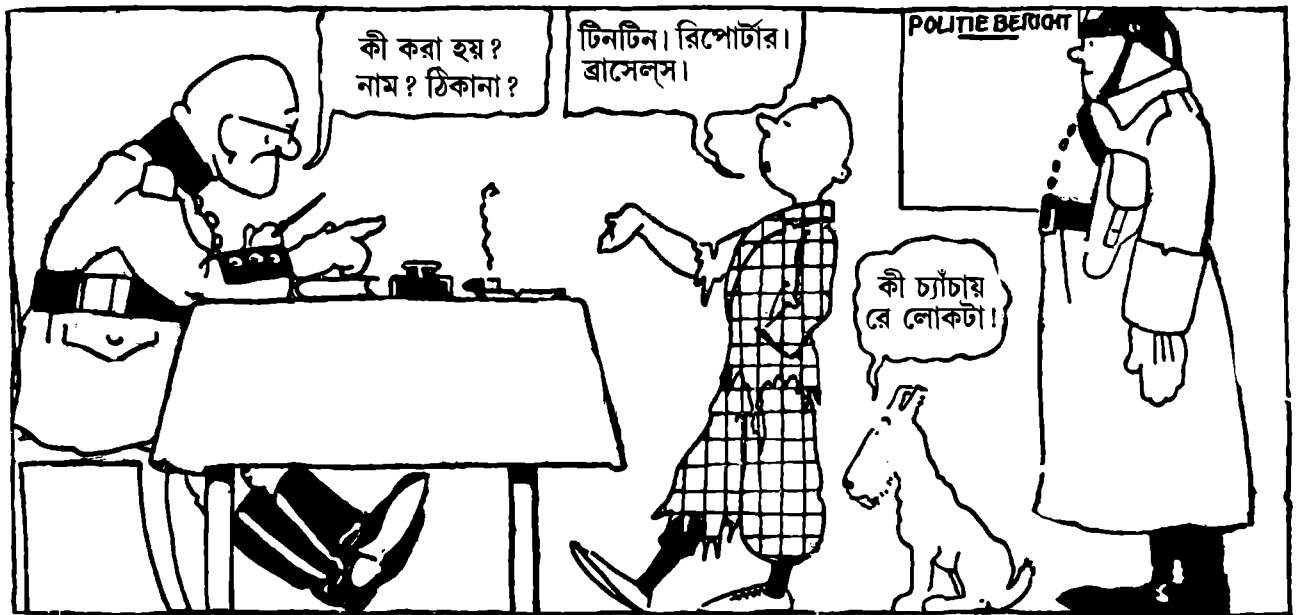
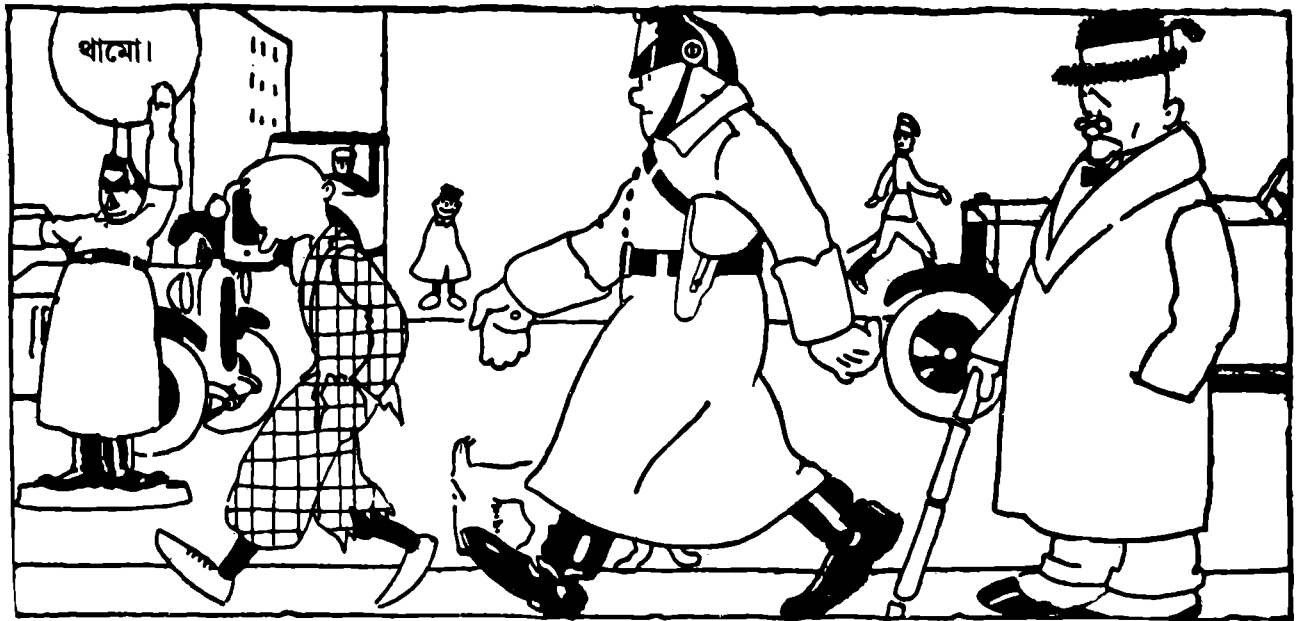
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

ল্য পেতি XX^E কাগজে আমরা সব সময়েই পাঠকদের খুশি করতে চাই এবং একেবারেই বিদেশের টাটকা খবর জানাতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের কাগজের অন্যতম প্রধান সাংবাদিক টিনটিন-কে পাঠিয়েছি সোভিয়েত রাশিয়াতে। প্রত্যেক সপ্তাহেই আমরা তার বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের খবরাখবর জানাতে পারব। বিশেষ জ্ঞাতব্য : ল্য পেতি XX^E কাগজের সম্পাদক আপনাদের কাছে জানাতে চান, ছবিগুলি সবই সম্পূর্ণ সত্য, টিনটিনেরই নিজের তোলা, সাহায্য করেছে তারই বিশ্বাসী কুকুর কুটুস।







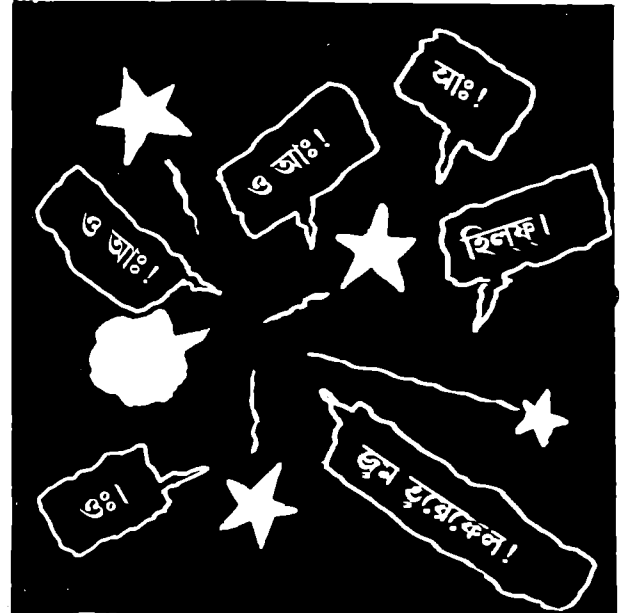
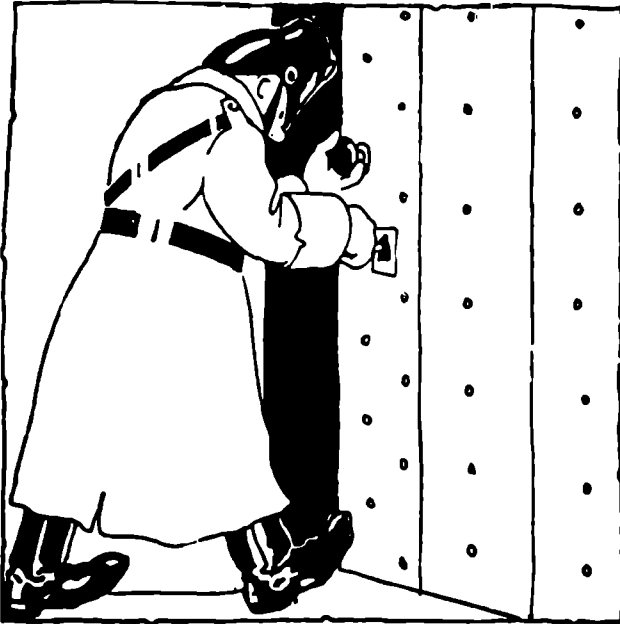


উঃ এখানে আটকে থাকা যে কী কষ্টের!
এখানে একলা আটকে রয়েছি! তবে
কিছু ভেবো না, কুটুস। আমার মাথায়
একটা ফন্দি এসেছে।

এখানে ওরা না খাইয়ে মারবে।

শ্ শ্ শ্! কেউ যেন আসছে।

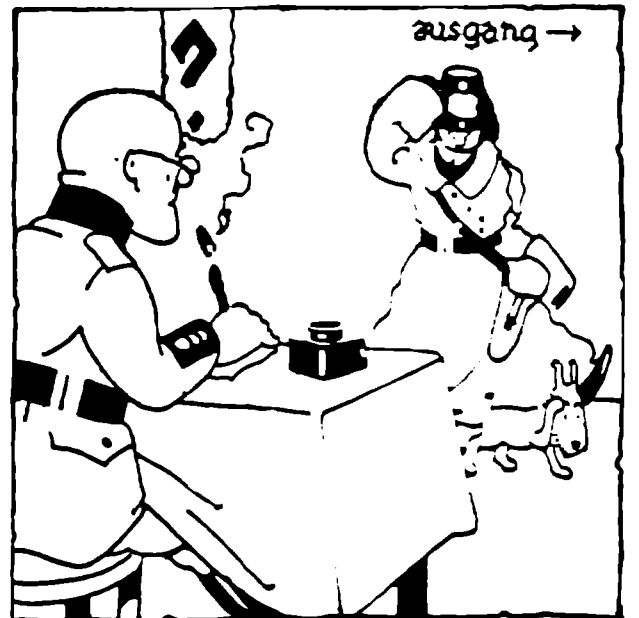
গর্গ-র্।

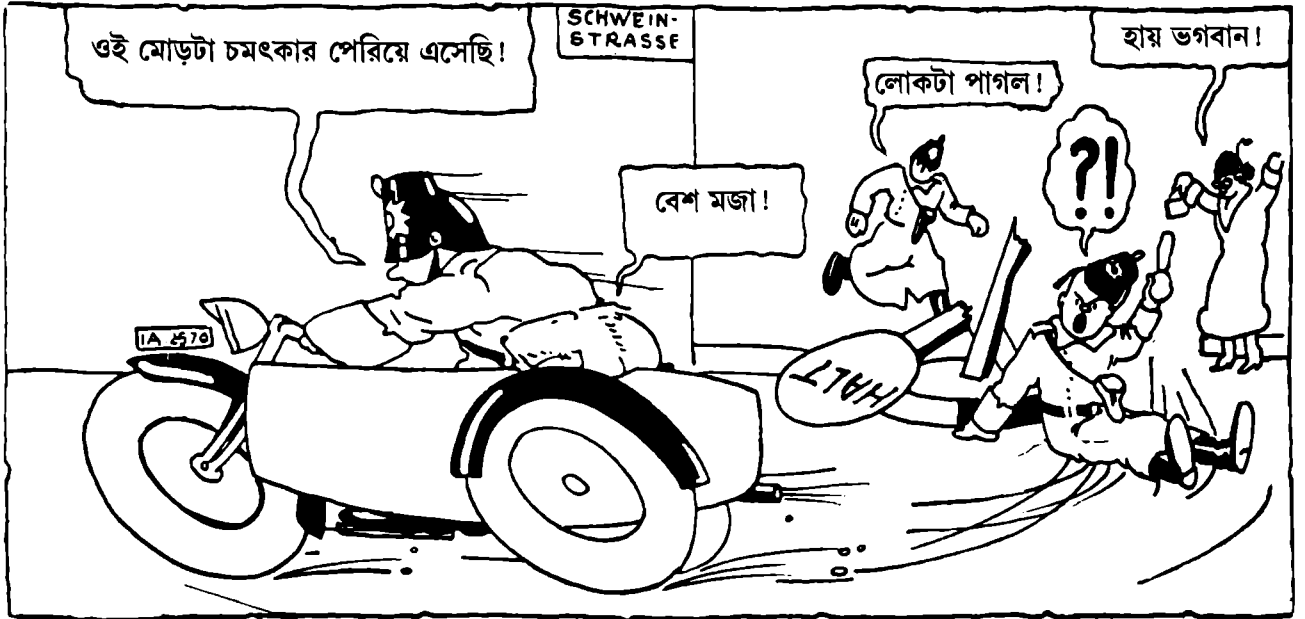


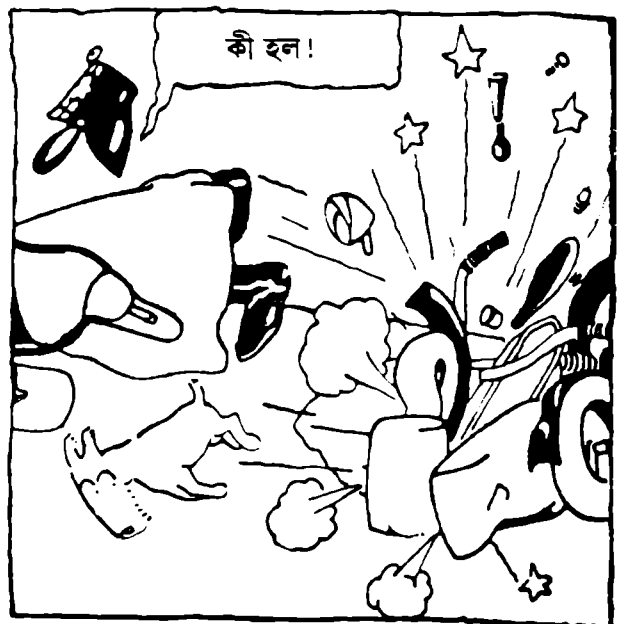
এই পোশাকে আমাকে সত্যিই মানিয়েছে।

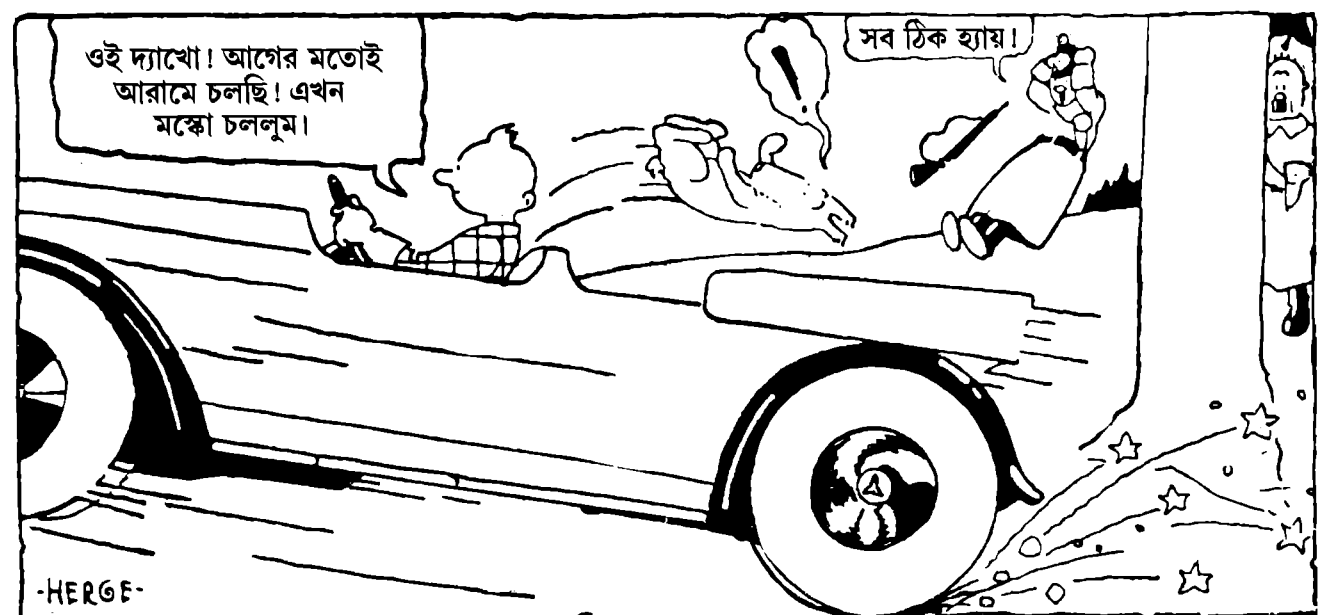
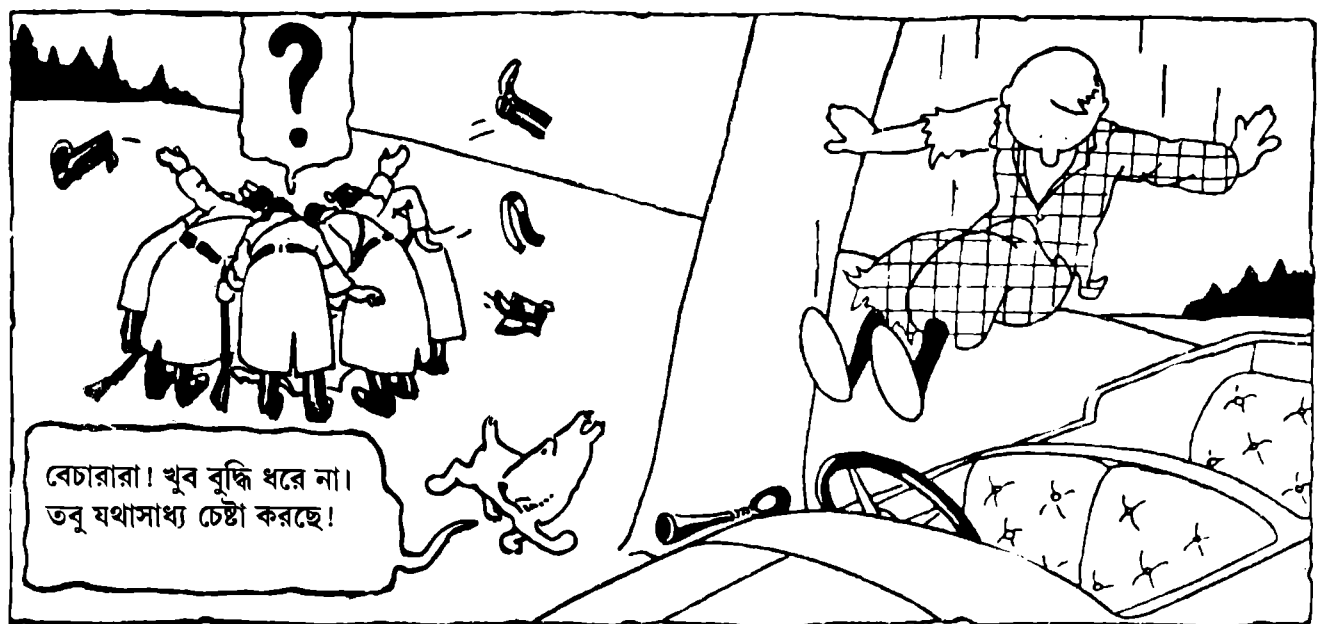
আমাকে ছবছ
পুলিশ কুকুর মনে
হচ্ছে।

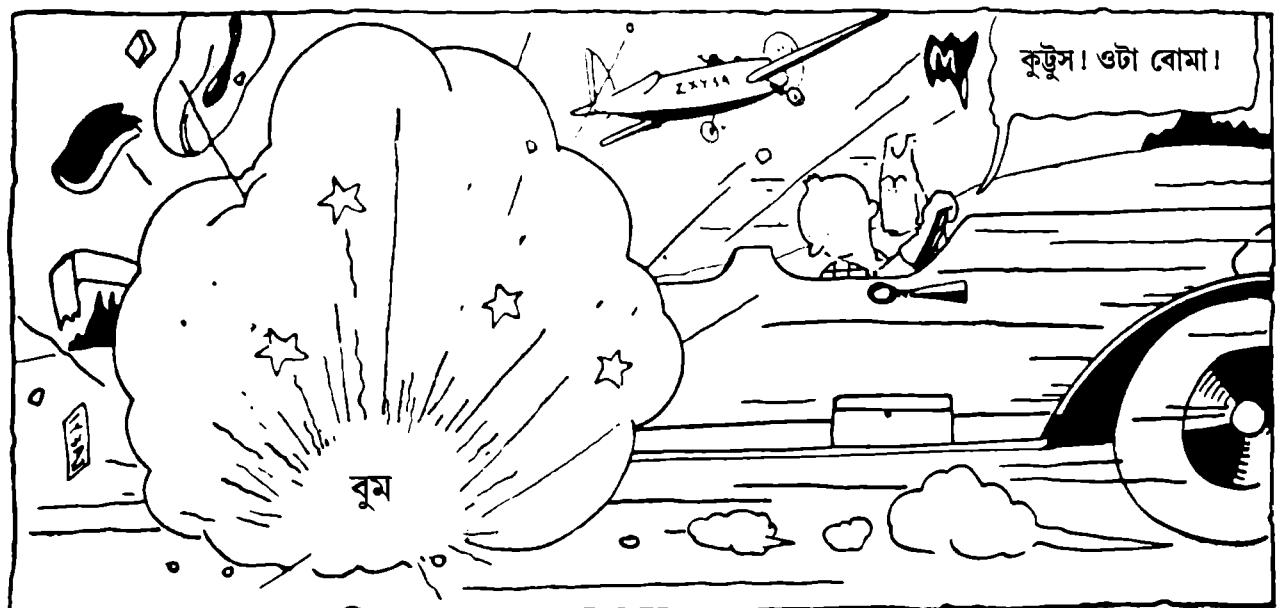
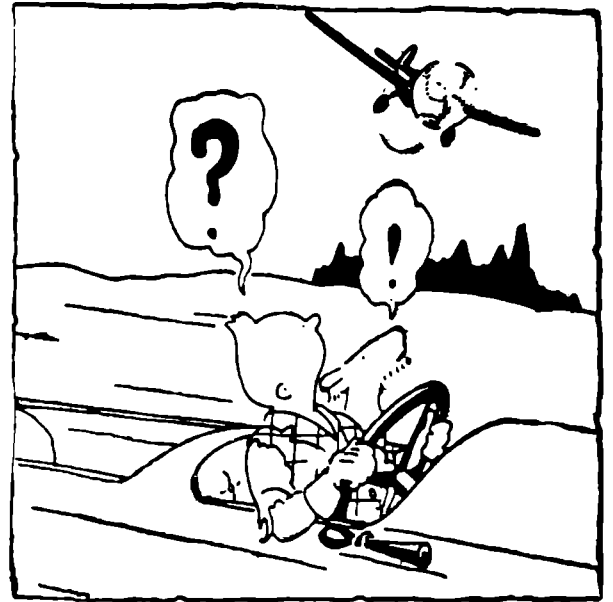
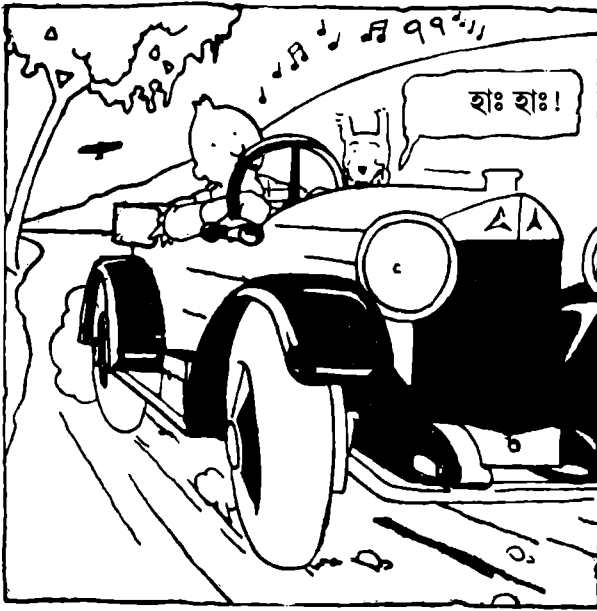
ausgang →



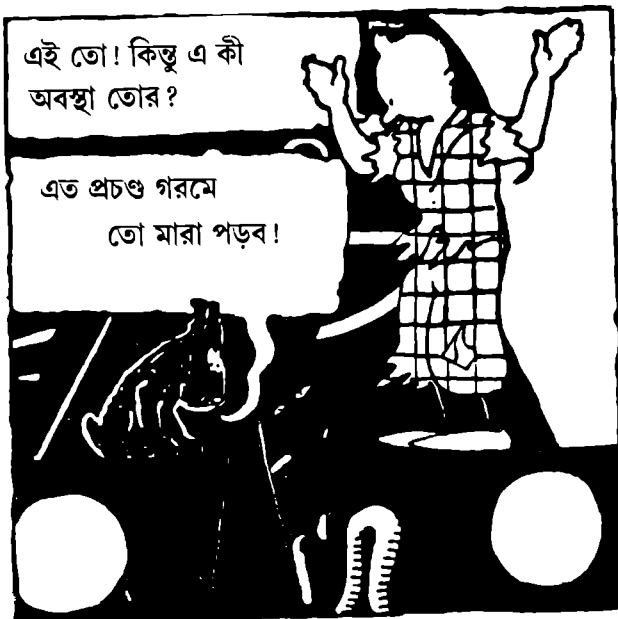
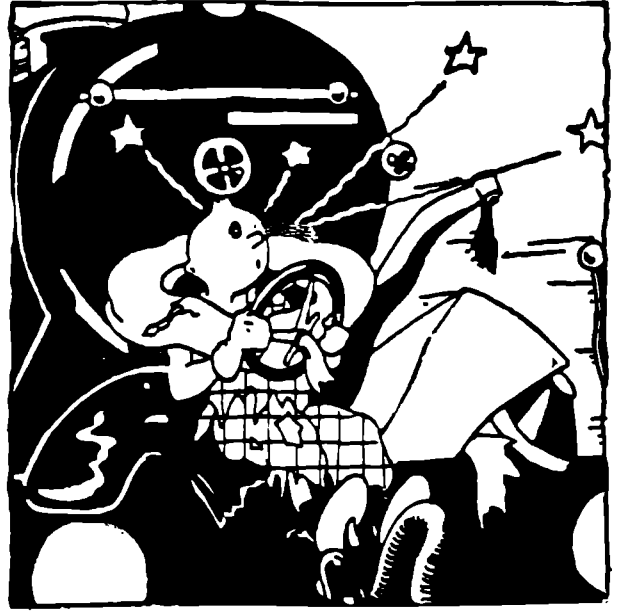
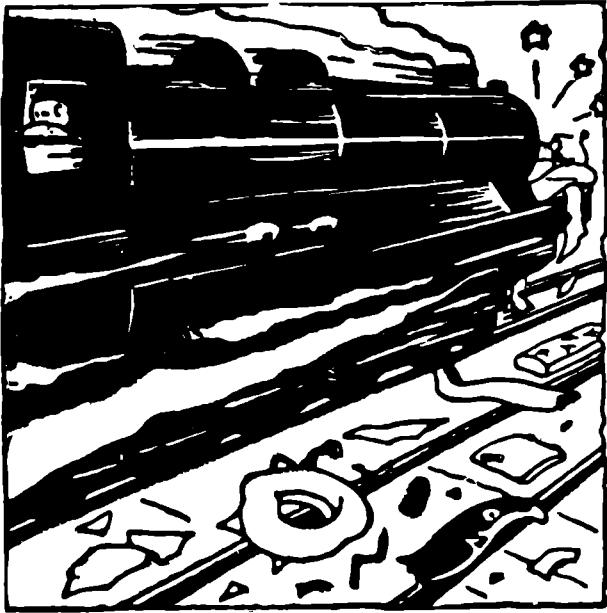










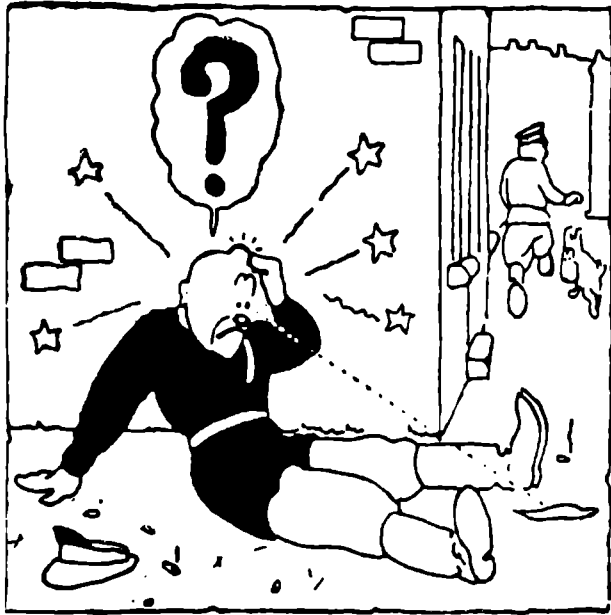
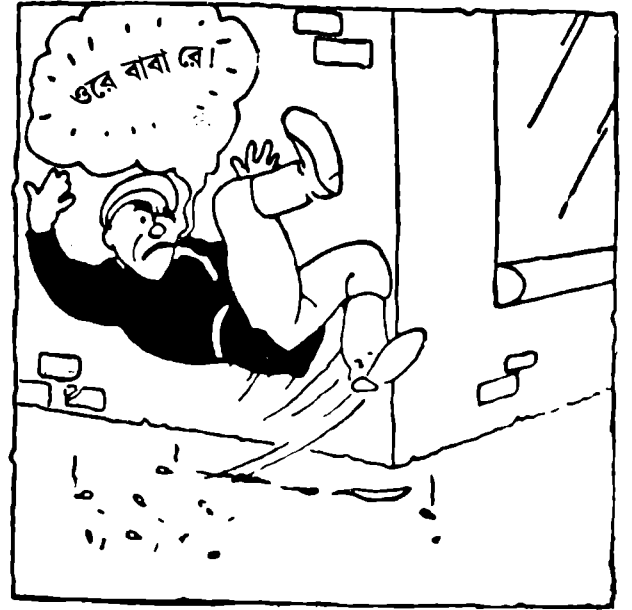




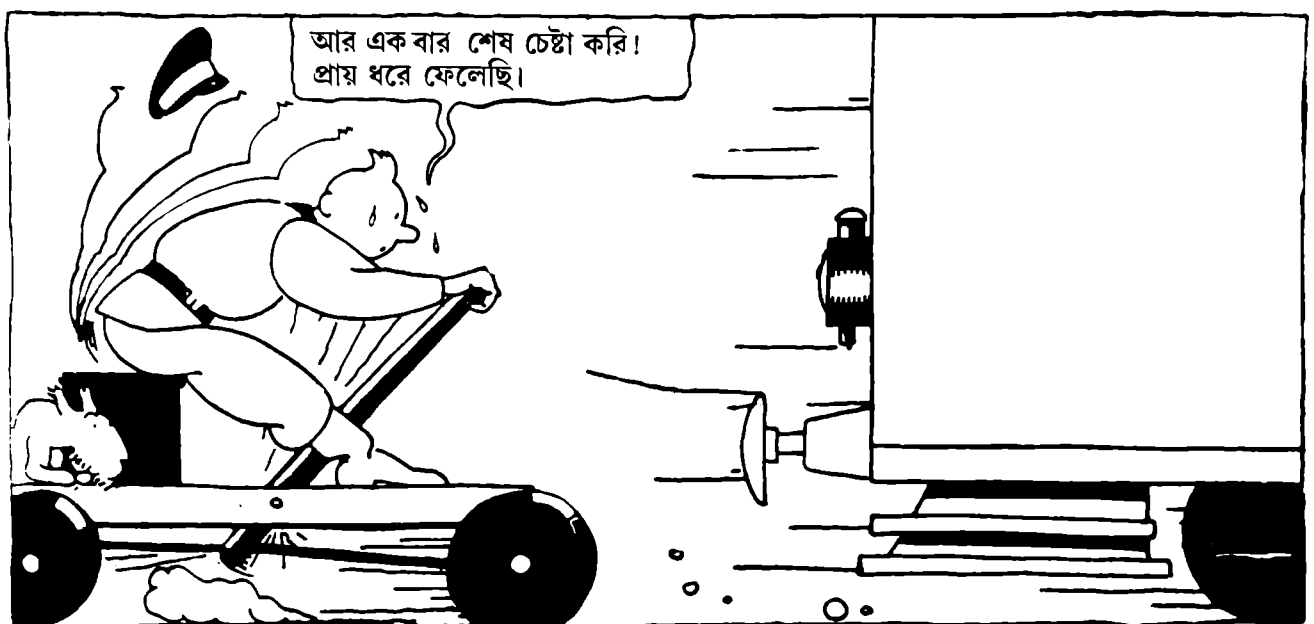


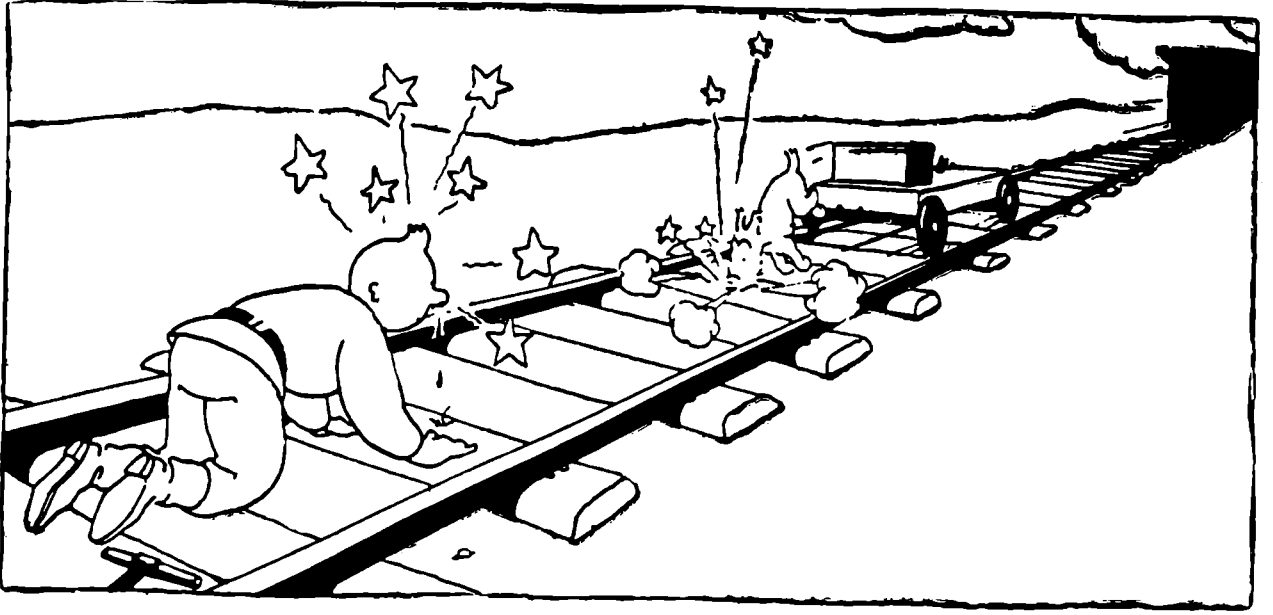


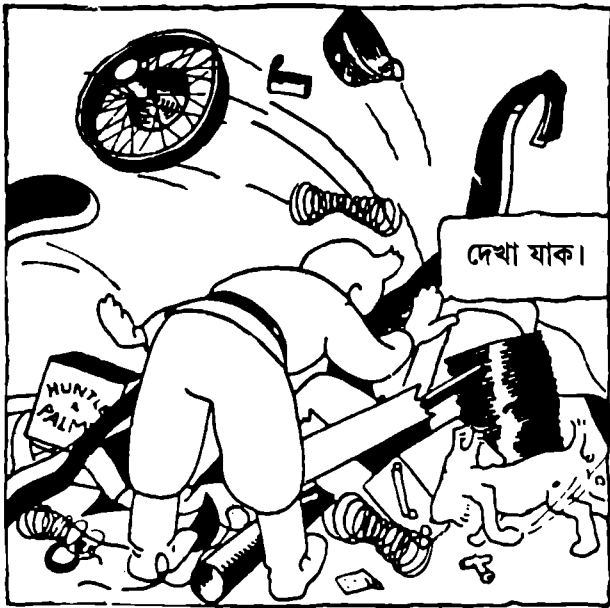


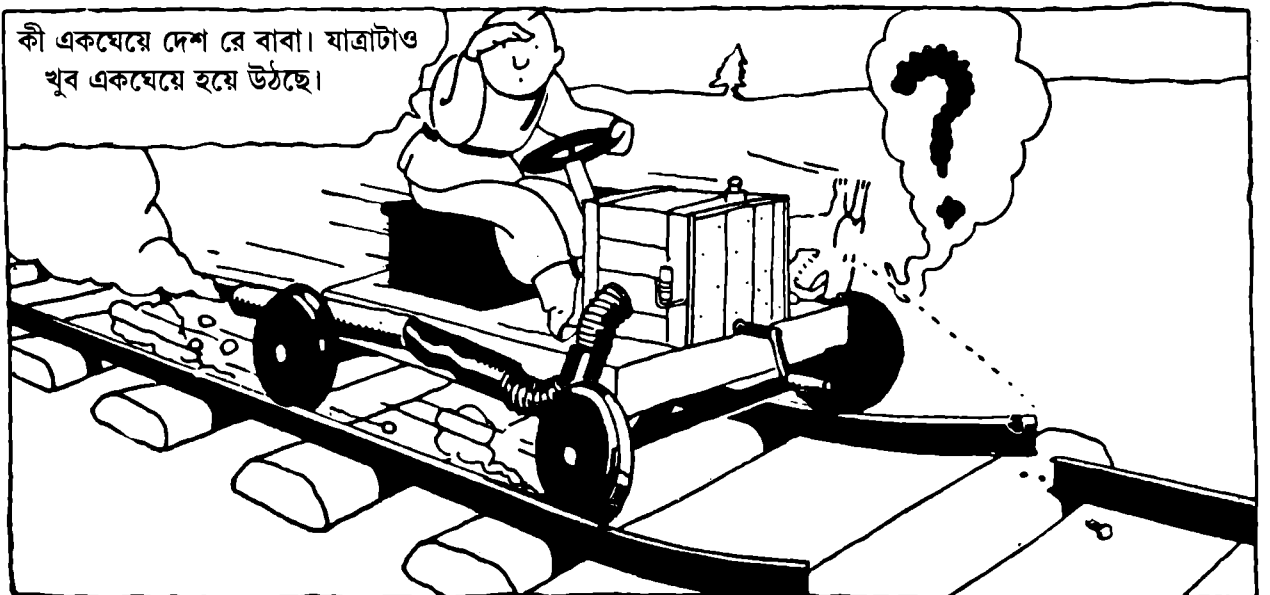


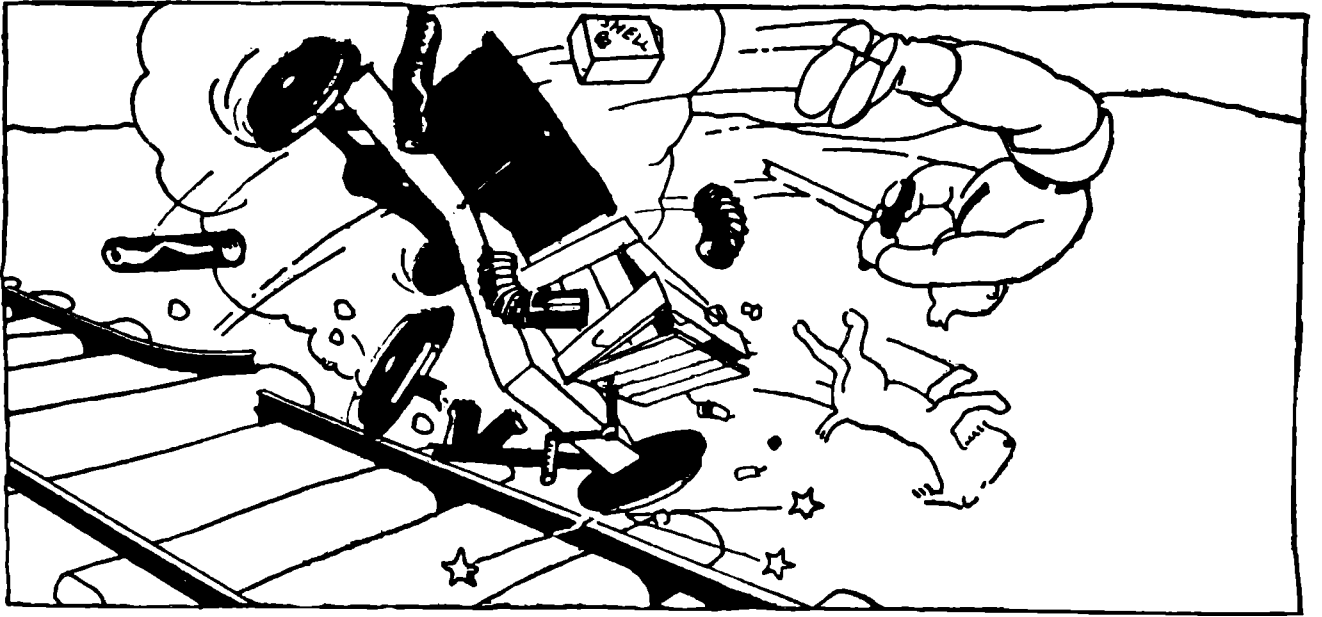


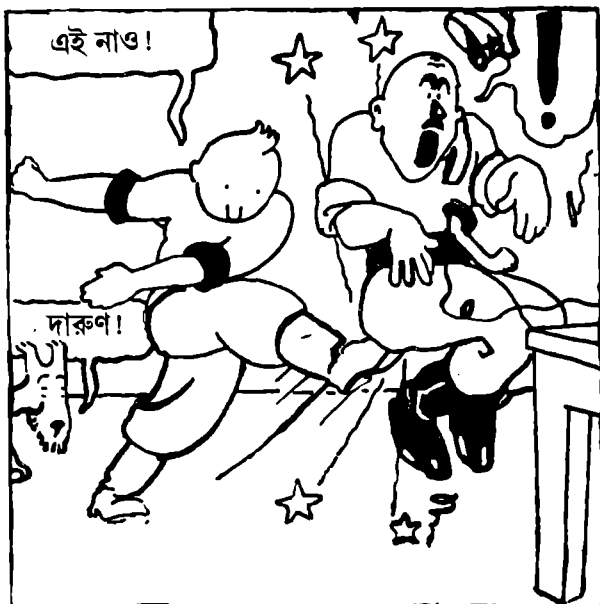


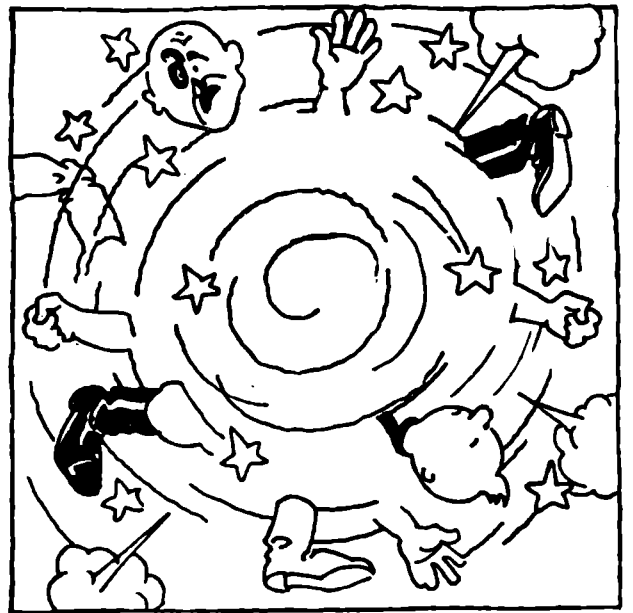
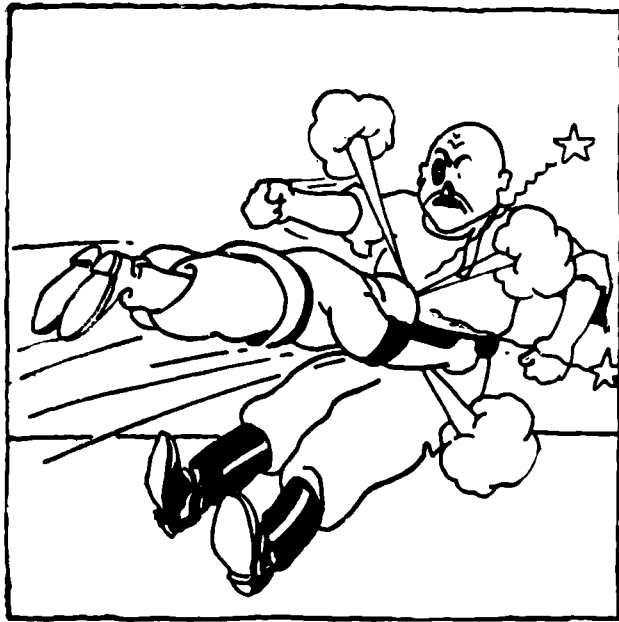


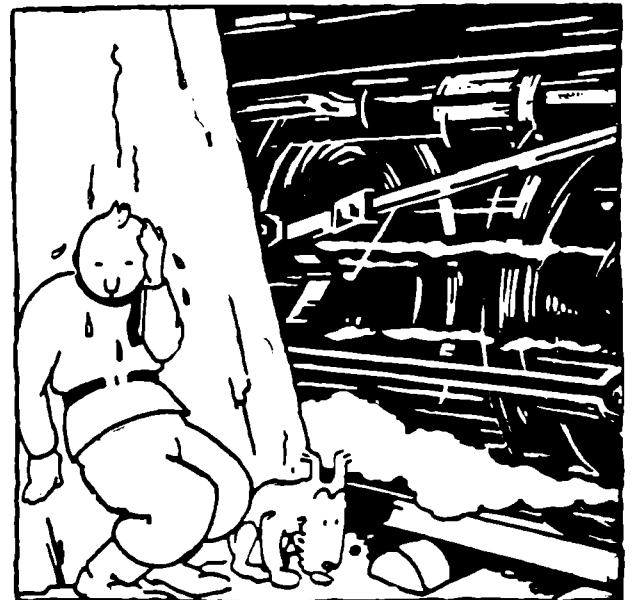
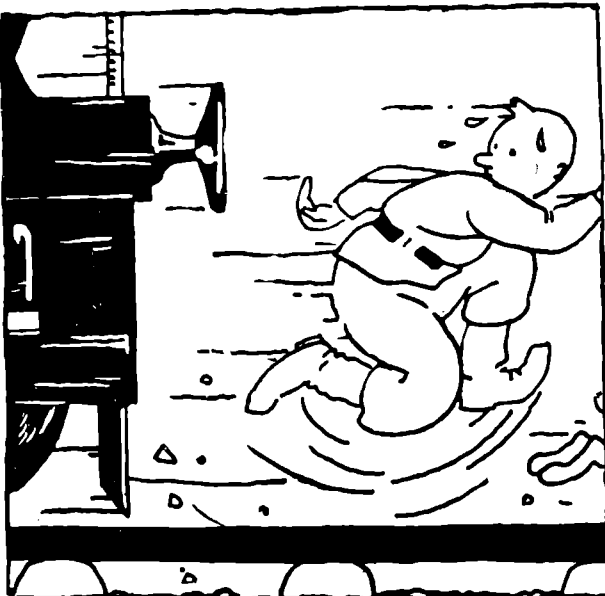
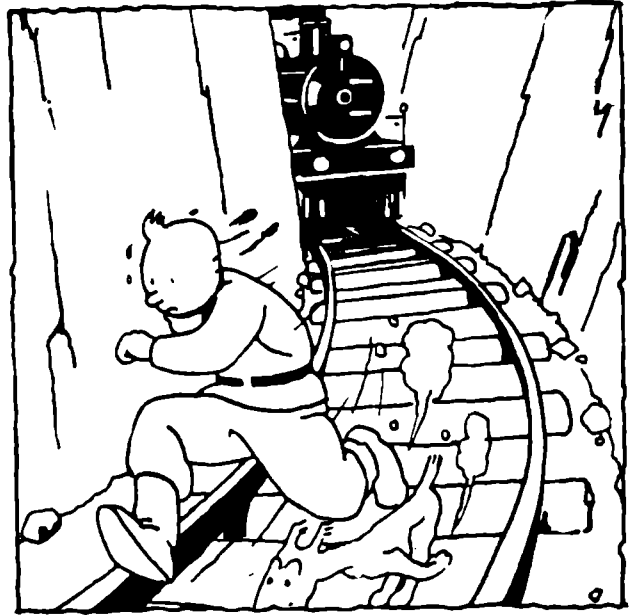


















আমার নাম ভূনিপ্ভলপ্। আমি জাতে কশাক
আতামান, আমাদের গোষ্ঠীর নেতা। সোভিয়েতদের
শিকার হয়েছি।

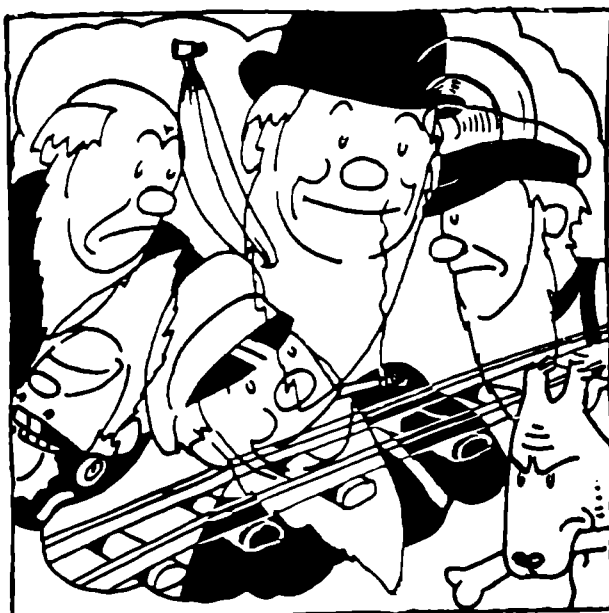


আমি নিশ্চিত, এই
লোকটাকে কোথাও
দেখেছি...

আহা! জীবনটা বড় মধুর। এত ভাল
হাড় জীবনে কখনও খাইনি।

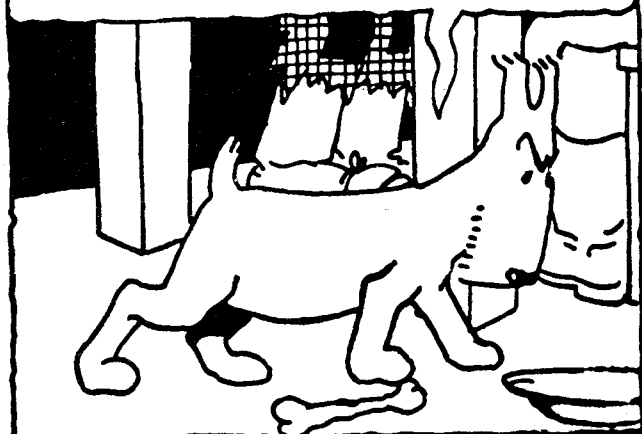


কিন্তু কোথায় দেখেছি
লোকটাকে!

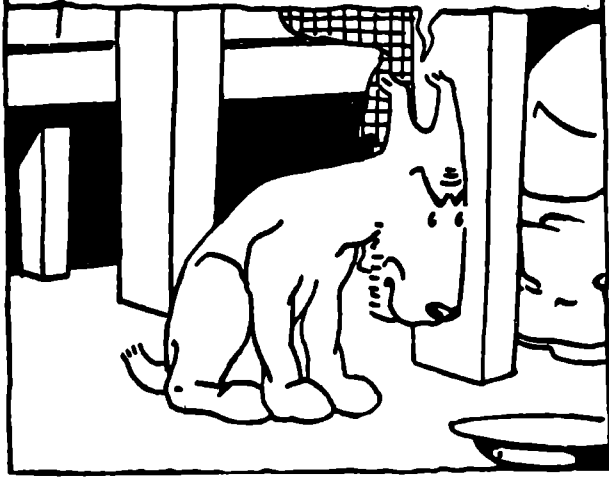


সেই পুনিশের এজেন্টটার...
গুপ্তচর... স্তলবিভজির সেই
লোকটা... কলার খোসা ফেলে
যে বিপদে ফেলার চেষ্টা
করেছিল।

নিশ্চয় লোকটা আবার কোনও নোংরা ফন্দি
আঁটছে... টিনটিনকে সাবধান করতে হবে...
কিন্তু কীভাবে?



হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওইটেই সবচেয়ে
ভাল মতনব।



মনে হচ্ছে গণ্ডগোল
হবে।



তোমাকে বোঝাতে পারব না,
পুলিশের হাতে দিনের পর দিন কী
কষ্টই না পেয়েছি।

মিথোবাদী
বদমাশ!



এইবার, বিশ্বাসঘাতক! তোমার
মুখোশ খুলেছি।



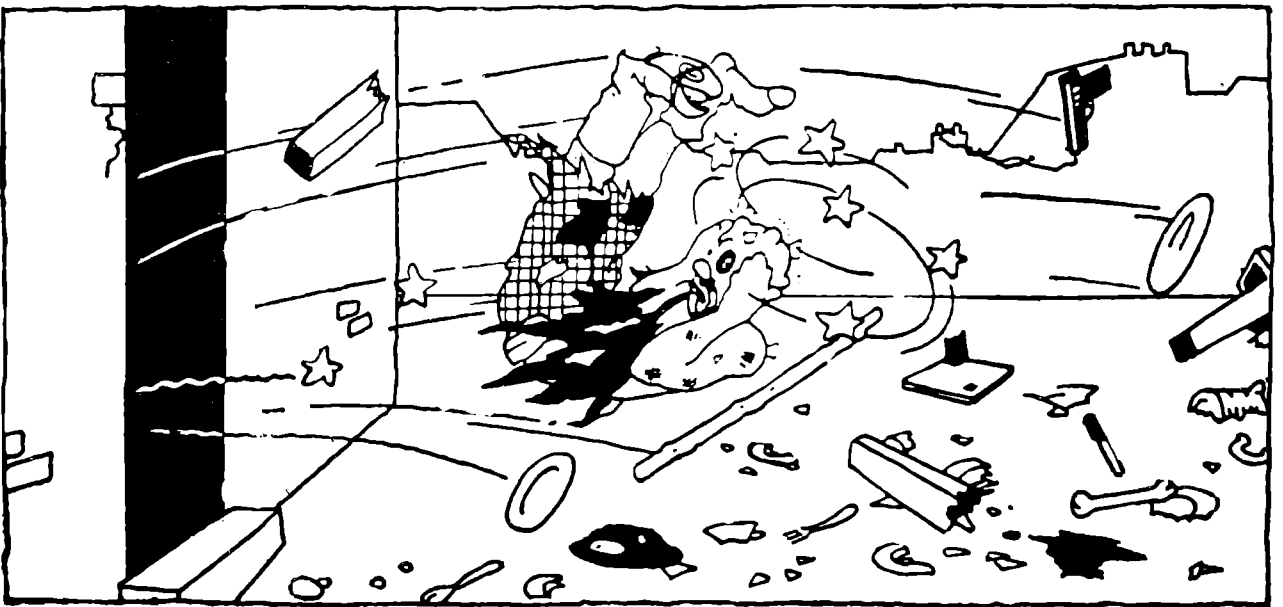
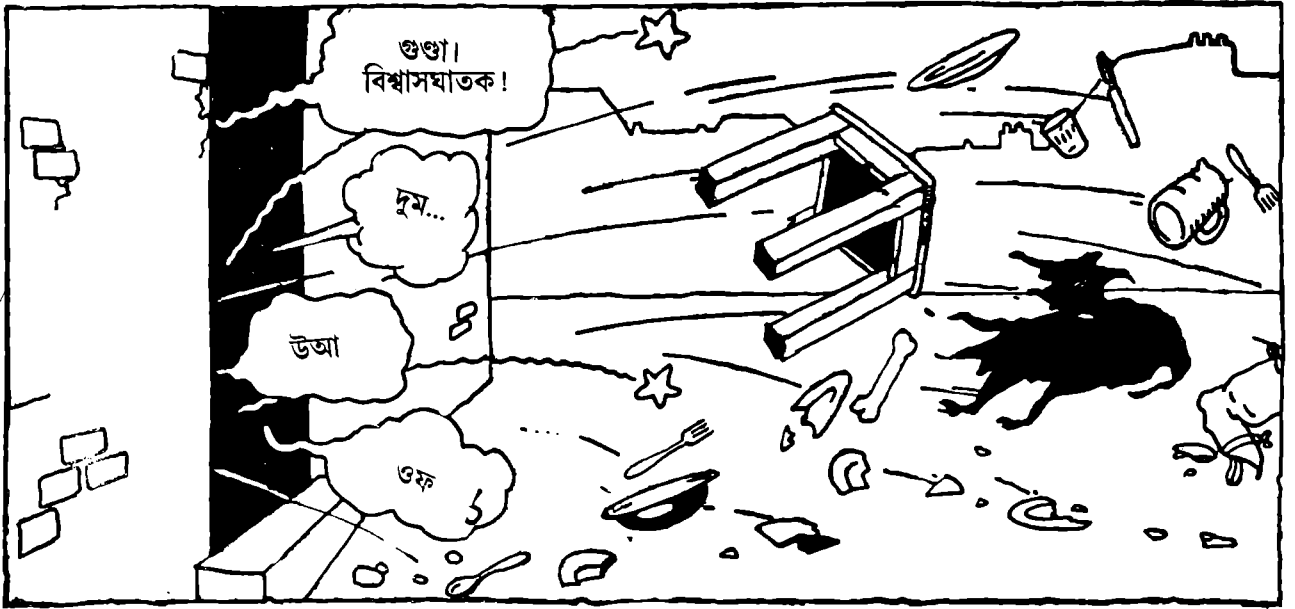
এই ছোট বসিকতাটি করার
কী মানে?



মানে তুমি ও জি পি ইউ-কে অপমান করেছ।
এখন তোমায় বন্দি করলুম।



তাই নাকি?





কমরেডস, তোমাদের সামনে তিনটে নামের তালিকা আছে...প্রথমটা
কমিউনিস্ট পার্টির...

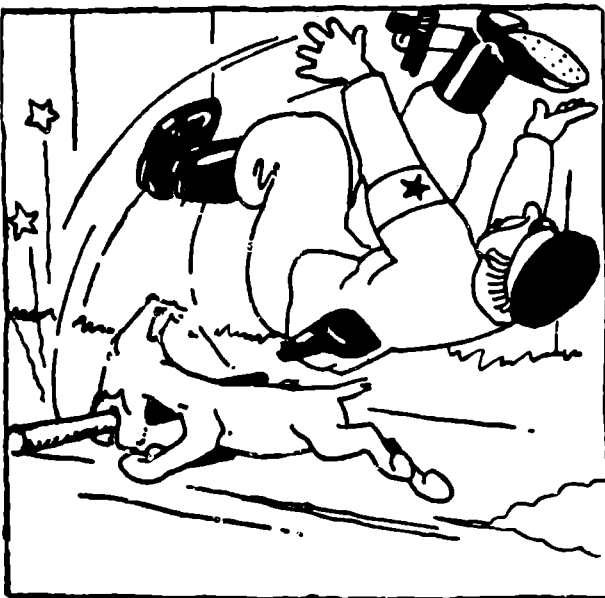
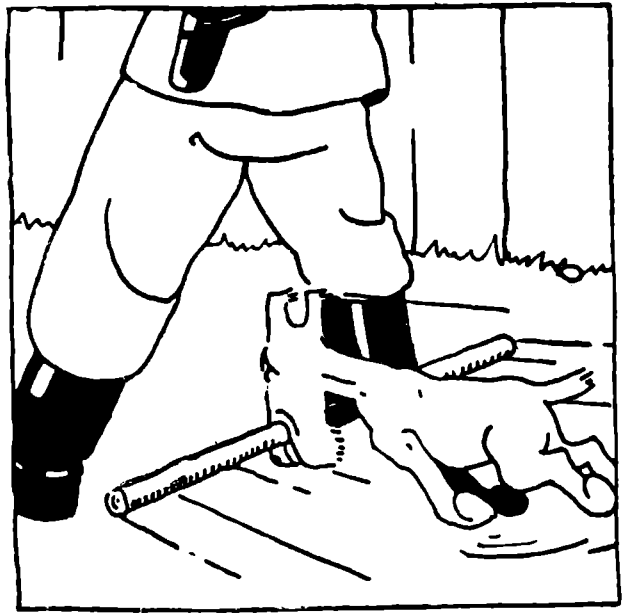


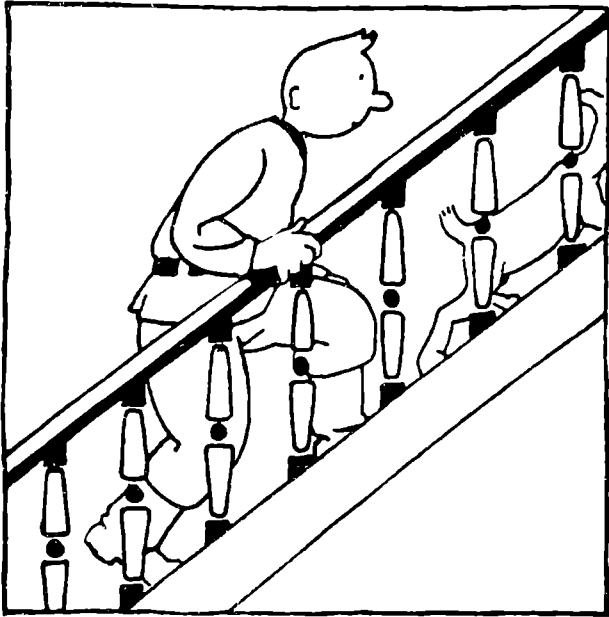
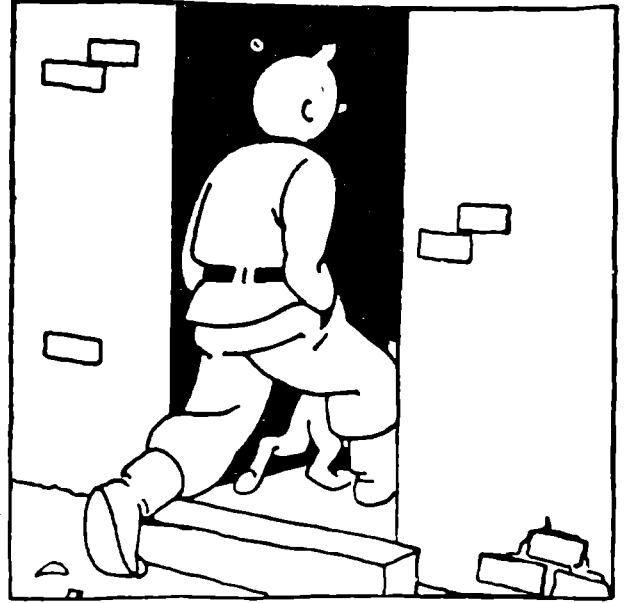
যারা এই তালিকার বিরুদ্ধে তারা হাত তোলো। কারা এই তালিকার
বিরোধিতা করছে?

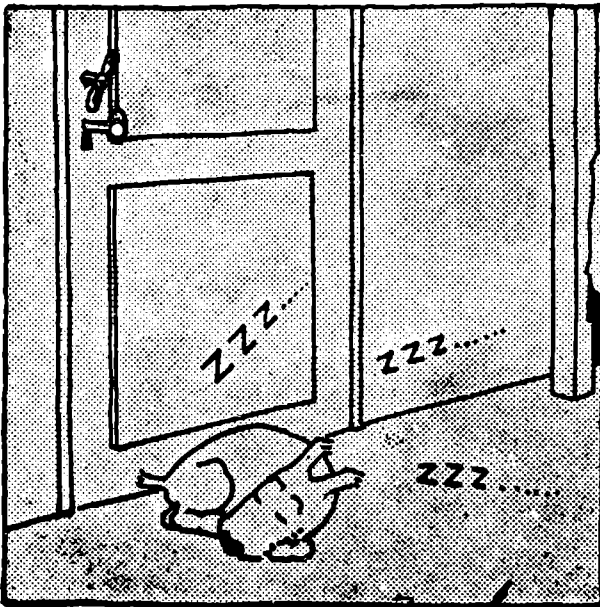
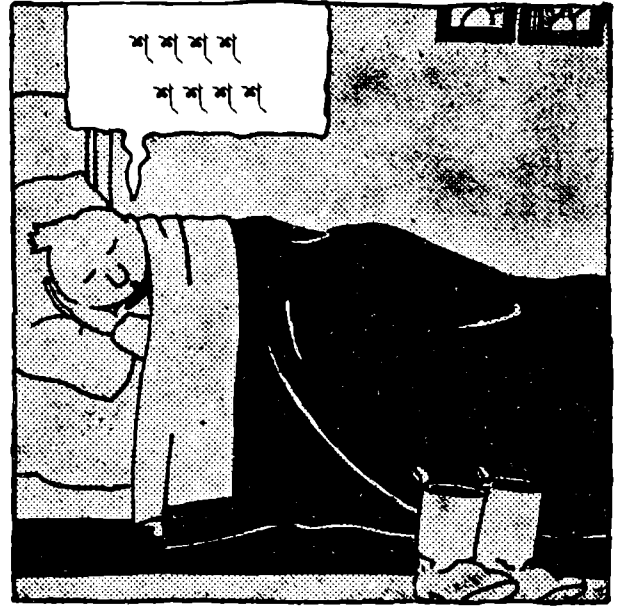


কেউ নেই??... তা হলে ঘোষণা করছি, কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরাই সর্বসম্মতিক্রমে
নির্বাচিত হল!

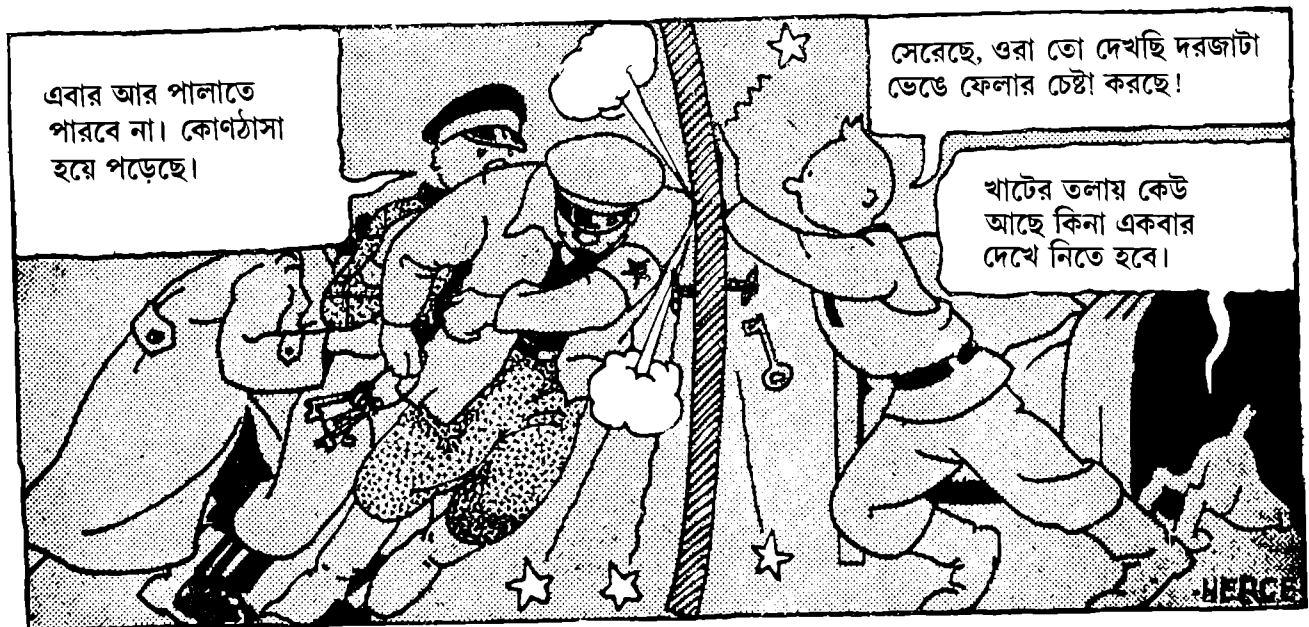
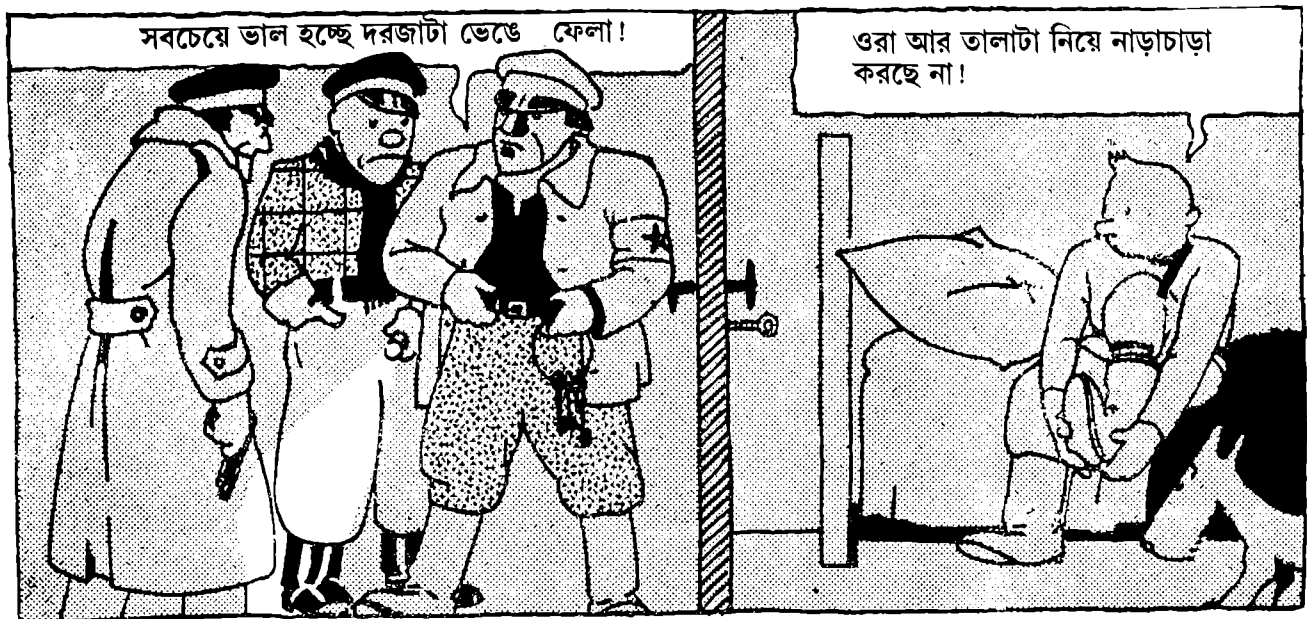


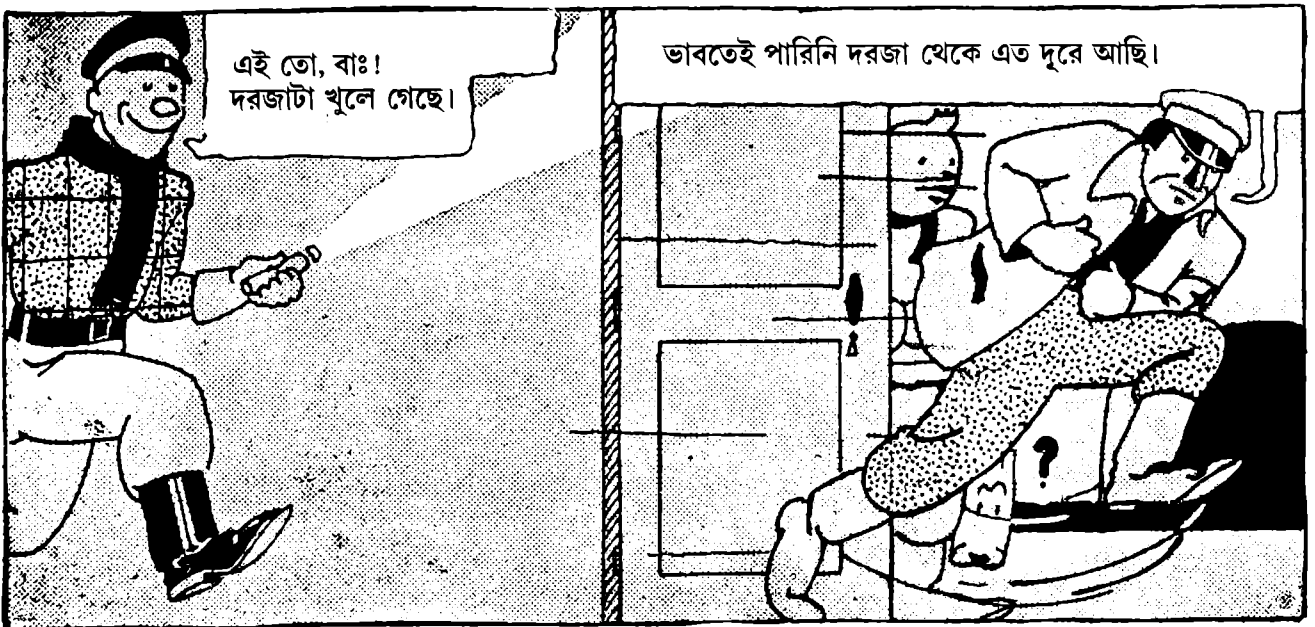


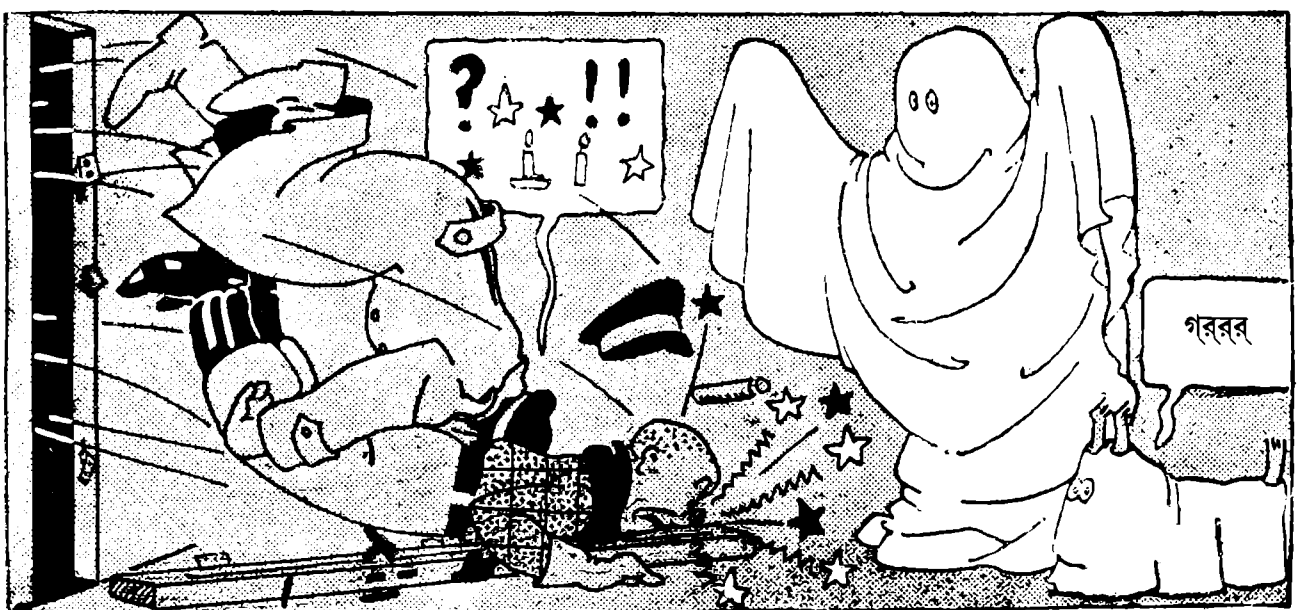




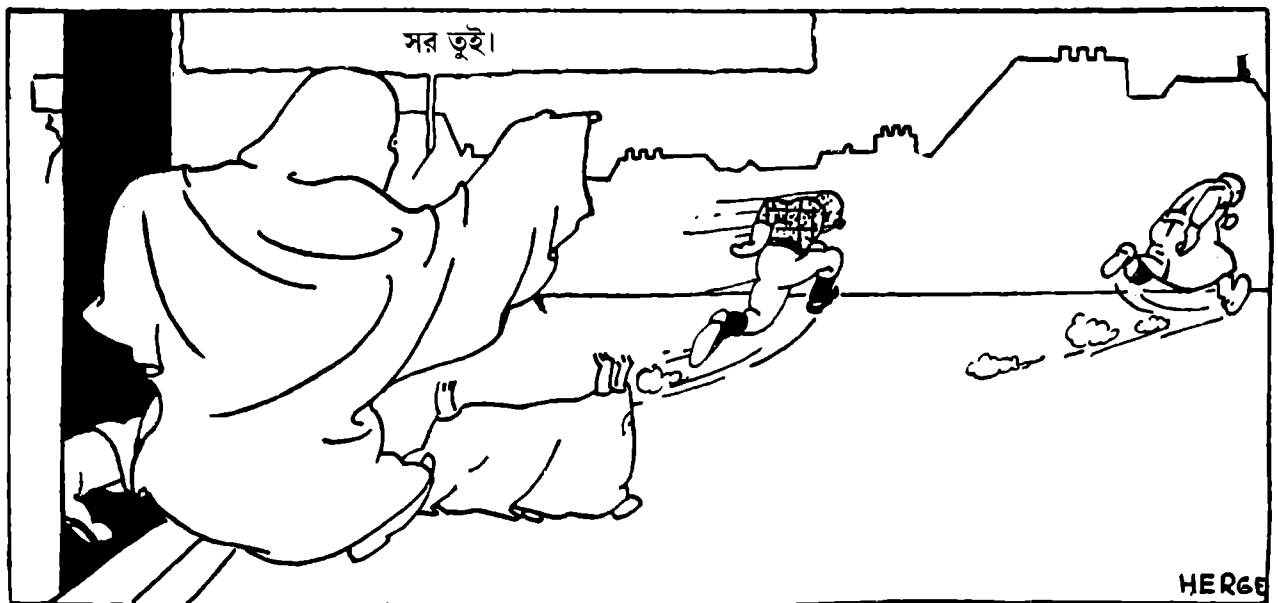
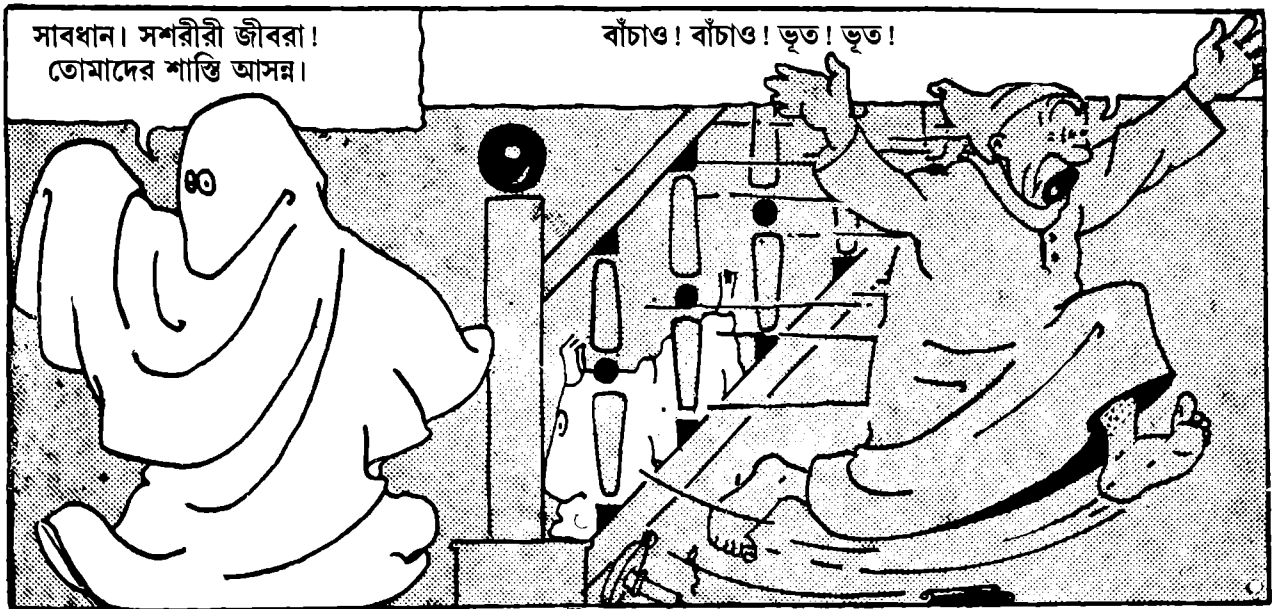
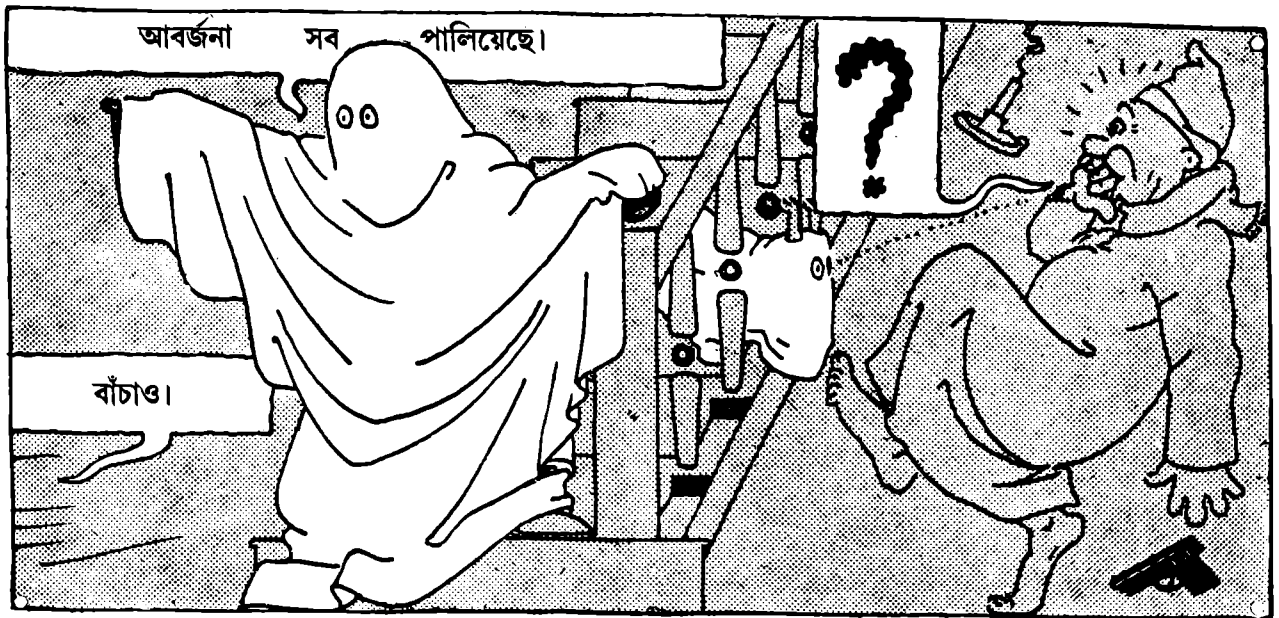










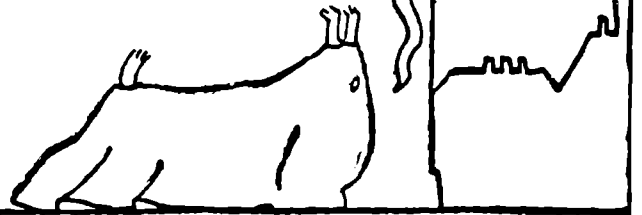


HER65

চলো, এবার ফিরে যাওয়াই ভাল।



ভূতের অভিনয় করতে গিয়ে বিরক্তি ধরে গেছে।



আমার চোখের ফুটোগুলো কোথায়?



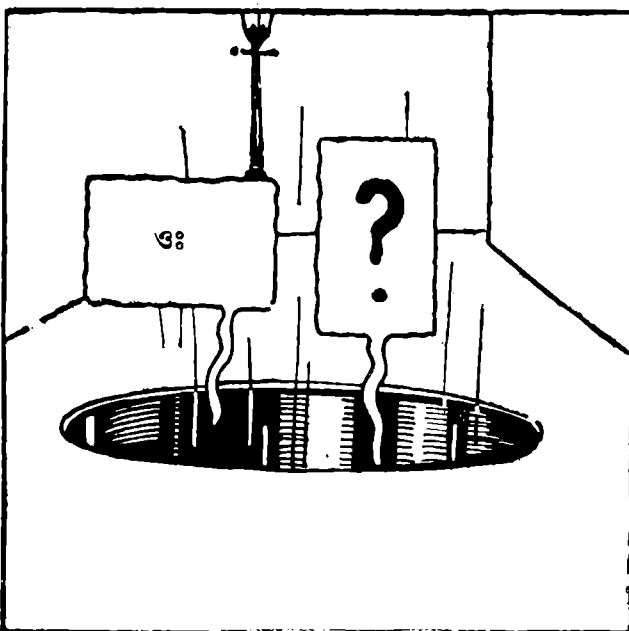
এইভাবে চোখ-ঢাকা ঘুরে বেড়ালে

অবস্থায় চারদিকে বিপদে পড়ব।

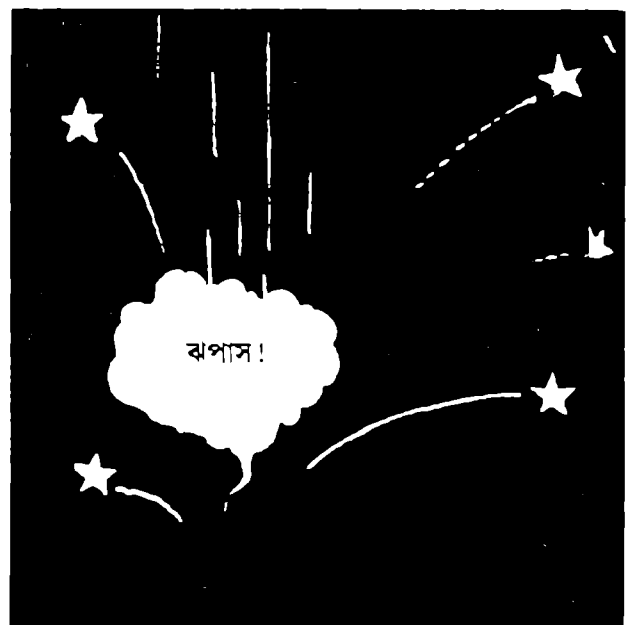


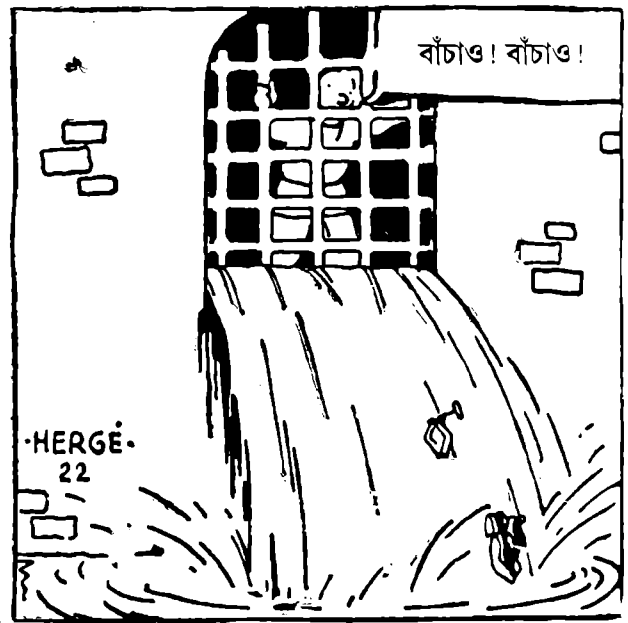
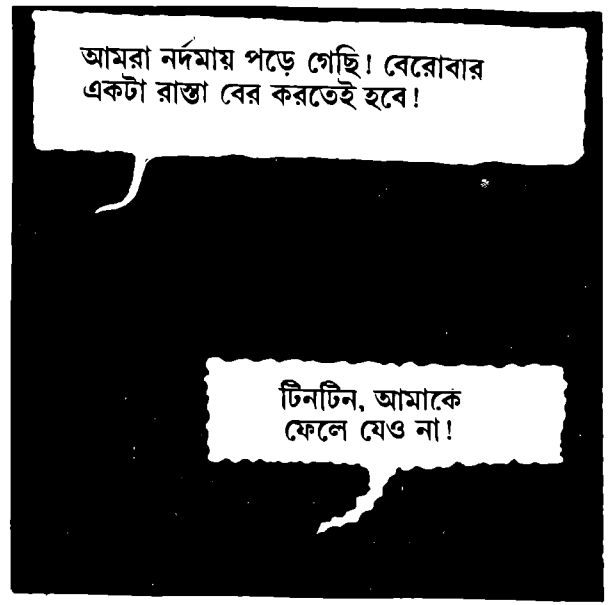
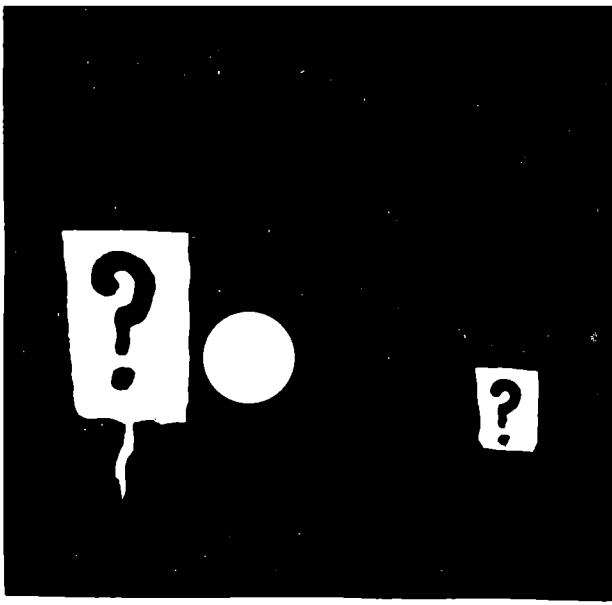
ওঃ

?



ঝপাস!





কেউ তো আসছে না! যাই হোক, ঘুমটা
পুষিয়ে নিই। ভাল করে ঢাকাটুকি দিতে
হবে! এখানে বড় কনকনে ঠাণ্ডা!



মুশকিল ... ঘুম তো
আসছে না।

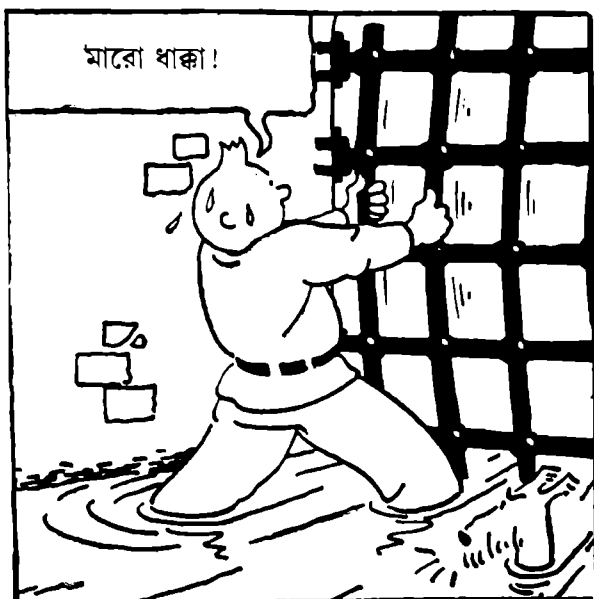
আমি অন্তত
শুকনো
জায়গায় উঠে
পড়েছি।



যে করে হোক, এখান থেকে বেরোতেই হবে।



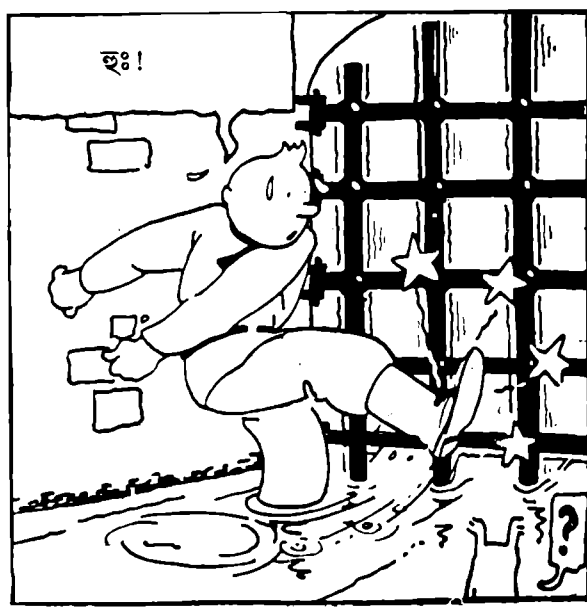
মারো ধাক্কা!

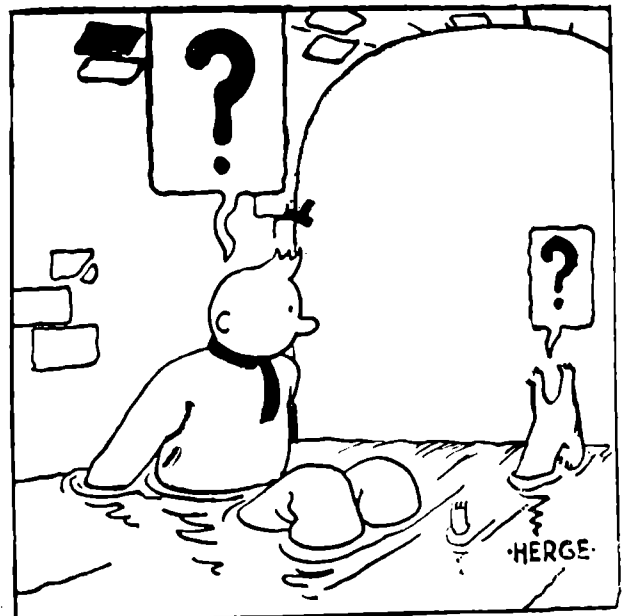


আর একবার—হুঃ!



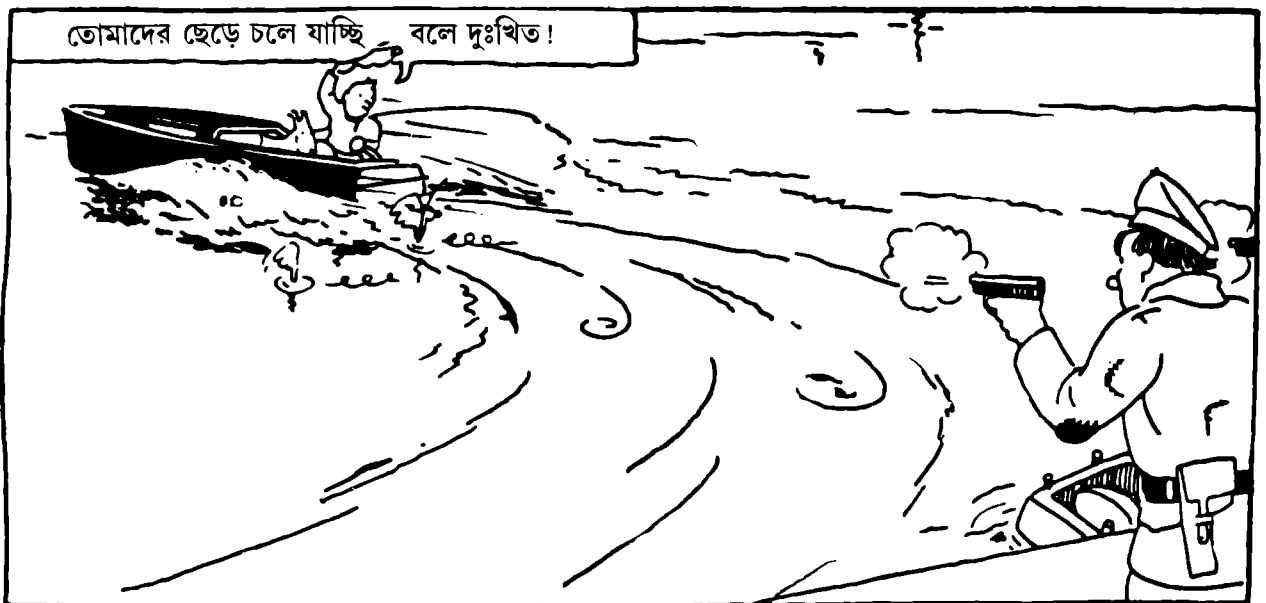
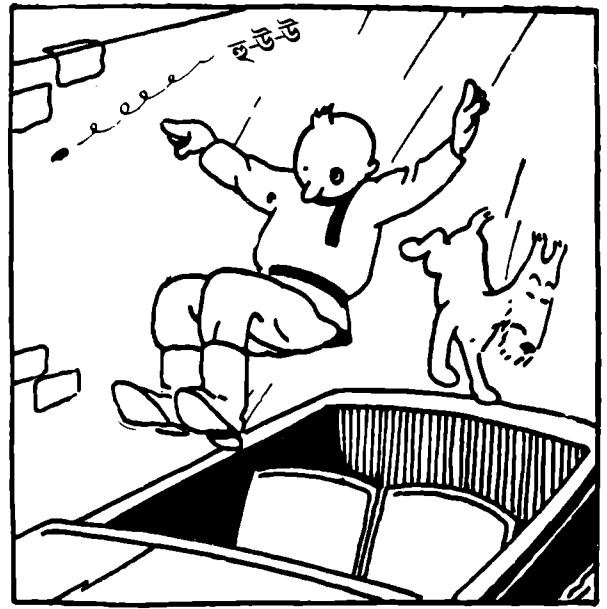
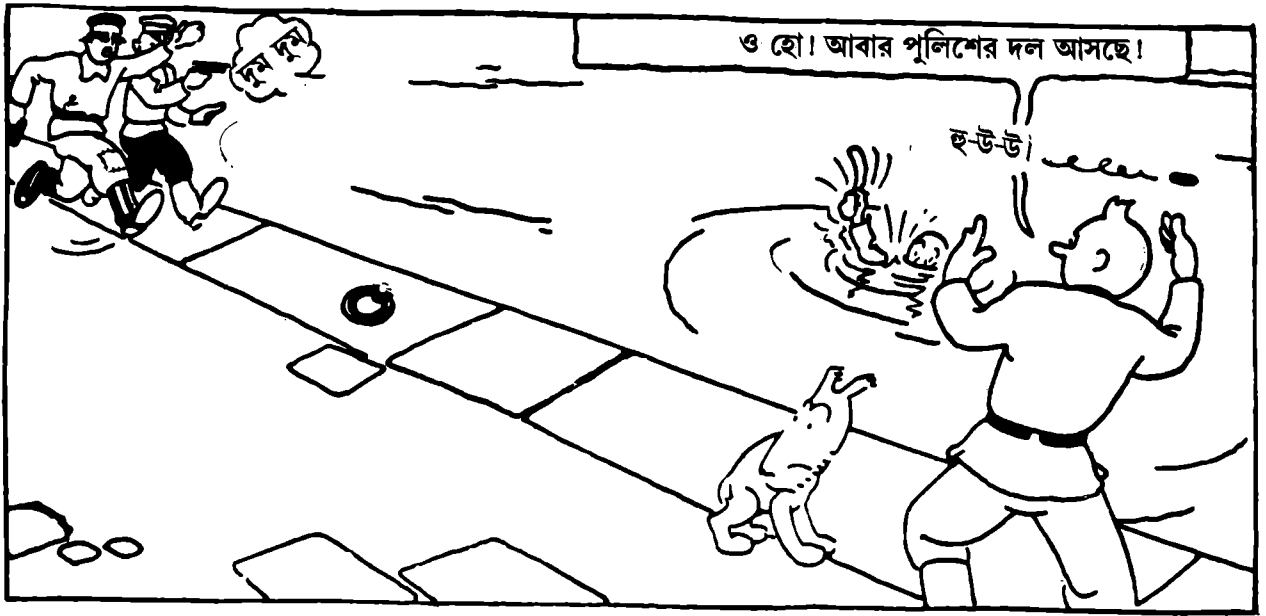
হুঃ!





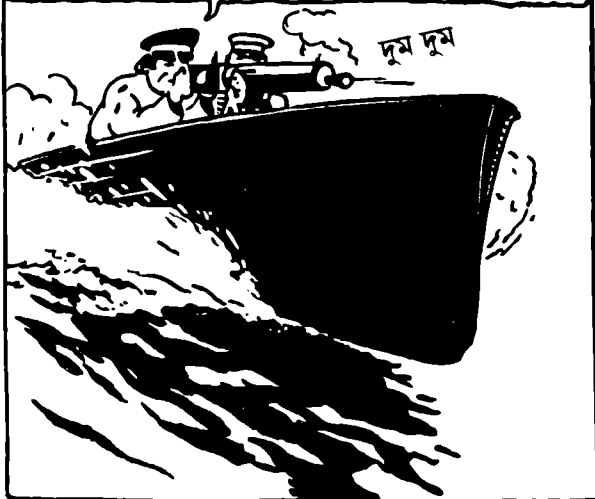




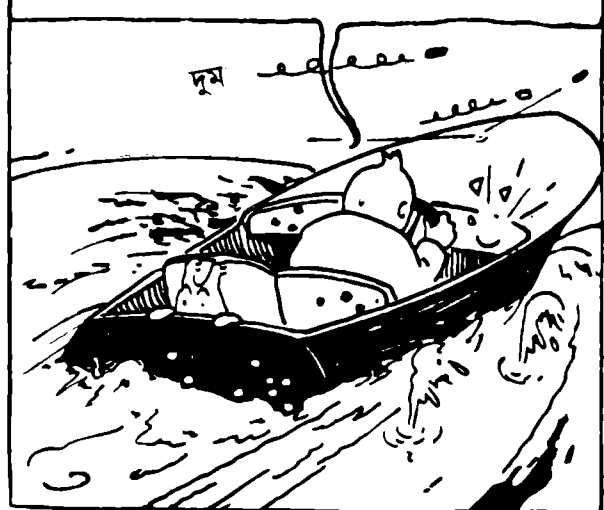




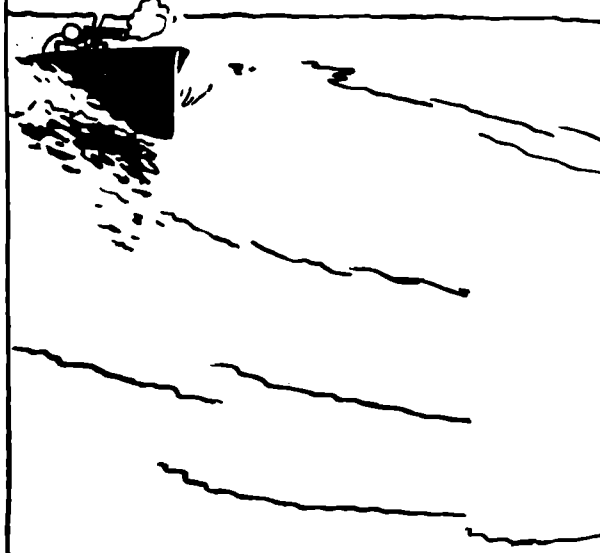
তাক করে মারো...



কুটুস, আমরা তো মরতে বসেছি।...



হুর্রে—আমরা ধরে ফেলেছি!



কুটুস, ভয় পাস না! মনে হচ্ছে ওরা
আর তাড়া করবে না...



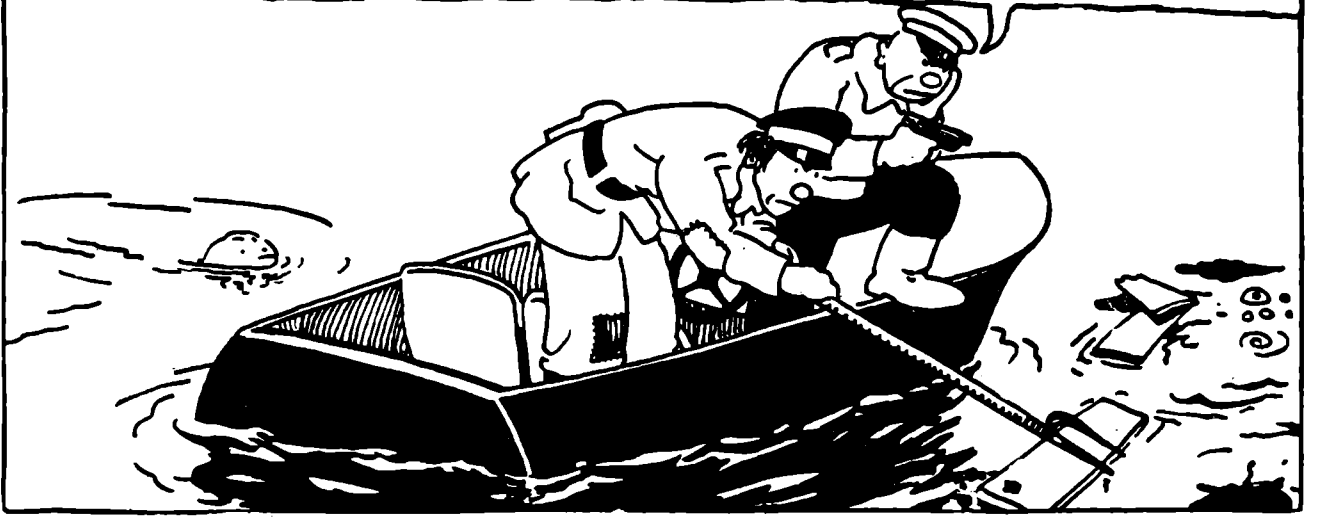
টিনটিন, তুমি খুব ভালই জানো, এখানে
স্নান করা নিষিদ্ধ



তা হলে তাড়াতাড়িই ধরে ফেলেছি, কী
বলো?



আবার যদি ও ওপরে ভেসে ওঠে। ওকে শেষ করে দেব।



যাও, এবার জলের তলায় যাও।

ঝপাস

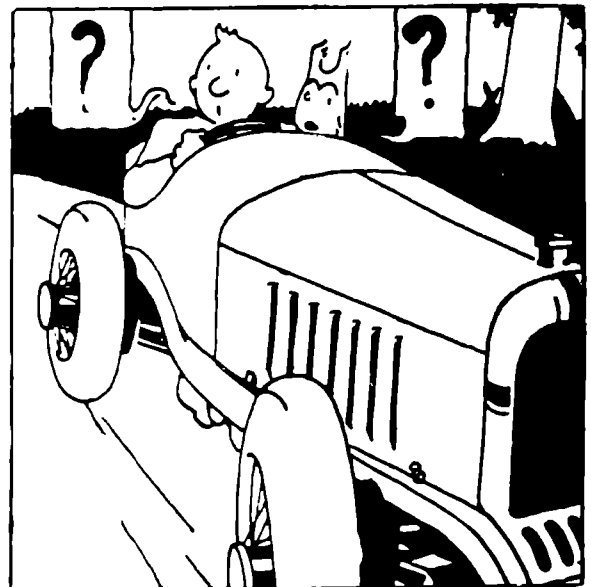
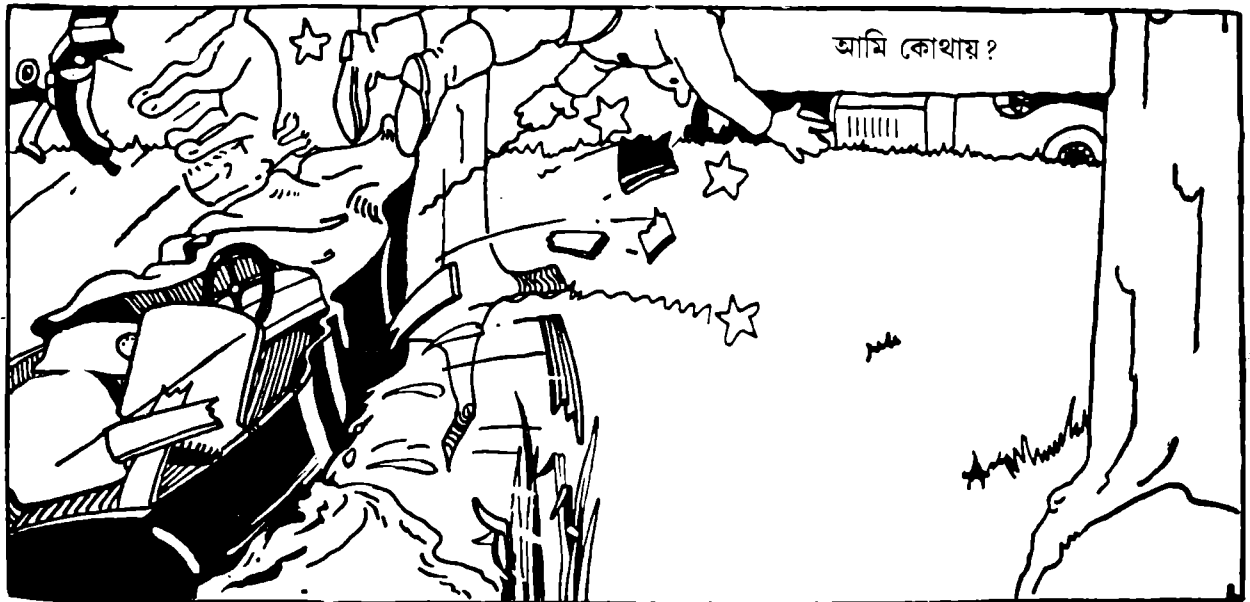
ঝপাস

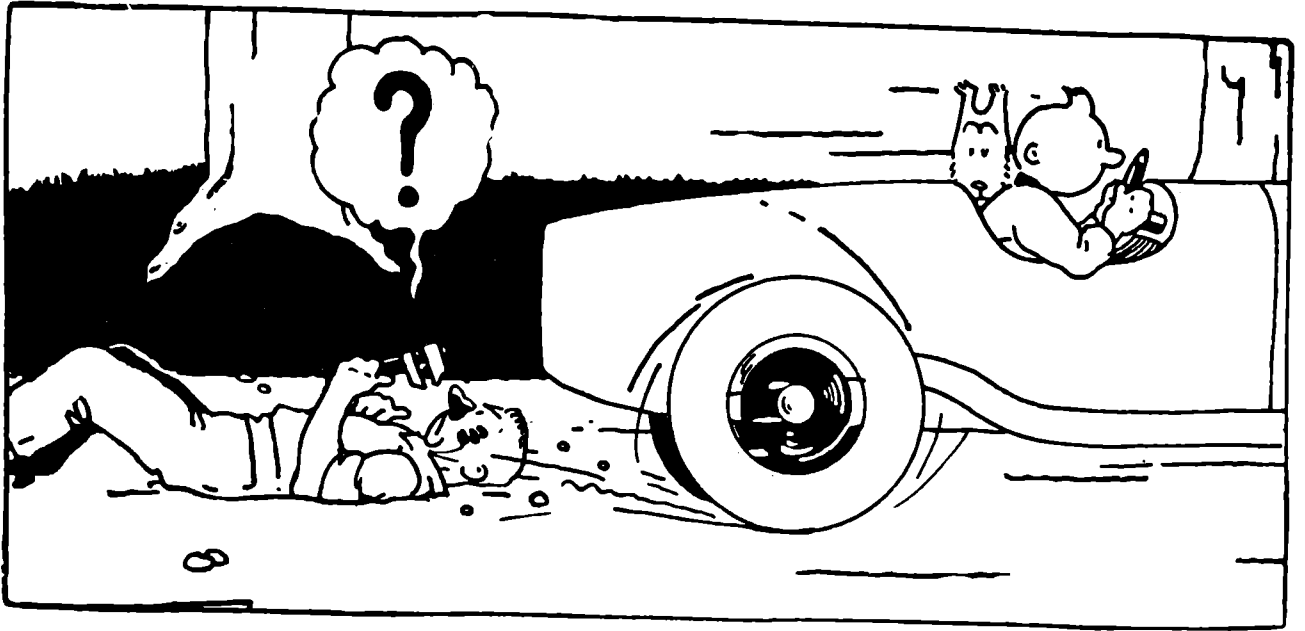


তোমাদের তুলে নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।



• HERGÉ

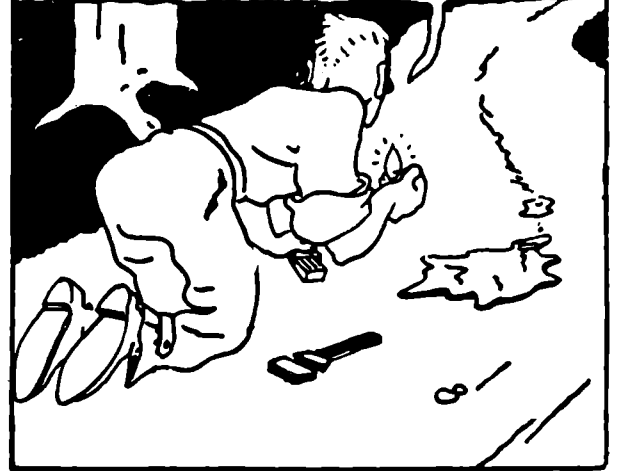




আমারই নাকের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট
দিল! সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে!



ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করো... বন্ধু...
ফোঁটা-ফোঁটা পেট্রলের দাগ ধরে আগুন
জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

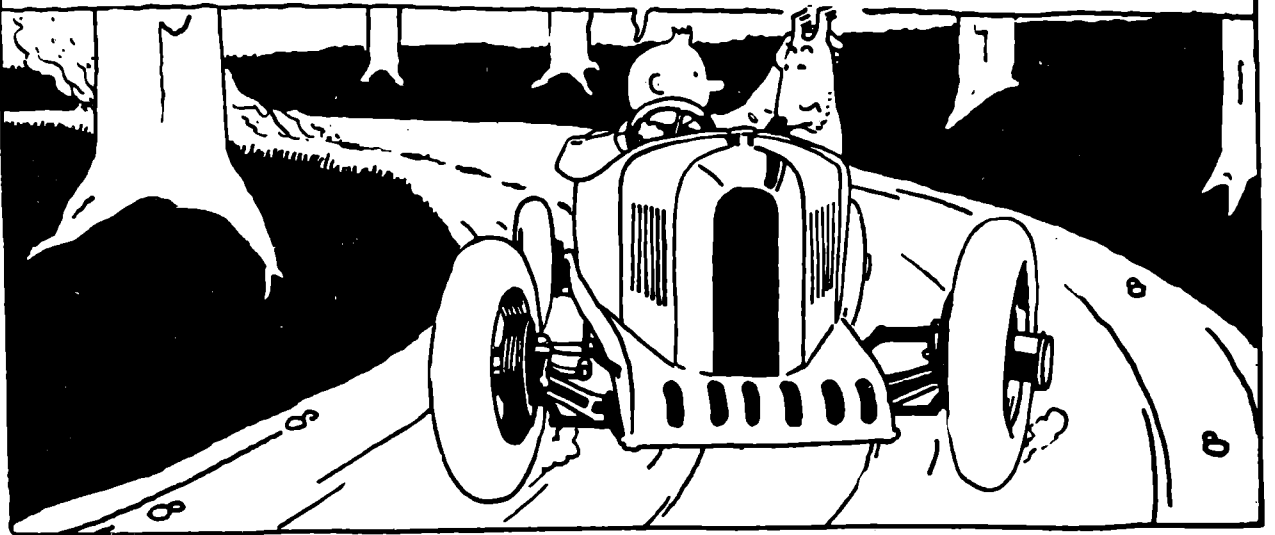


...এইবার কোথায় পালাও দেখি!

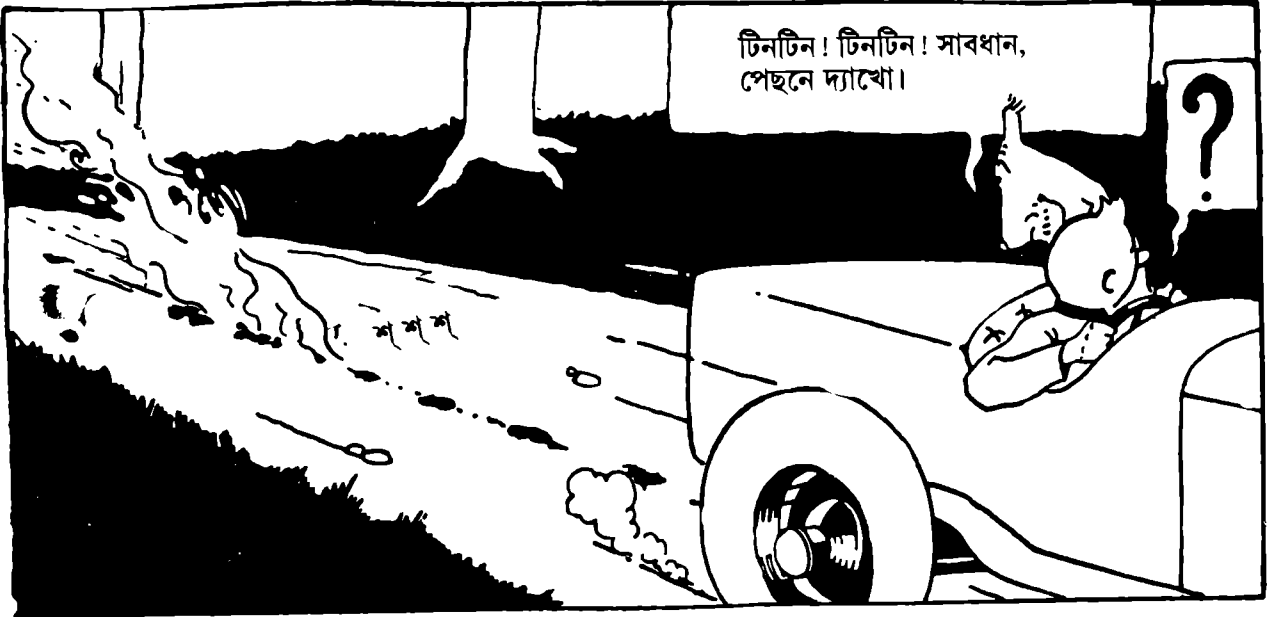


•HERGÉ•

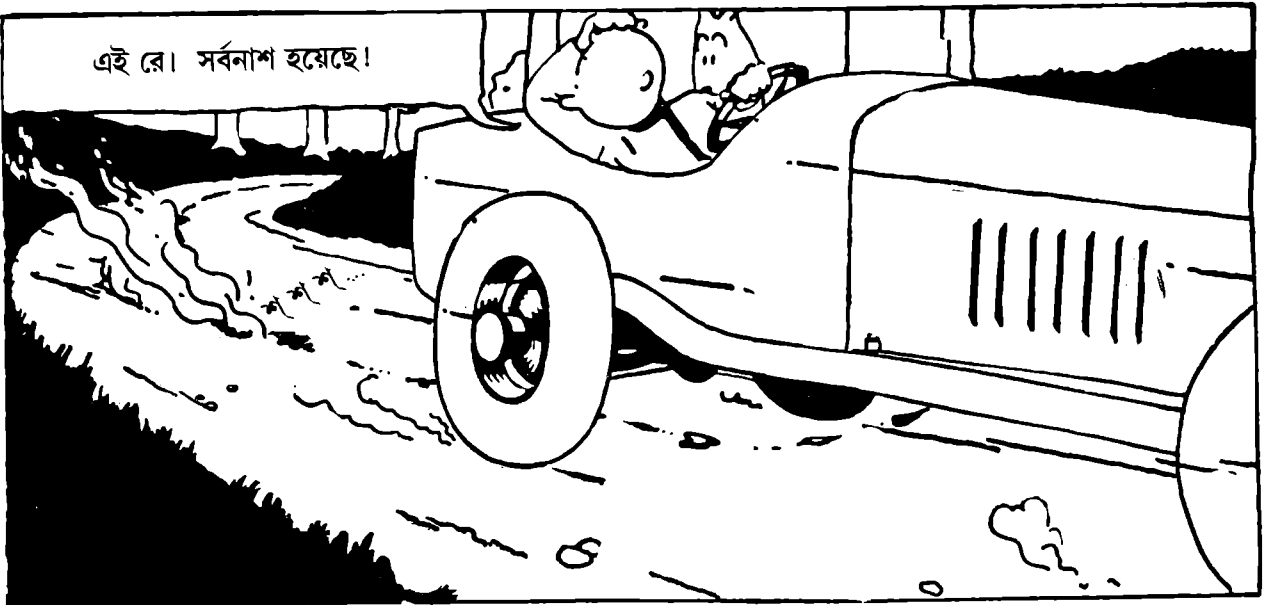
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মস্কো পৌঁছব।



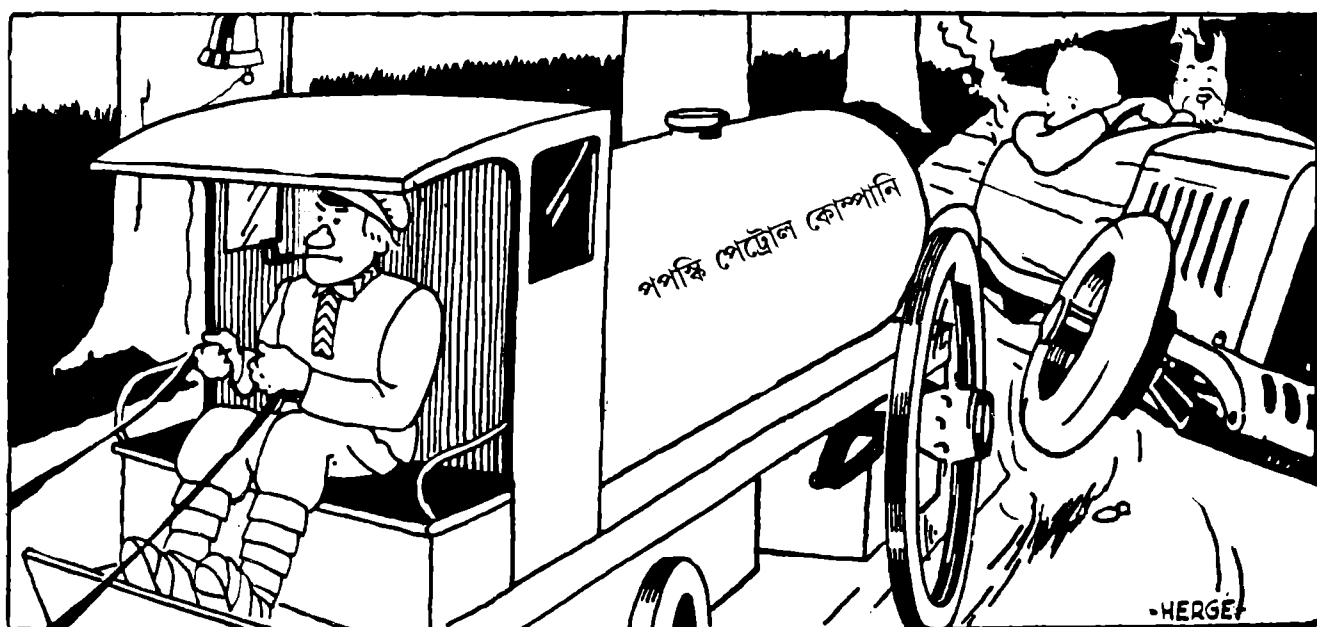
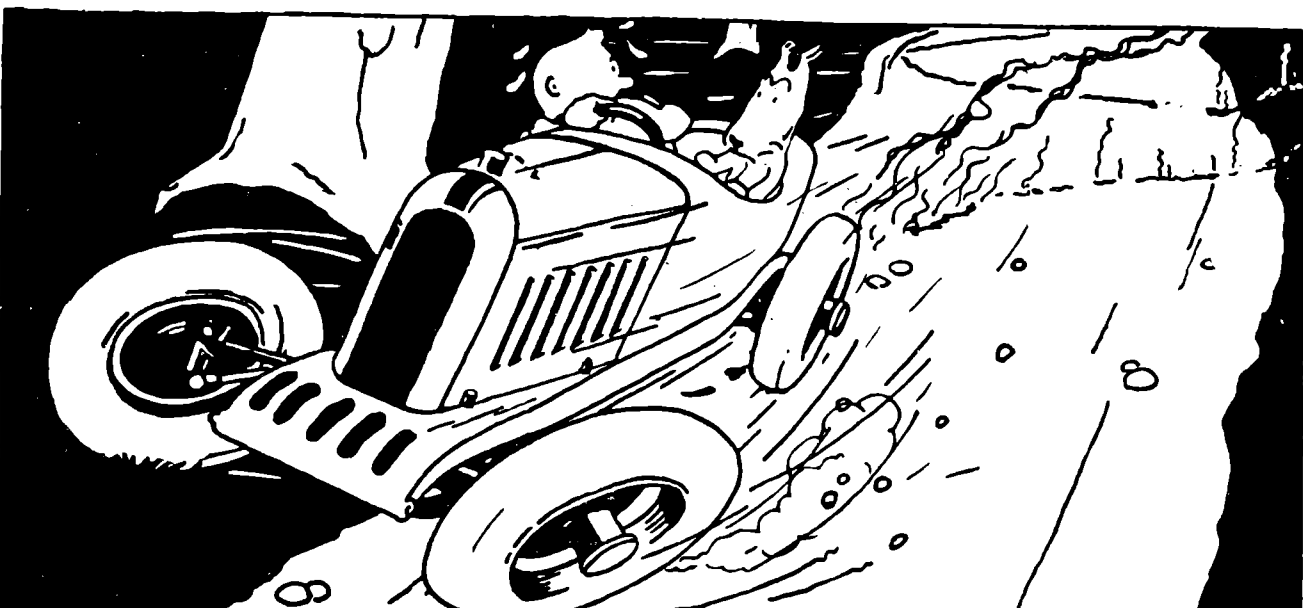
টিনটিন! টিনটিন! সাবধান,
পেছনে দ্যাখো।

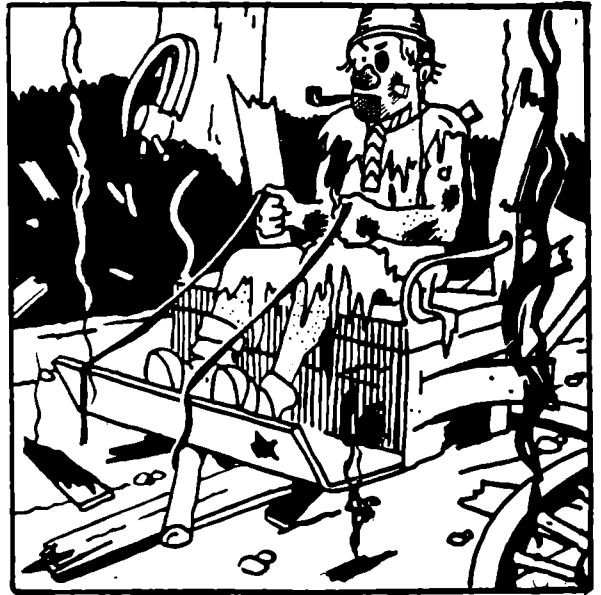
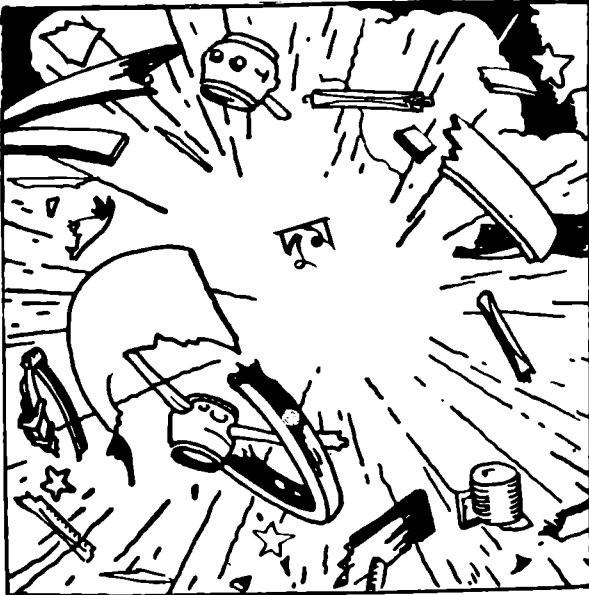
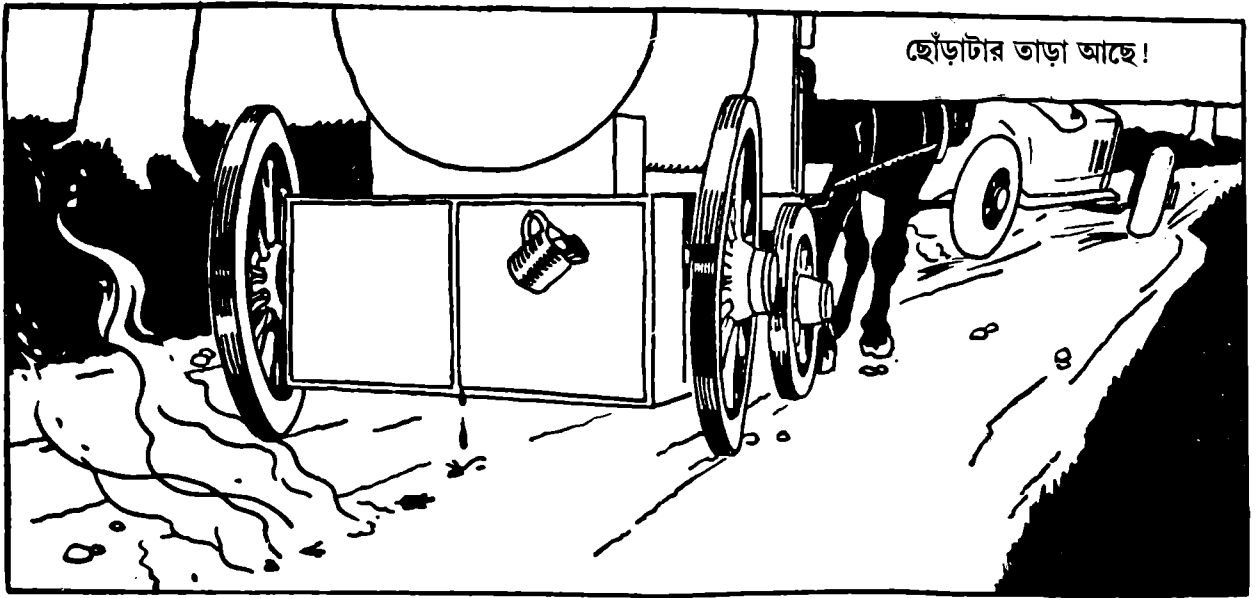


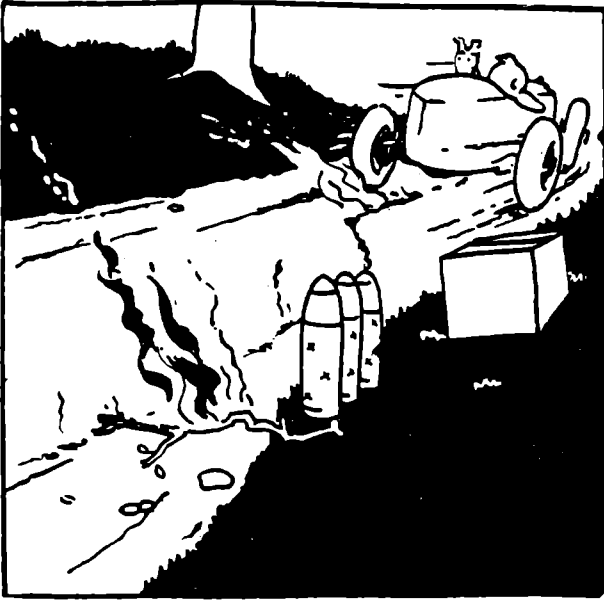
এই রে। সর্বনাশ হয়েছে!



জ্বলন্ত পেট্রোল যদি আমাদের গাড়িতে
লেগে যায় তা হলেই শেষ!







আর পেট্রোল নেই! থাকলে এতক্ষণে জ্যান্ত বলসে যেতুম।



গাড়িটাকে ঠেলে কাছাকাছি গ্যারাজে
নিয়ে যেতে হবে।



যাক নিশ্চিন্ত! এখানে পৌঁছে
গেছি!



আমি ওই গাড়িটাতে
চড়তে অভ্যস্ত হয়ে
যাচ্ছি!

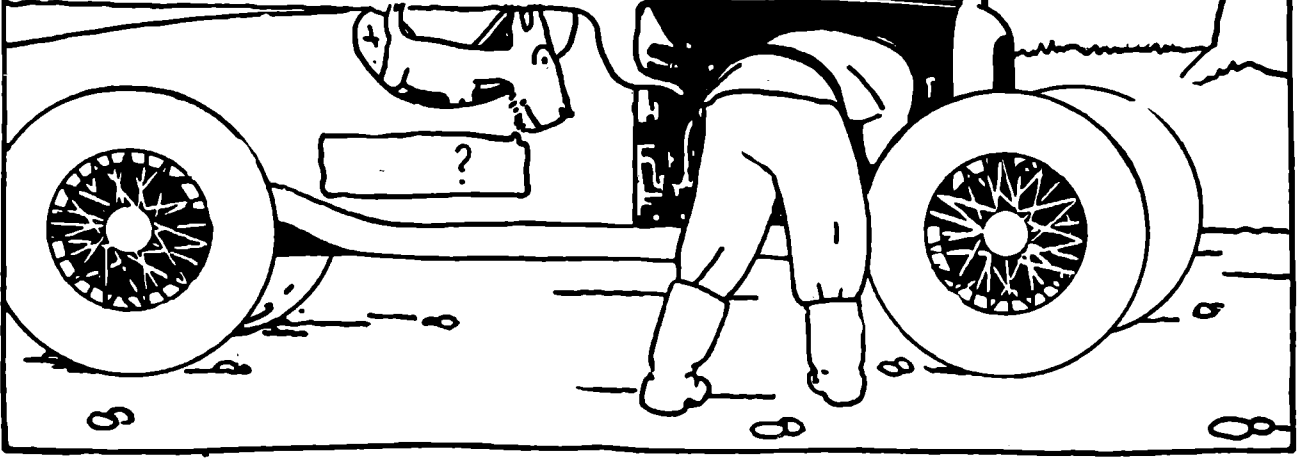
সব ঠিক আছে!



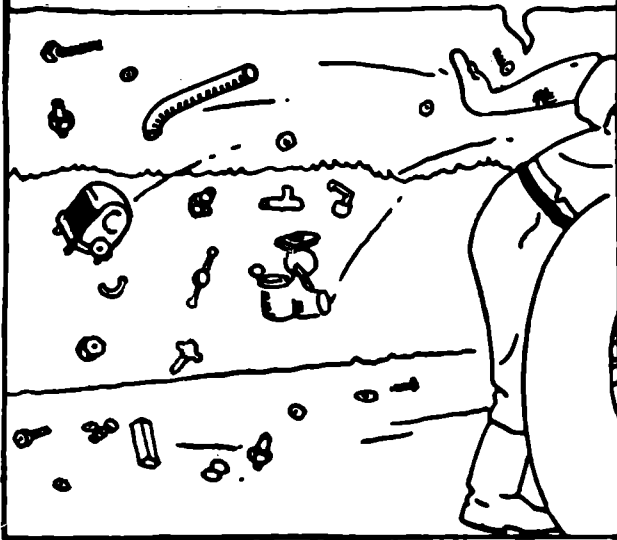
আবার কী হল! আবার গাড়িটা
খারাপ হয়েছে।



এটা কি ম্যাগনেটো? নাকি প্লাগগুলো? ট্রাক রডটা
আমি কি ভেঙে ফেলেছি? নাকি কারবোরেটরটা
ফেটে গেছে।



ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতেই হবে।



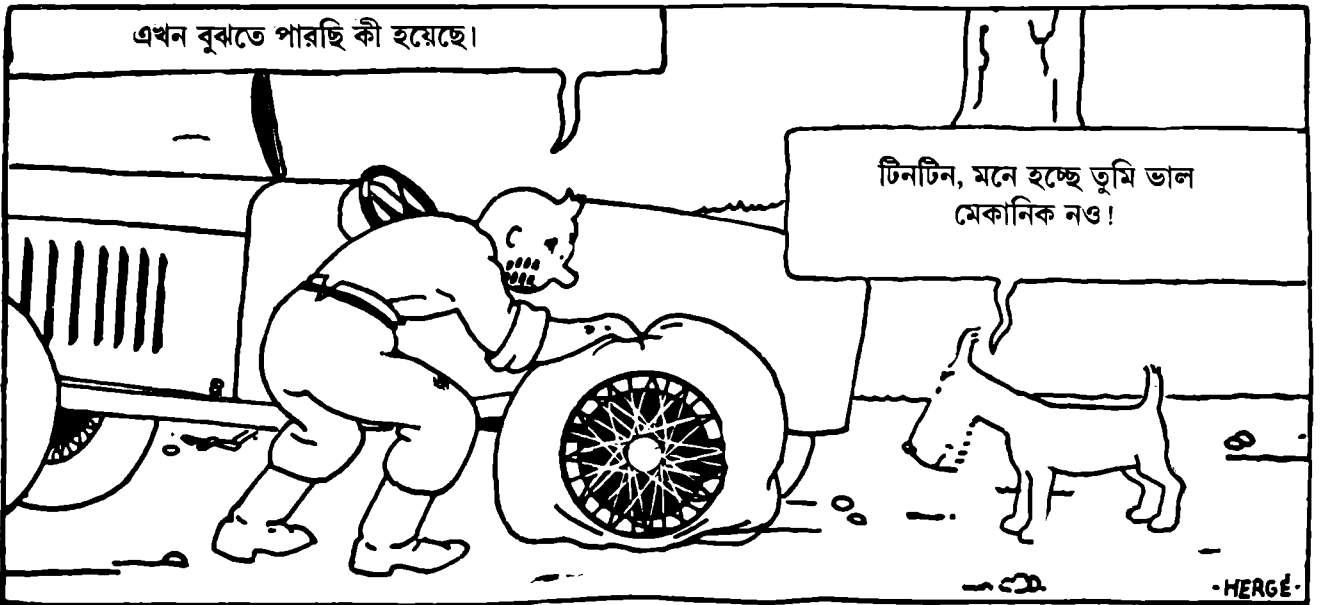
বনেটের নীচে আর
তা হলে?
কেন?

তো কিছুই নেই!
ব্রেকডাউন হল



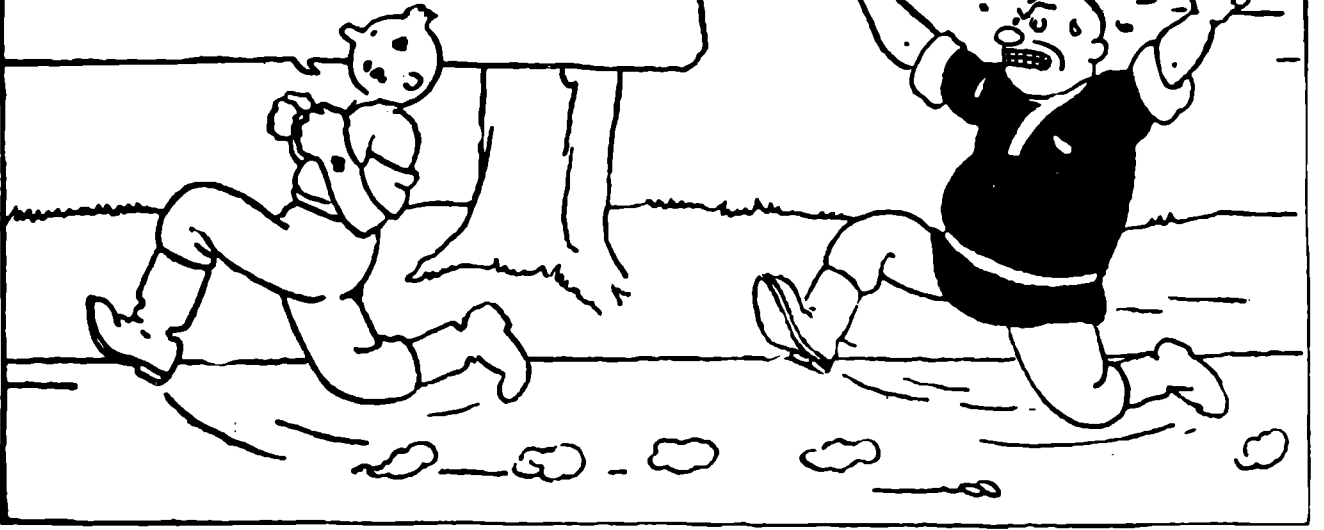
এখন বুঝতে পারছি কী হয়েছে।

টিনটিন, মনে হচ্ছে তুমি ভাল
মেকানিক নও!





এতখানি গাড়ি চালিয়ে এখন একটু ব্যায়াম খুবই দরকার।

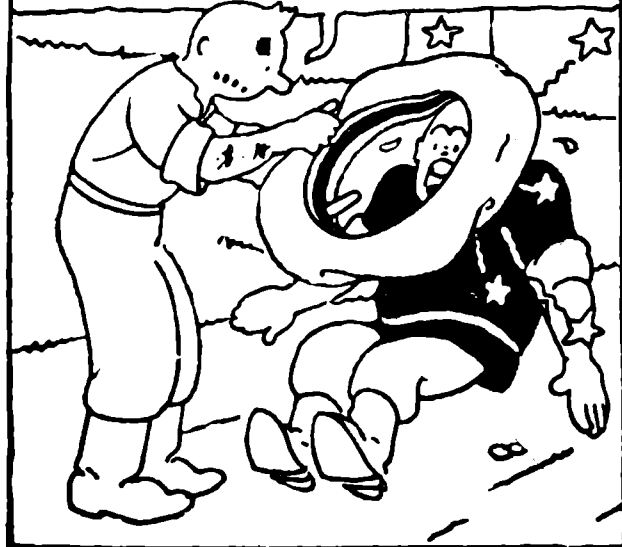


এই বুড়ো, চিন্তা করো না! আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।

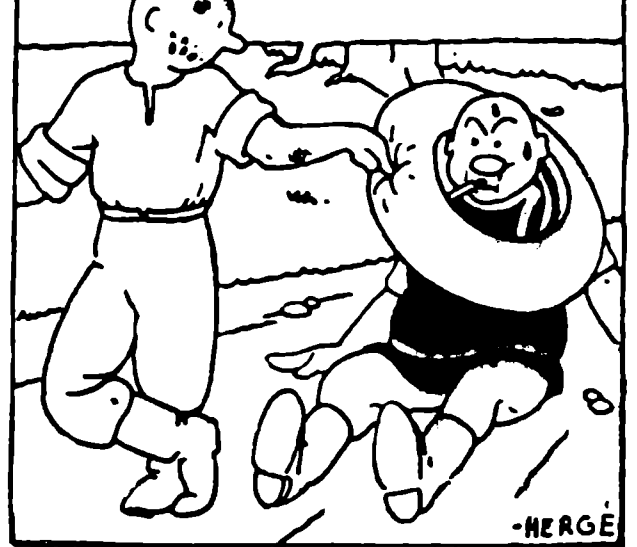
লোকটাকে ধরা মুশকিল।



হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। জোরে নিশ্বাস ফ্যালো।

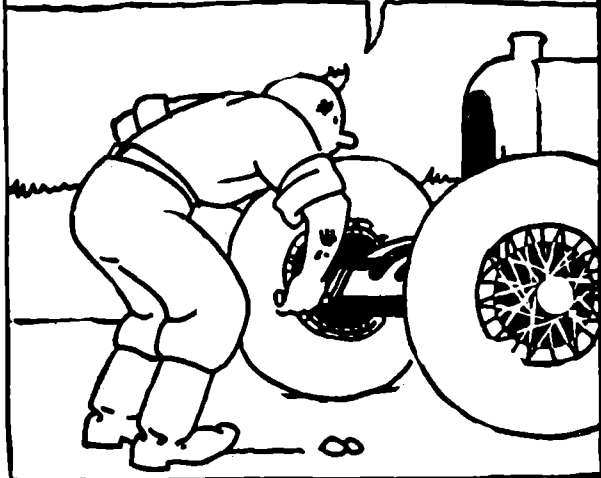


এই তো টায়ারটা পুরোটাই ফুলে গেছে!

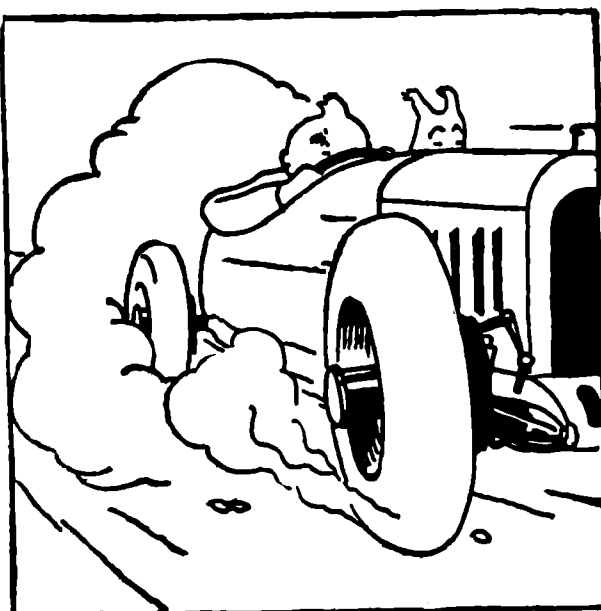
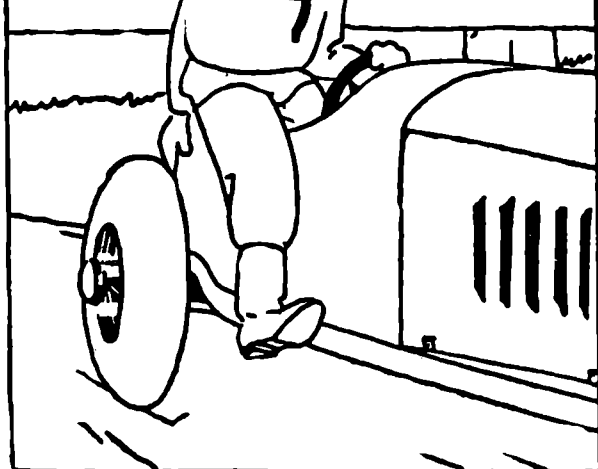




এই তো! এঞ্জিন চলছে!



গাড়িটার যন্ত্রপাতির
কাজের পক্ষে
ঝামেলা নেই,
যথেষ্ট!



মস্কো!

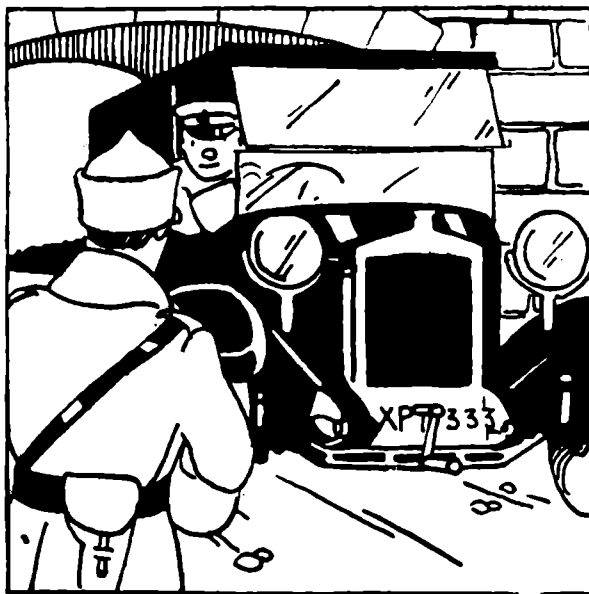


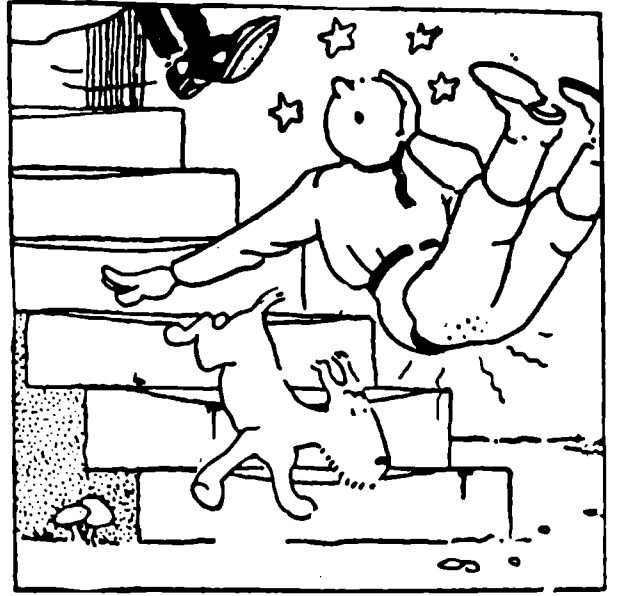
থামো! তোমার পাসপোর্ট
দেখাও!

ঠিক আছে! থামাচ্ছি!

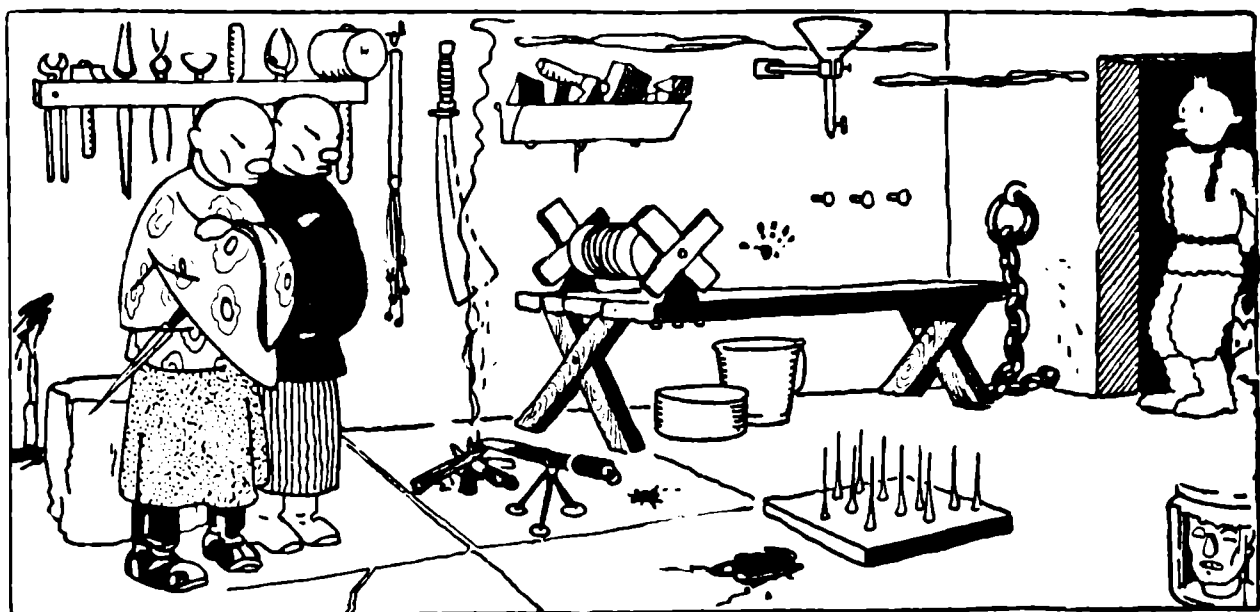


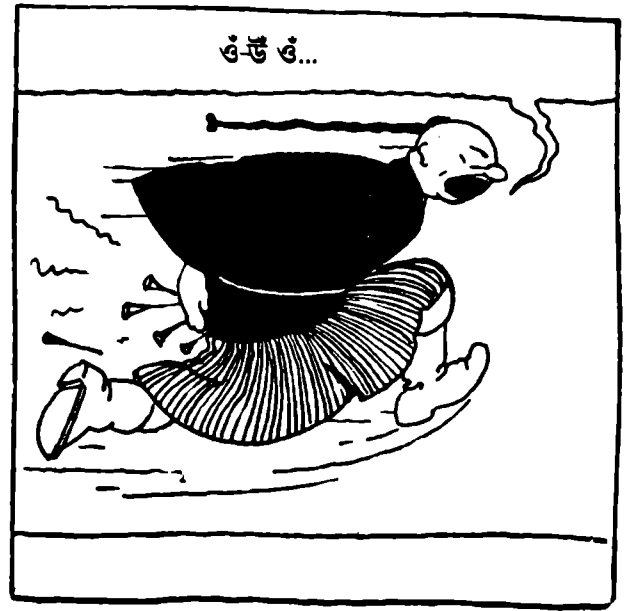
-HERGÉ-





-HERGÉ-





নির্যাতনের ফলে যে খুবই ক্লান্ত এমন ভাণ
করতেই হবে!

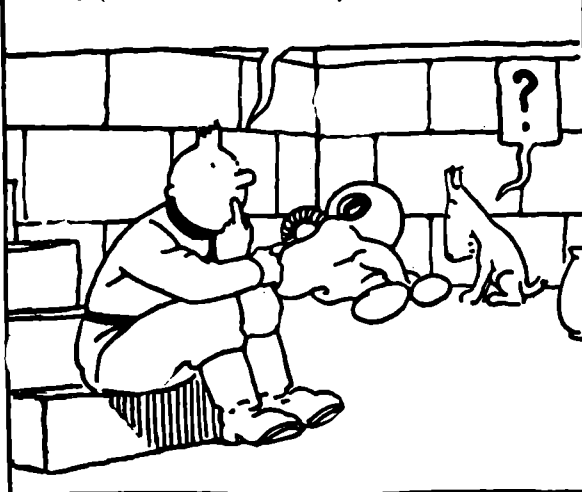


এই যে, কী খবর?

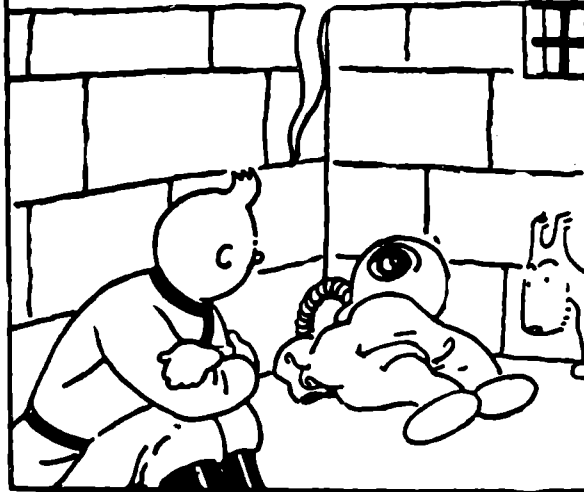
যাও—এবার ভাবতে শুরু করো! ঘন্টাখানেকের
মধ্যেই গভর্ণর এসে
তোমাকে জেরা করবে!



হ্যাঁ...ভাবতে শুরু করেছিই বটে! ঘন্টাখানেকের
মধ্যেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।



আরে! ওটা একটা ডাইভিং সুট মনে হচ্ছে!

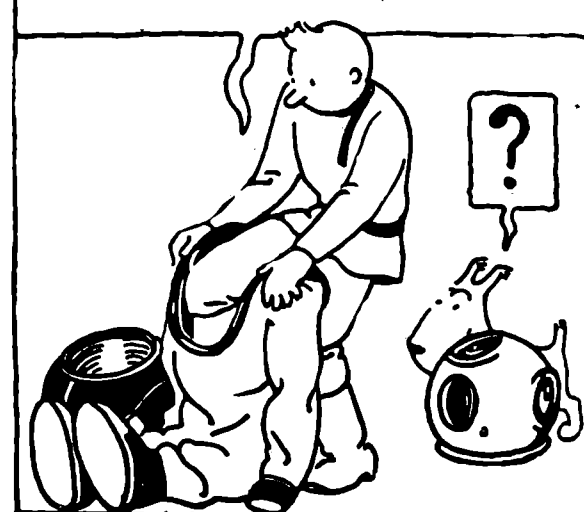


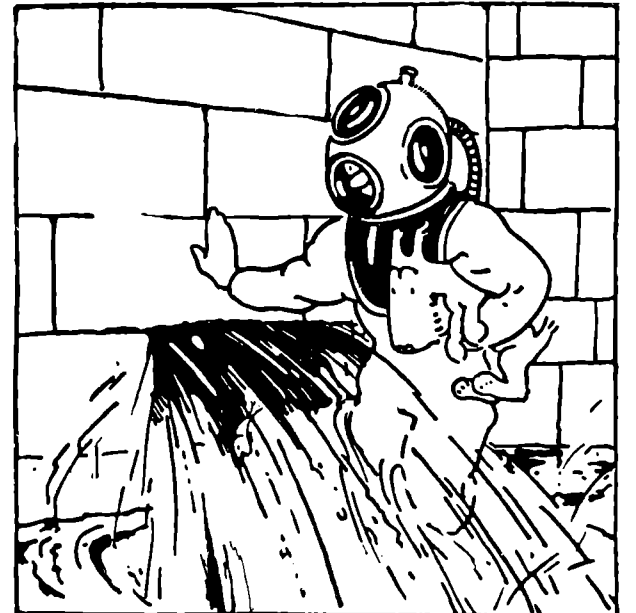
হ্যাঁ, পালাবার পক্ষে ঠিক এই পোশাকটাই
তো আমার দরকার!



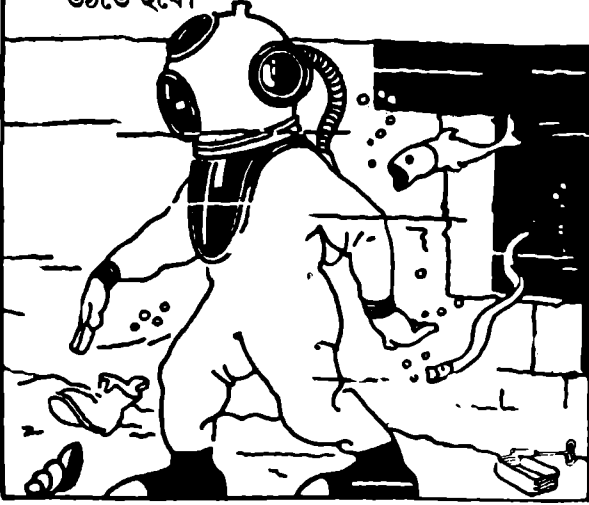
এটা আবার কী?

তা হলে এখন ওয়াটার প্রুফ সুটটা পরে নিই!





এইবার আমাকে নদীর তলা দিয়ে ওপারে
উঠতে হবে।



কুটুসও তো দেখছি ওইদিকেই
সাঁতরে যাচ্ছে।



সময় কাটাবার জন্যে কুকুরটার গলায় পাথর
বেঁধে দিতে হবে।



ঠিক আছে, বেশ শক্ত দড়ি;
পাথরটা বেশ ভারী। এখন যা
দরকার, তা হল এটাকে
আটকে রাখা।



টিনটিন,
আমাকে বাঁচাও।

অসভ্য জানোয়ার!



বাঁচাও, আরও সৈন্যসামন্ত পাঠাও।

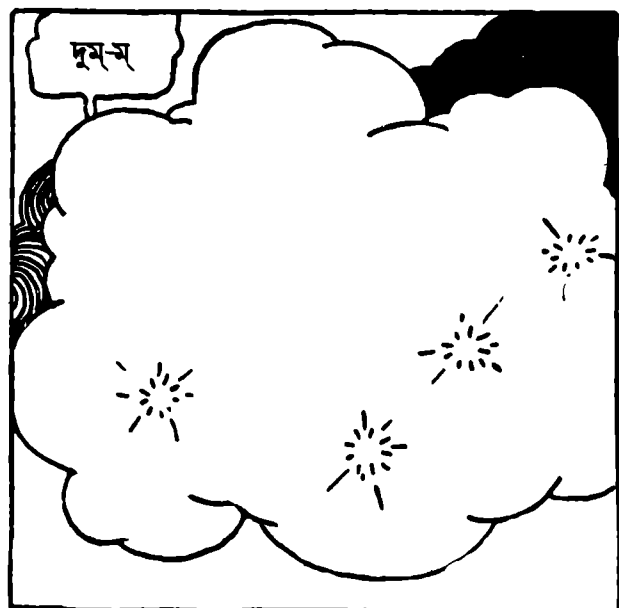


যতক্ষণ ওকে দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ এসেছি। এবার তৈরি হও, তাক

ও নড়েনি। ভাগ্য ভাল, আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের জায়গায় ফিরে করো। চালাও বন্দুক!



দুম-দু



বাগে পেয়েছি...চার্জ করো।



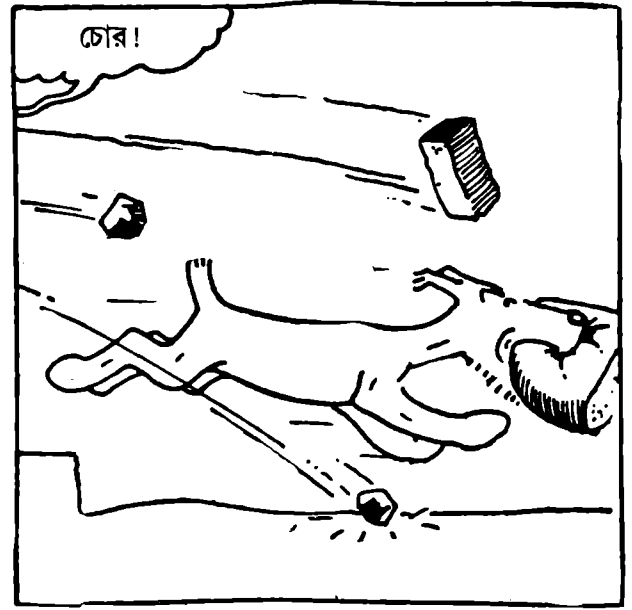
এতবার গুলি চালানাম...ওটা একটা ভুত!



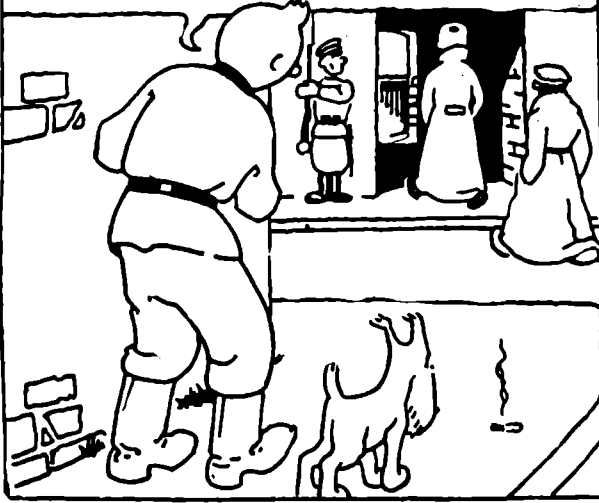








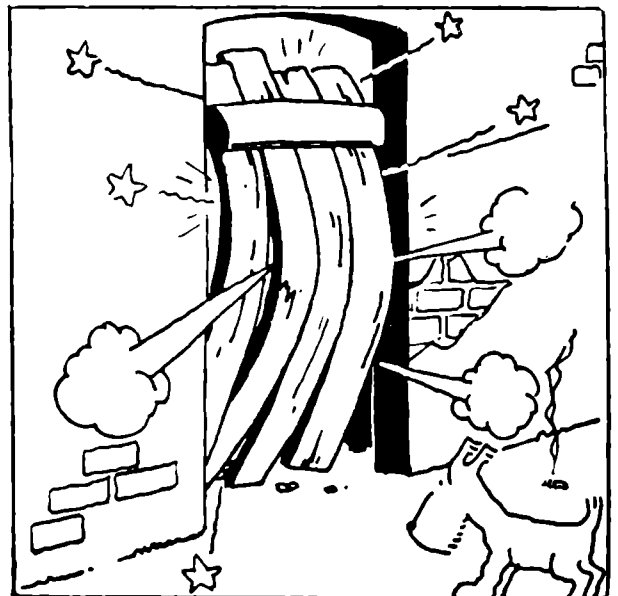
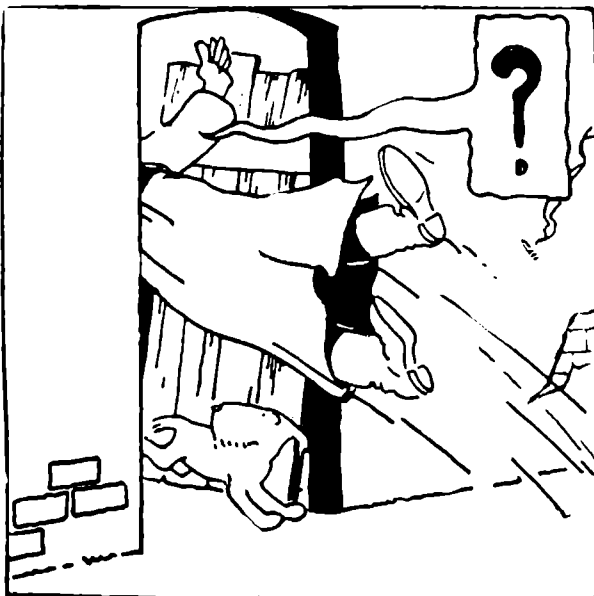
কিসের মিটিং ওটা? দেখি, কী ব্যাপার।
কিন্তু, ঢুকি কী করে?

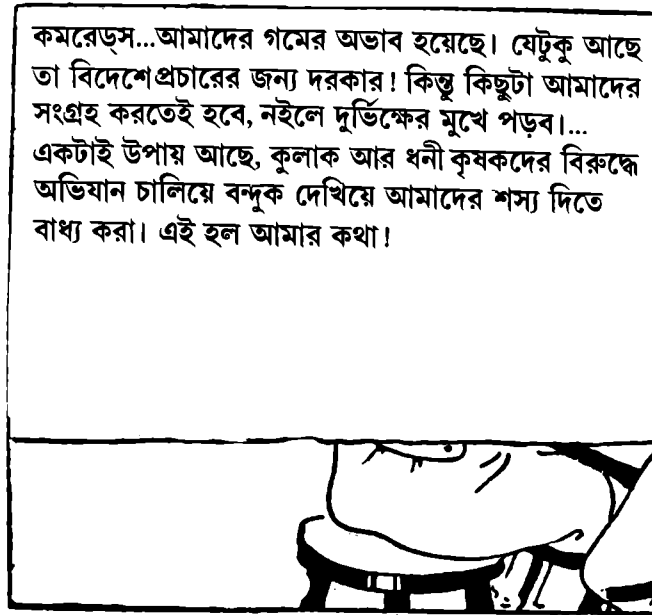


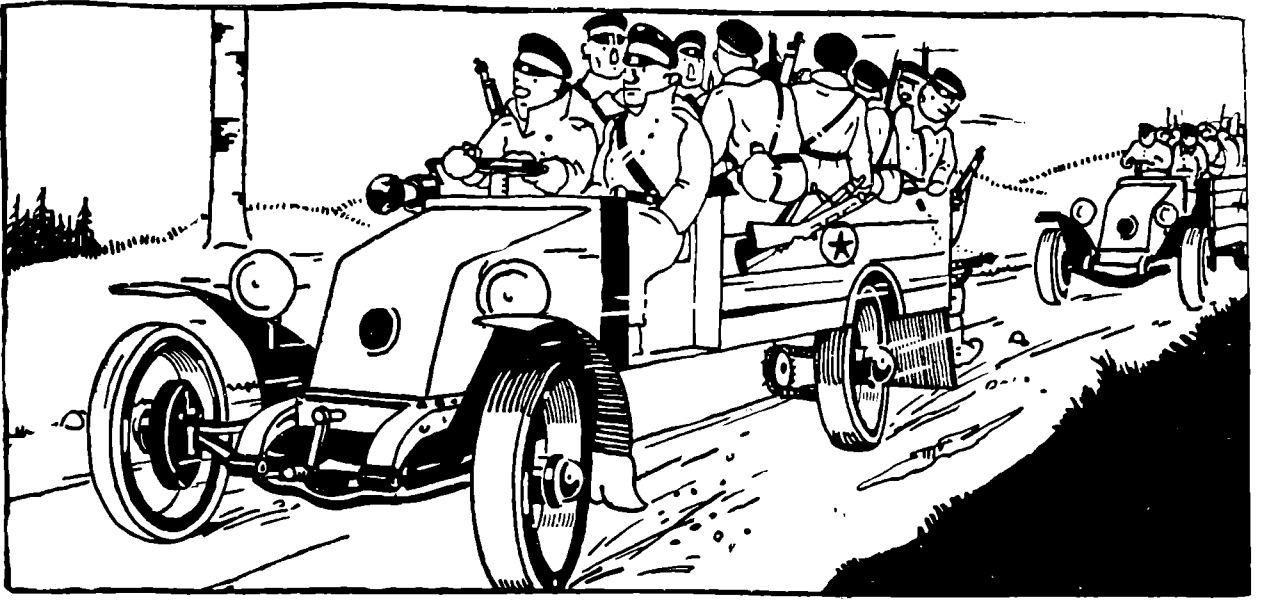
এইখানে লুকিয়ে থাকি! সুযোগ বুঝে
ঝাঁপিয়ে পড়ব...



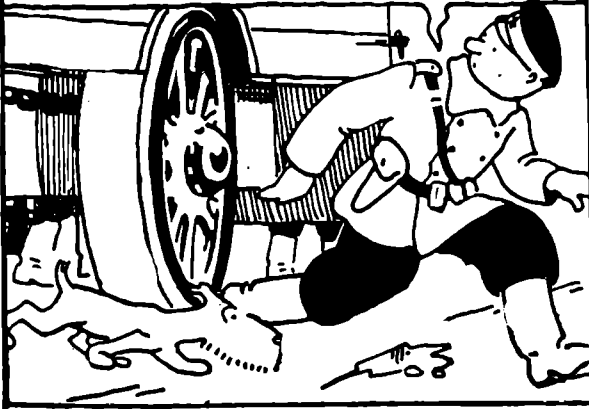
কেউ আসছে...ও নিশ্চয়ই ভেতরে ঢোকার
ব্যবস্থা করে দেবে!



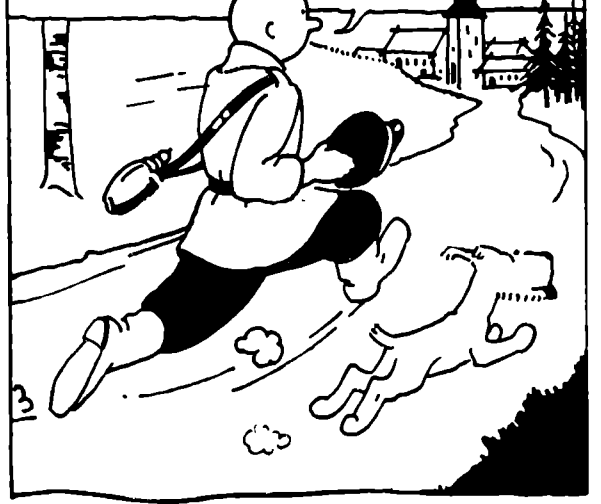




যখন গাড়ি থেকে এরা নামবে তখন ইউগোলার
সুযোগ নিয়ে গ্রামে চলে যাব। গ্রামবাসীদের
সাবধান করে দেব, তাদের শস্য লুণ্ঠ হতে
চলেছে।



সোভিয়েতরা লুণ্ঠের সন্ধানে আসার আগেই সব
শস্য লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব।



সোভিয়েতরা আসছে তোমাদের
সব খাদ্যশস্য লুণ্ঠ করতে!

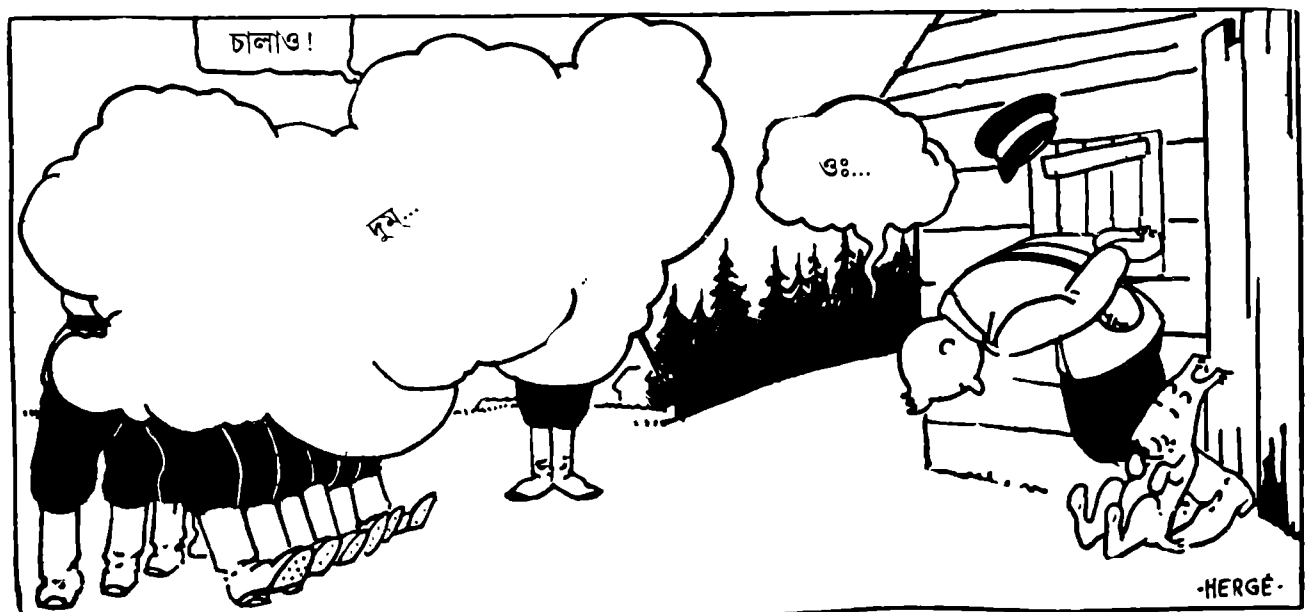


কোথায় খাদ্যশস্য লুকনো যায়?

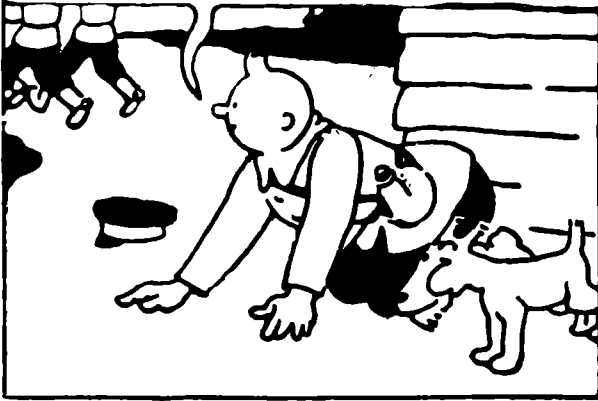




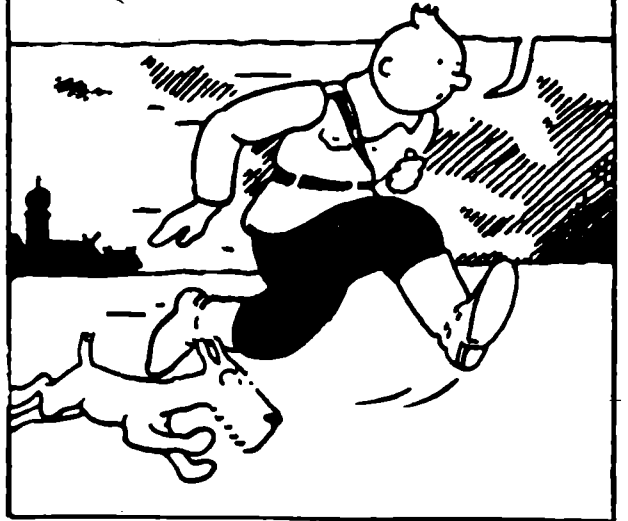




ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ট্রাকে আসার সময়
কার্তুজের ভেতর থেকে পাউডার বের করে
কার্ডবোর্ডের গুঁড়ো ভরে দিয়েছিলাম!



এখন এখানে আর থাকা চলবে না...জায়গাটা
অস্বাস্থ্যকর!



সন্ধে হয়ে আসছে, বরফ পড়তে শুরু করেছে...



বরফের মধ্যে হাঁটা বড়ই কষ্টকর!



ওফ্! হার তো এগোতে পারছি না!...এখানেই কি
আমাকে মরতে হবে?



ও জি পি ইউ ওই সাংবাদিক-গুপ্তচর টিনটিনকে খুঁজে
বের করার জন্য আর একটা দিন
ঠিক করেছে!



আর আমি যাচ্ছি না!

ঠিক আছে, এইখানেই থামা যাক।



টিনটিন কোথায় তা ভগবানই জানেন!

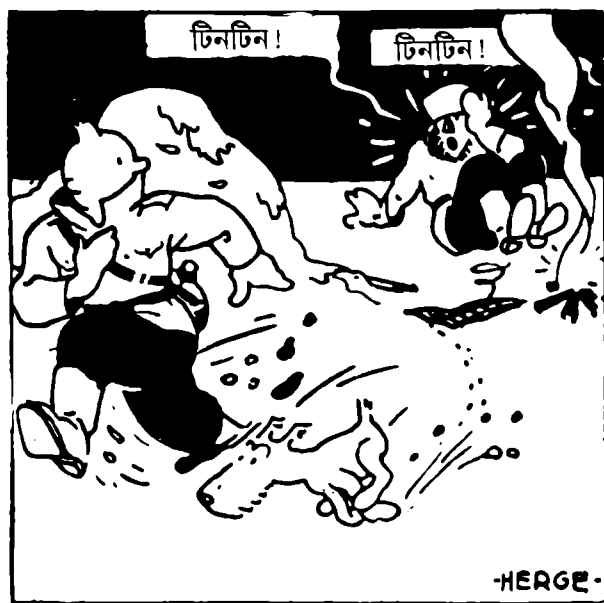


খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। এখান
থেকে পালানোই ভাল!

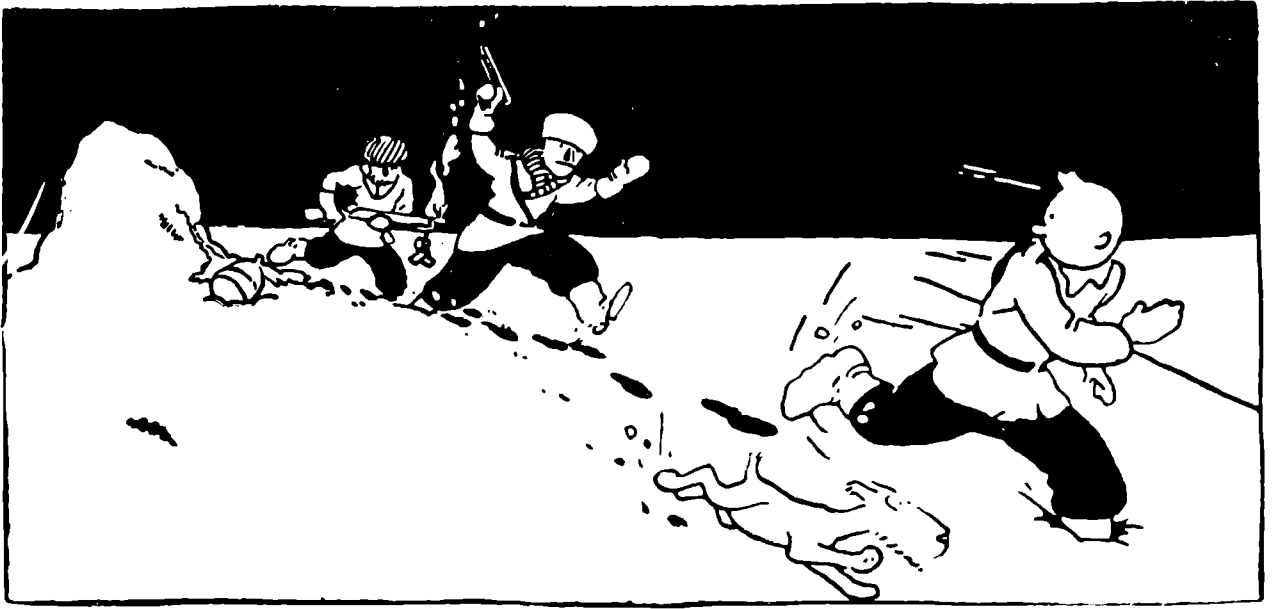


টিনটিন!

টিনটিন!



HERGE



তাড়ার কিছু নেই!... নজরছাড়া করা চলবে না।

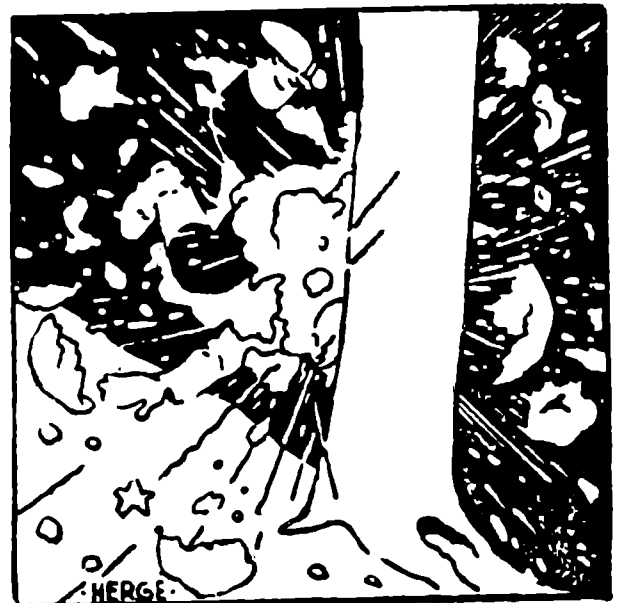
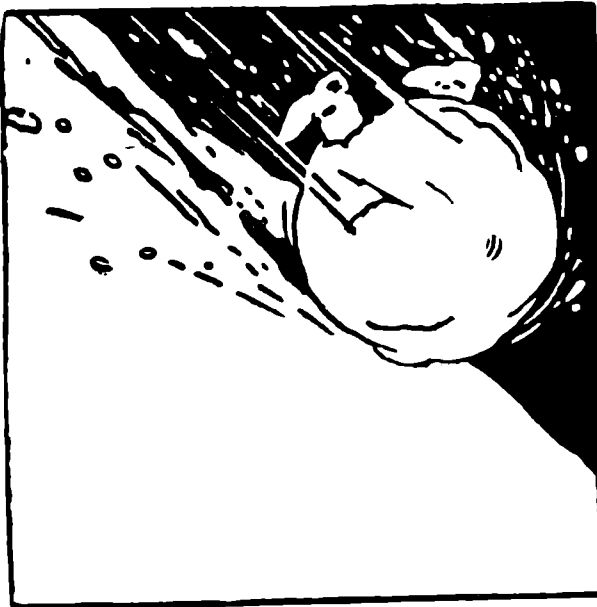


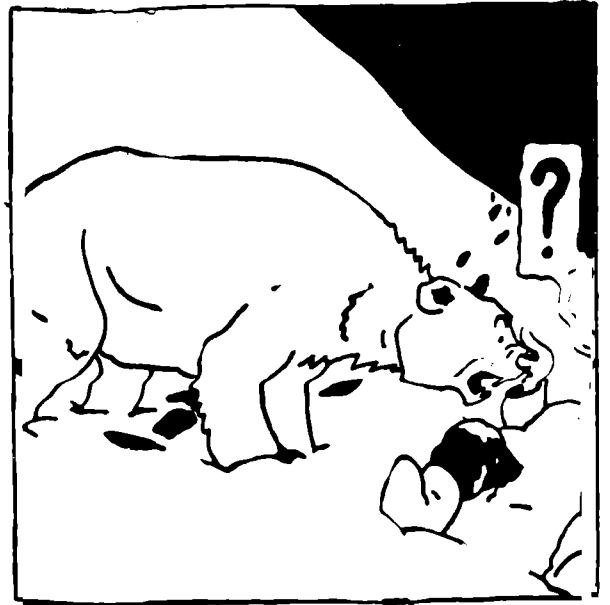
দুম...!

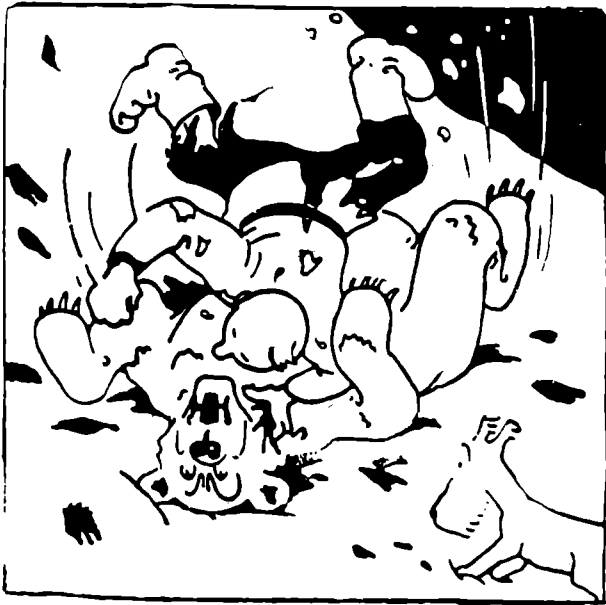
ধরে ফেলেছে



টিনটিন, এত জোরে যাচ্ছ যে,
তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে
পারছি না!



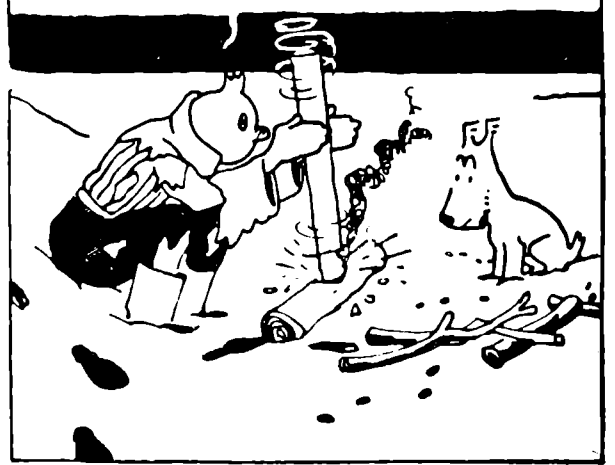




আমি তো ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছি। কিছু শুকনো কাঠ পড়ে আছে। আগুন জ্বালানো যাক।



ভাগ্য ভাল! লে পেতিত আমাকে শিখিয়েছে কী করে দেশলাই ছাড়াই আগুন জ্বালানো যায়! —ঠিক পলিনেশীয়দের মতো!



দ্যাখো!

এখন মনে হচ্ছে বরফটা কিছুই নয়!



ঝপাস!



টিনটিন কোথায় উধাও হয়ে গেল!...কিন্তু ওখানে কী হচ্ছে?



তুমি বেশ লুকোচুরি খেলে উপভোগ করছ তো!



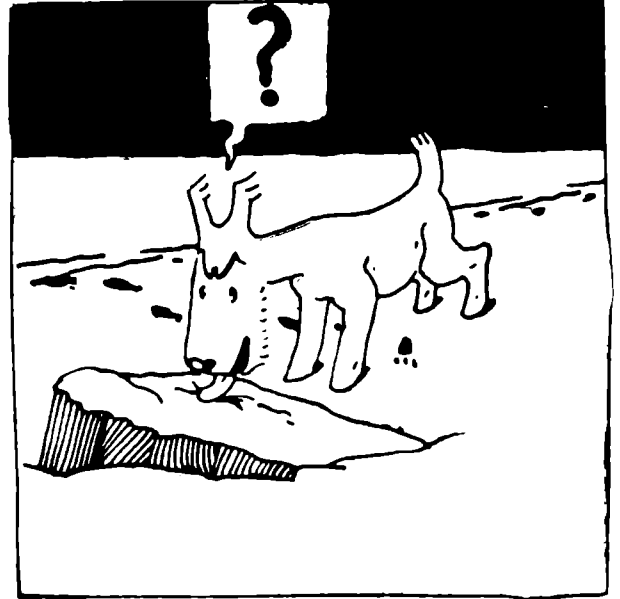


টিনটিনকে বাঁচাবার জন্য কী করতে পারি?

এবার একেবারেই ভালরকম
ফাঁদে পড়ে গেছি!



আরে! বরফের নীচে একটা বাস্তু চাপা পড়ে
গেছে! দ্যাখা যাক, কী আছে
ওর মধ্যে!



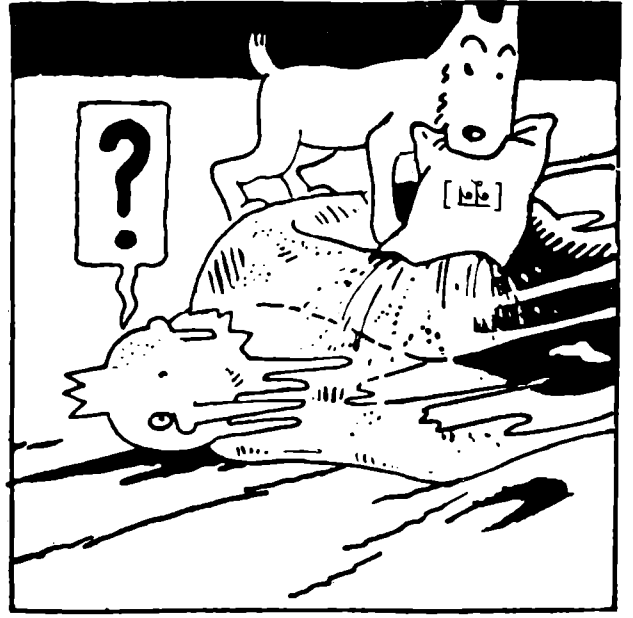
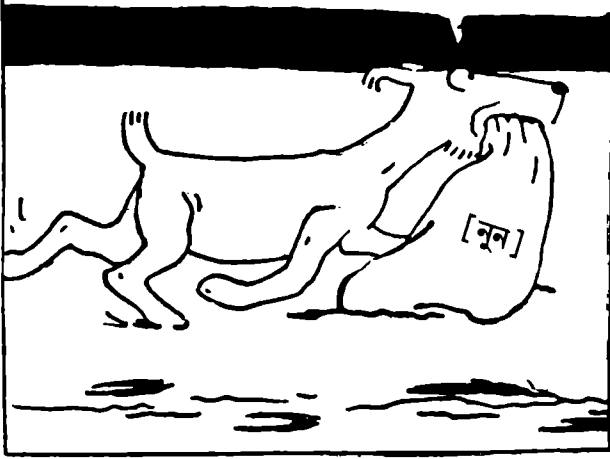
ওঃ, এ যে নুন!



কিন্তু নুন কী কাজে লাগবে তা তো বুঝতে
পারছি না।...



নুনটা আমি টিনটিনের গায়ে জমে-থাকা বরফের
ওপর ছড়িয়ে দেব হয়তো তাতে বরফটা
গলতে পারে!



নুনটায় কাজ হয়েছে!
টিনটিনের গা থেকে
বরফটা গলছে!



একটু অপেক্ষা করো! এবার আমাকে ভাল করে
বুঝতে পারবে! বোকা বলশেভিক!



যদি তুমি ভিতু না হও তো এসো, দেখি
ধরতে পারো কি না!



HERGE

এসো দেখি, আমার নাম যেমন টিনটিন, তেমনই আমার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে বলে গর্ব করতে পারবে না।

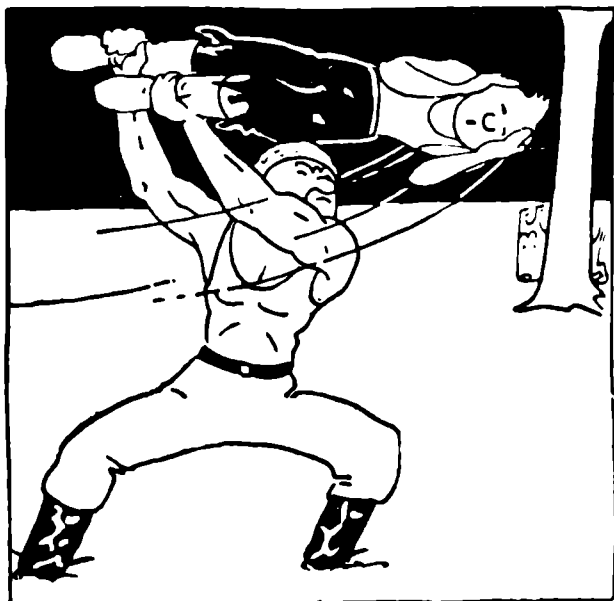
শুধু কোটটা খুলে ফেলি, তারপর তোমাকে দেখছি।



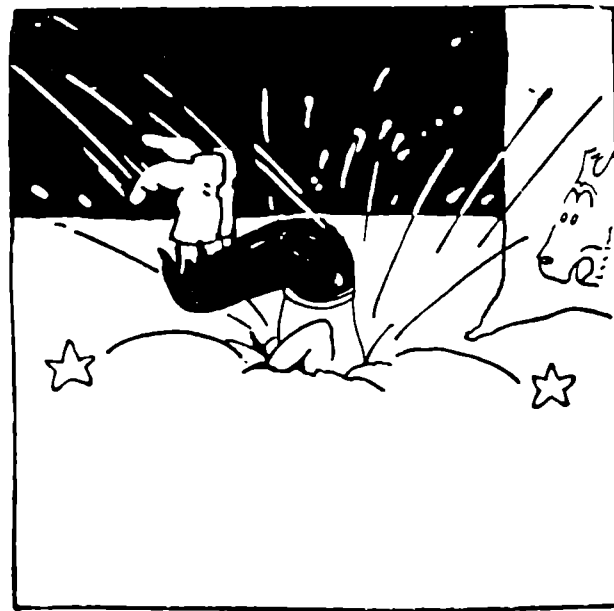
মনে হচ্ছে, ওকে খোঁচানোটা ঠিক হয়নি। হাজার হোক, ও তো আমাকে মারেনি!



আমার ছিড়ে নাম লোকাজিটভ! তোমায় আমি টুকরো-টুকরো করব!



এই নাও!





কশাকটার কোটে আড়াআড়ি ছোট-ছোট পকেট ছিল। সেগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেছে!



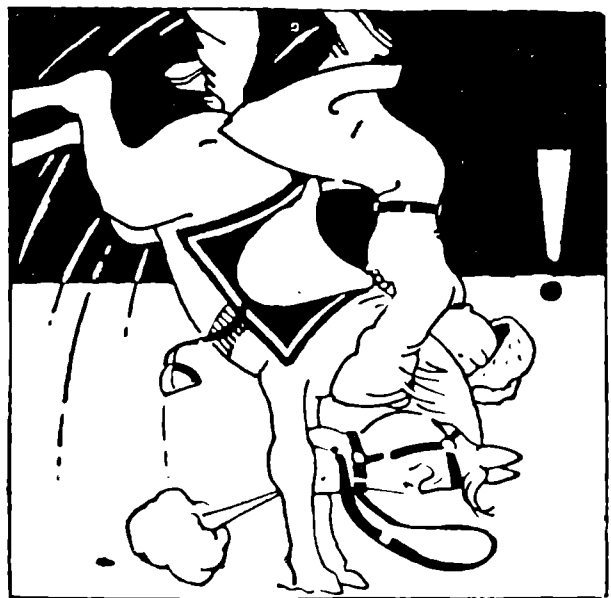
যদি আমায় জিজ্ঞেস করো তা হলে বলব, সামনের পকেটগুলো কোটের পেছনদিকে চলে গেছে

ও, এইবার ঠিক করে পরে নিয়েছি! এখন ঘোড়ায় চাপতে হবে।



কী সুন্দর দেখাচ্ছে! তাকিয়ে দেখার মতো।

ঘোড়ায় চড়া তো খুব সোজা নয়!



খুব উঁচুদরের ঘোড়া এটা!

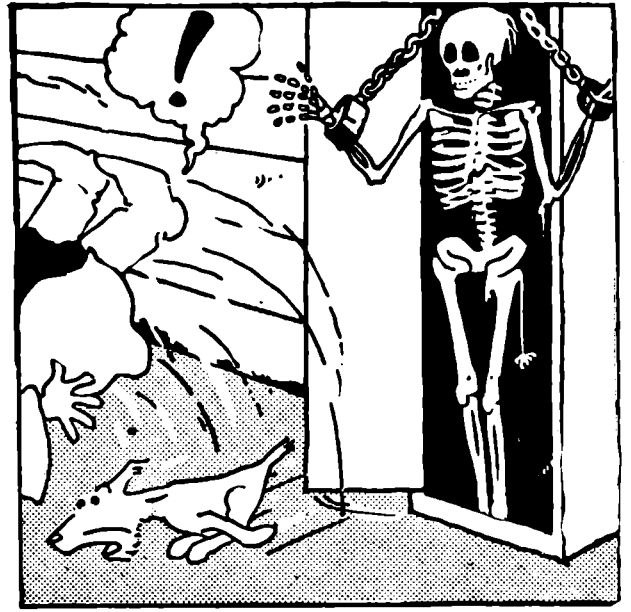
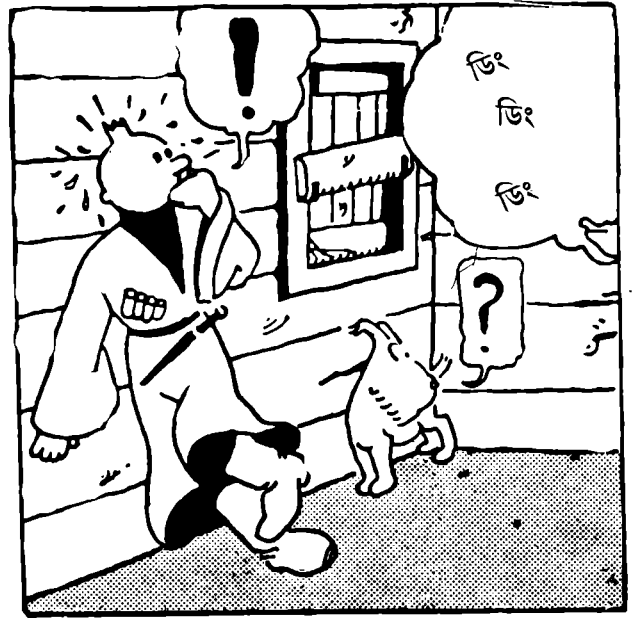


গ্যালপিং করাটা অনেক সহজ!







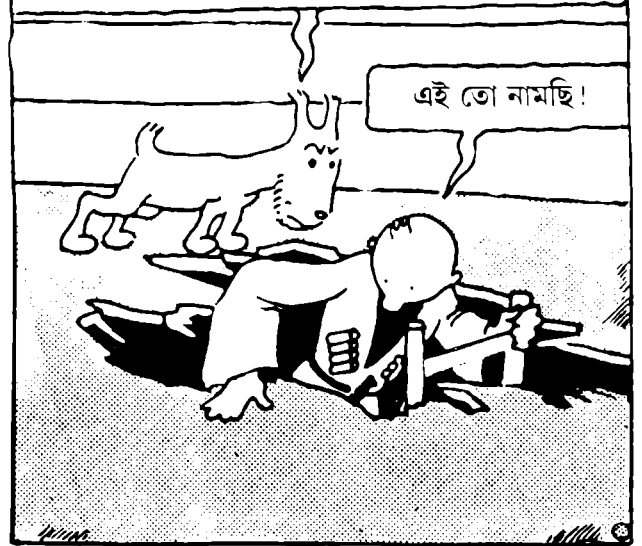




ন্যাখো... মেঝেতে একটা ধাতুর সিঁড়ি দেখছি...
নীচের ঘরে নেমে গেছে!... বেশ মজার
ব্যাপার তো!



টিনটিন, নীচে নেমো না! খুব বিপজ্জনক।



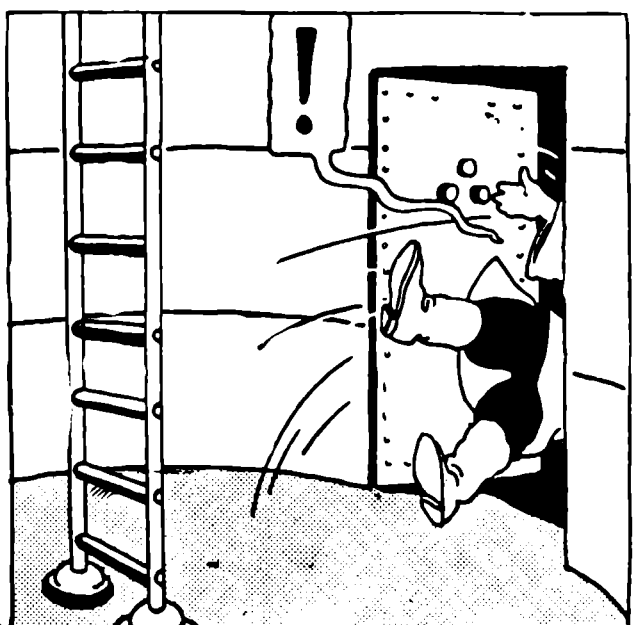
বাবা, এ তো আরও রহস্য
ঘনিয়ে তুলল

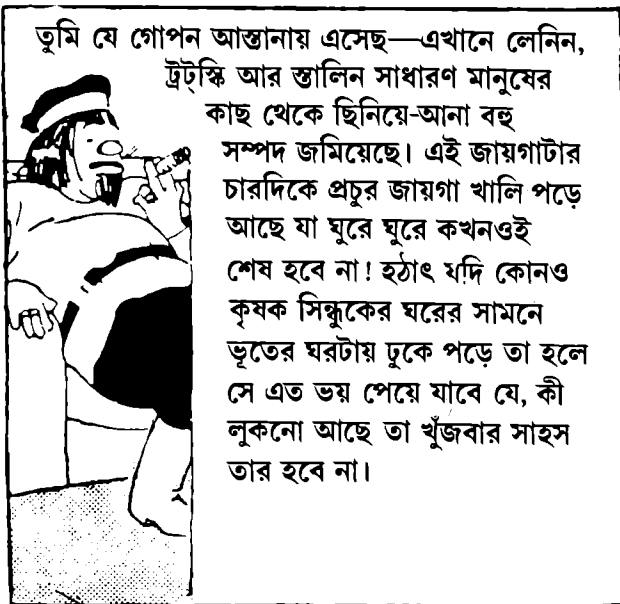
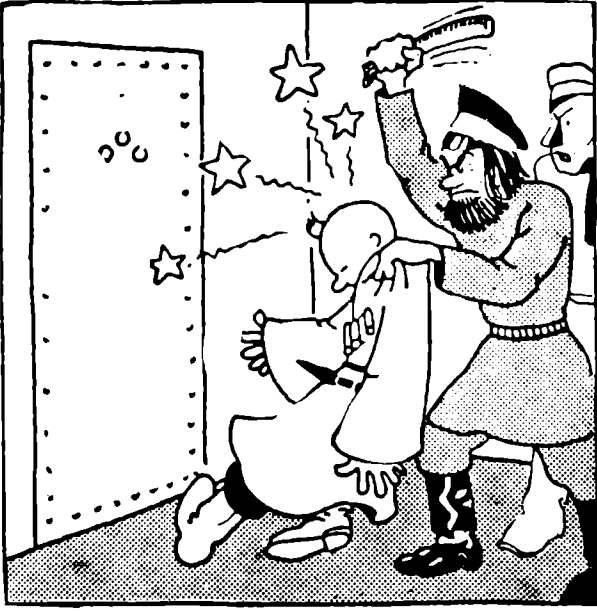


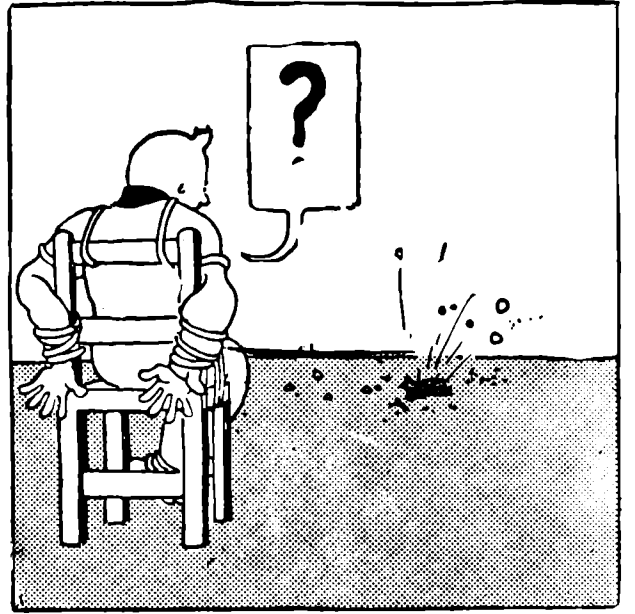
প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে দরজাটা খোলার
চেষ্টা করছি...

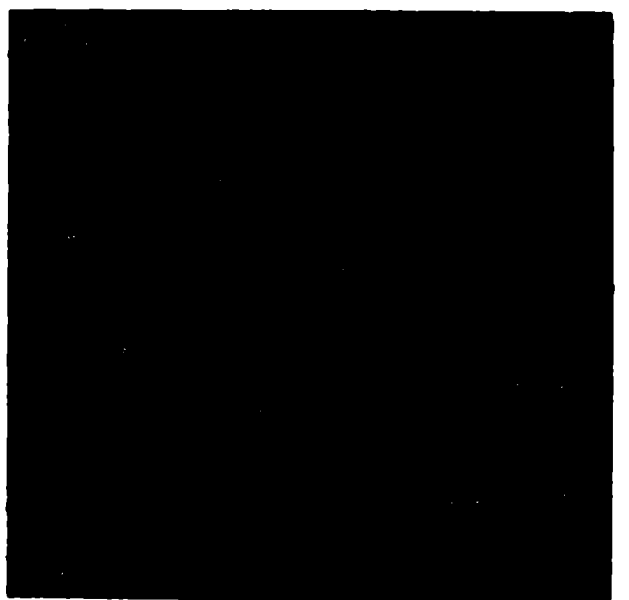
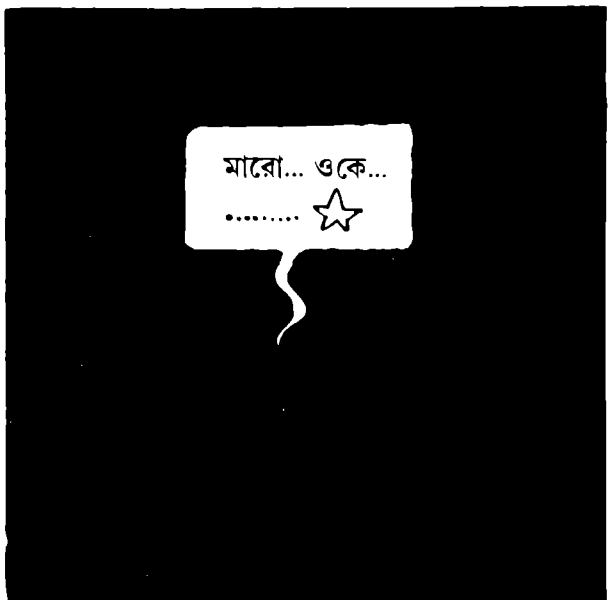


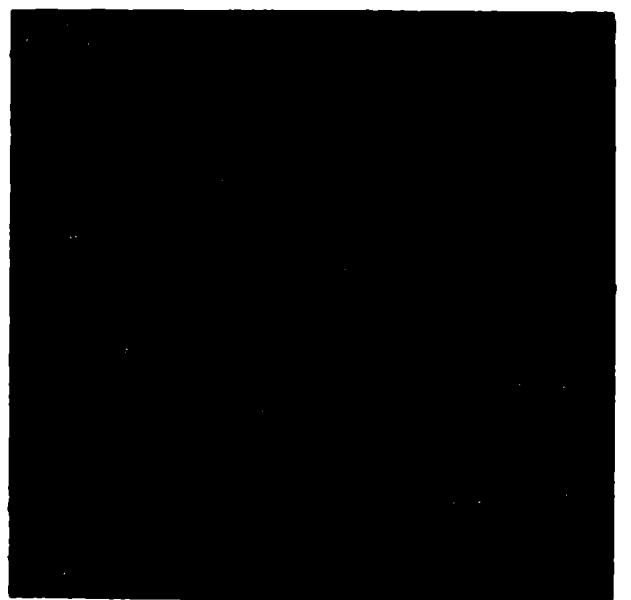
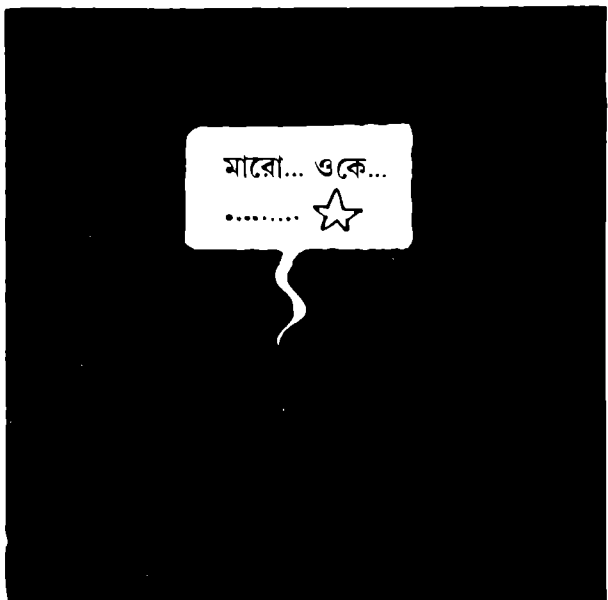
নাঃ, কিছু করা গেল না ... ওপরেই
উঠে যেতে হবে...



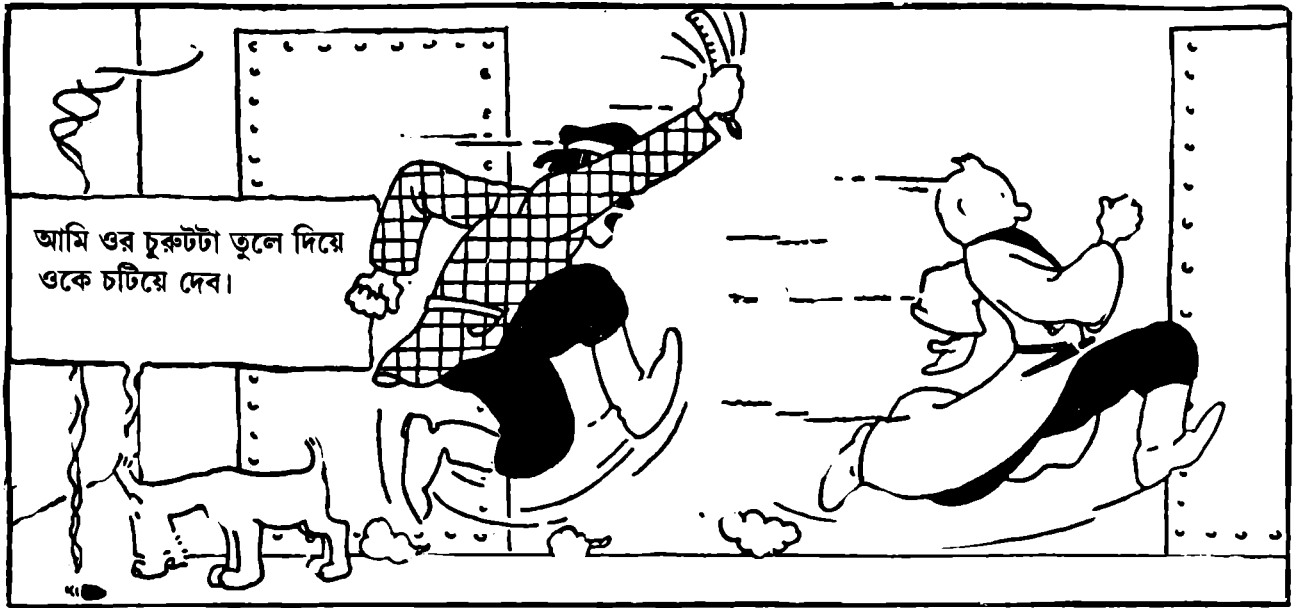
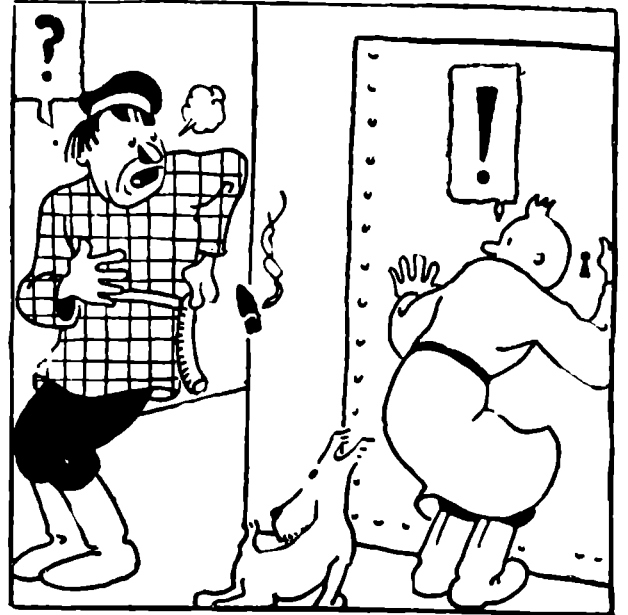
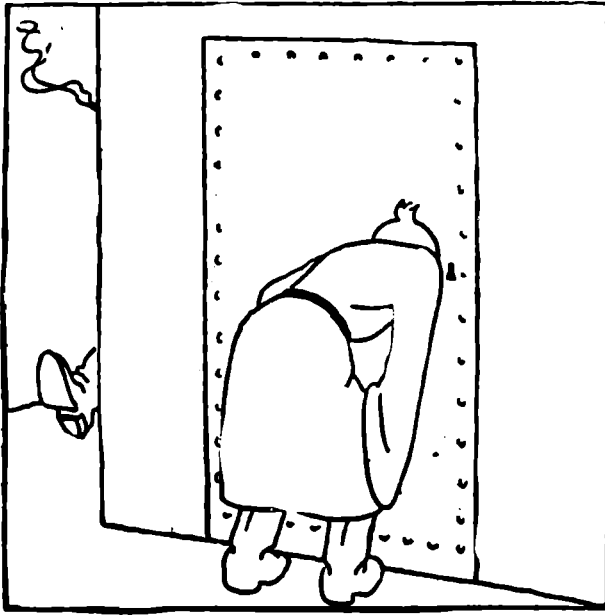


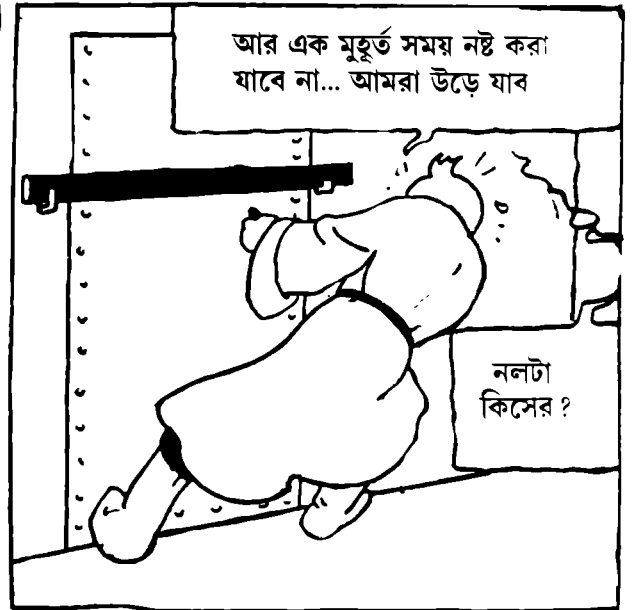




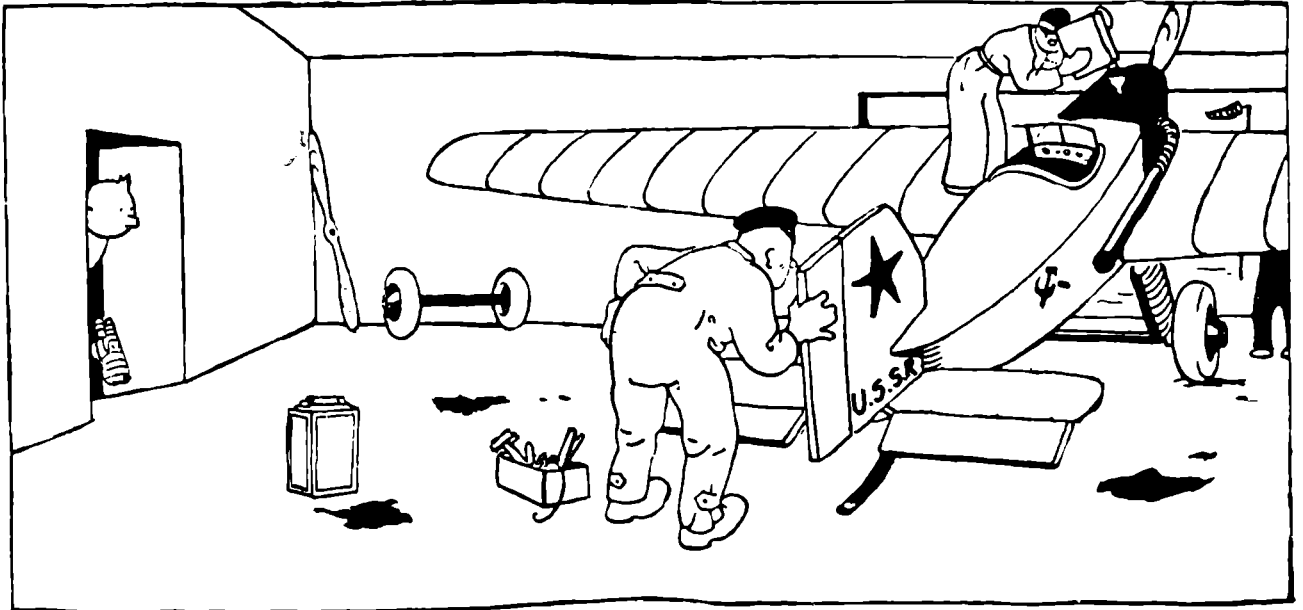


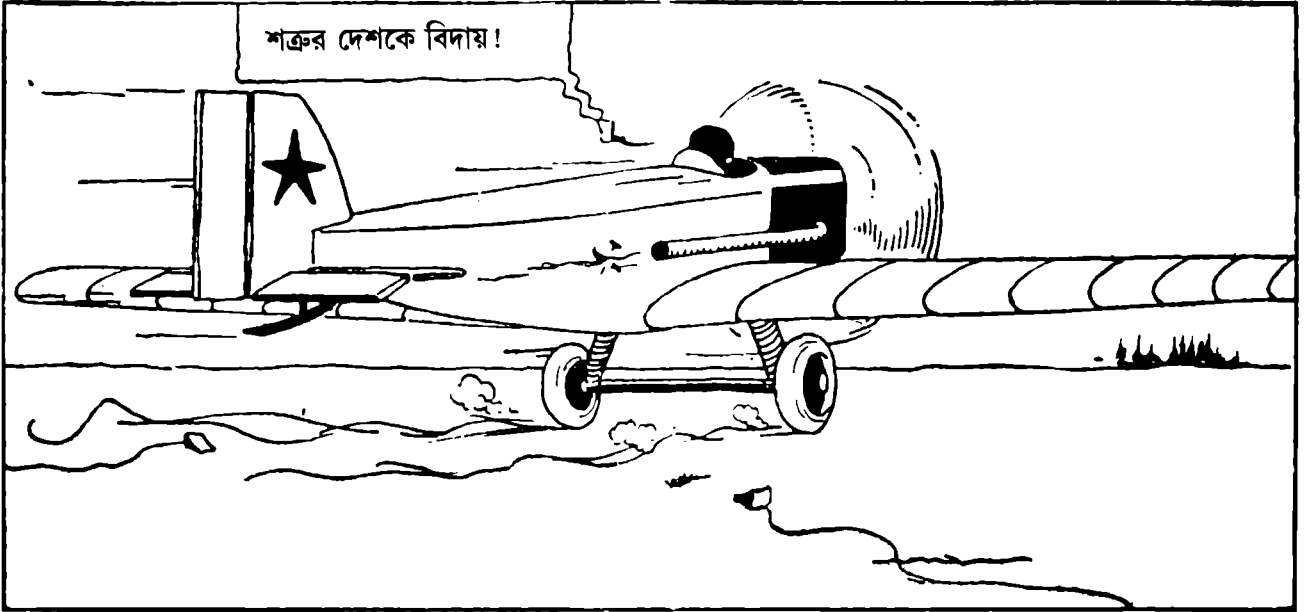


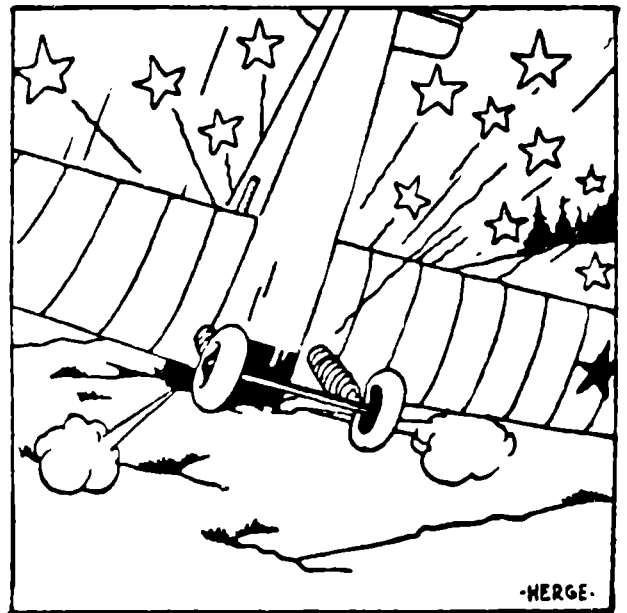








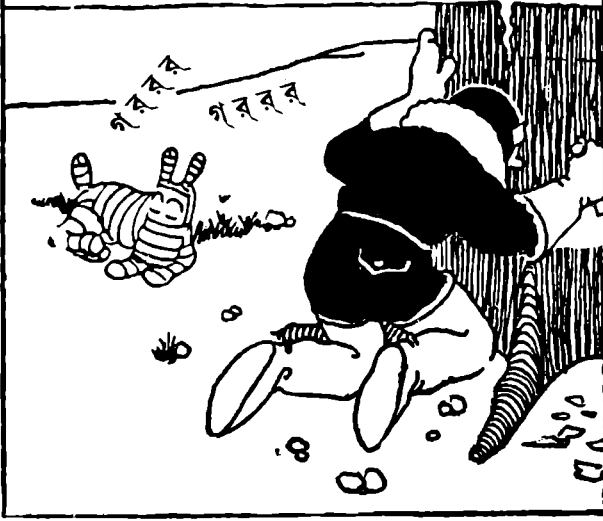








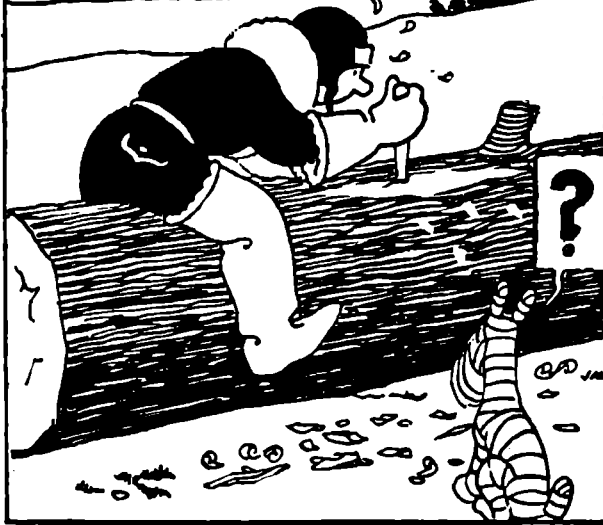
একটা ছুরি দিয়ে গাছ কাটা চলে না, তবু



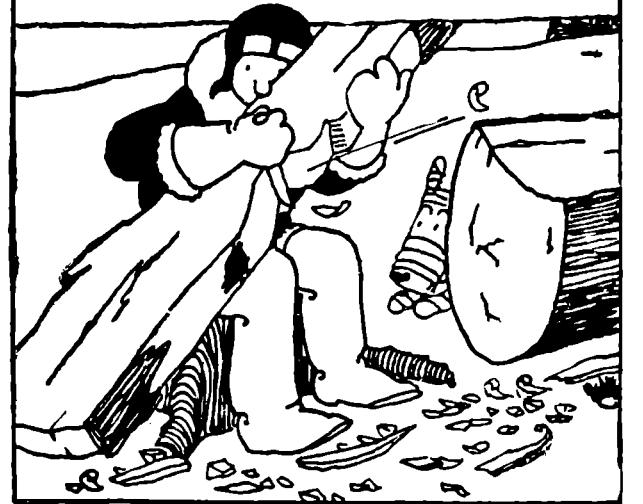
এই দ্যাখো, ধৈর্য থাকলে সবই সম্ভব!



কাজের প্রশংসার চেয়ে কাজটা কিছু অনেক শক্ত।

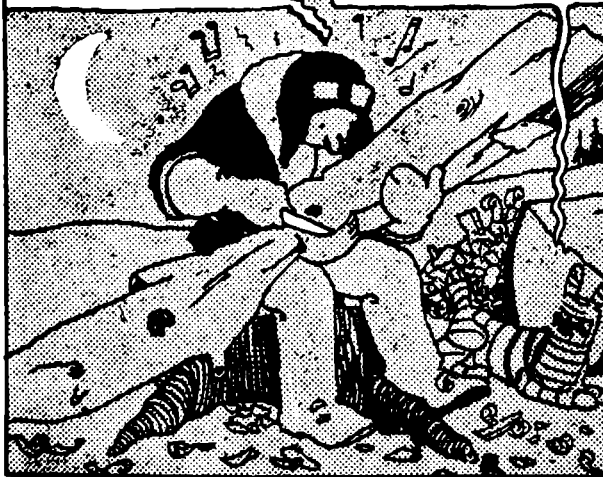


কাঠ খোদাই করে লোকে যে কী আনন্দ পায় বুঝি না!



চাঁদের রূপোলি আলোয়...
পৃথিবী...

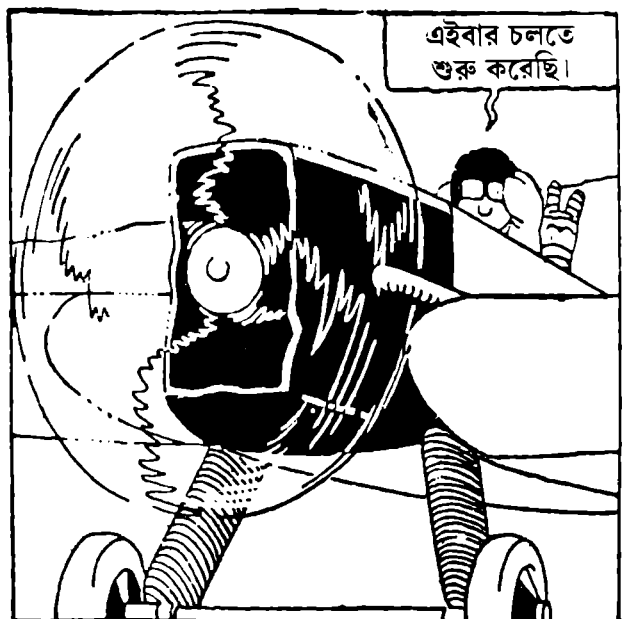
কখন একটু ঘুমোতে দেবে বলো তো?



আরে... একটু পালিশ দরকার!
তা হলেই হয়ে যাবে?

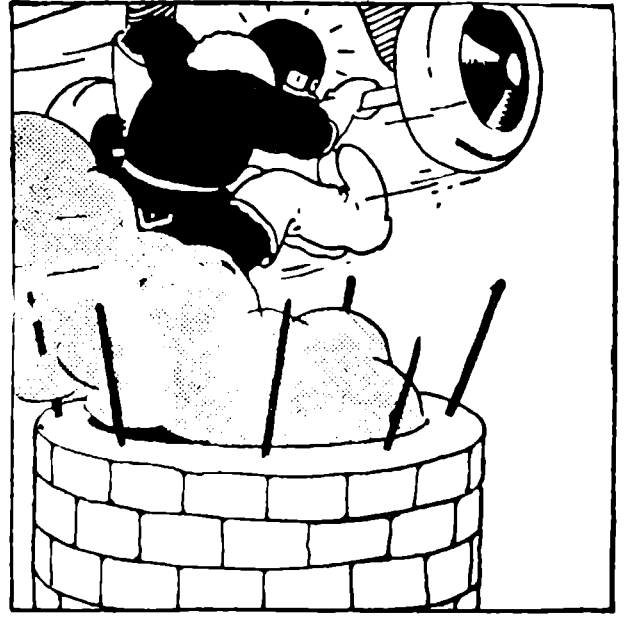


টিনটিন কখন যে এই পাচা ব্যাভেজগুলো খুলে দেবে!
একটু হাই পর্যন্ত তুলতে পারি না!





ওহো! প্লেনটা এবার
কারখানার চিমনির মধ্যে
ভেঙে পড়বে।



আরও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি



তোমার শারীরিক কসরত
দেখানো শেষ হয়েছে!

তেলের ট্যাঙ্কটা সারিয়ে ফেলেছি।



এটা খুব খারাপ হচ্ছে টিনটিন। এই বয়সে
ভাঁড়ামি করে বেড়ানো!

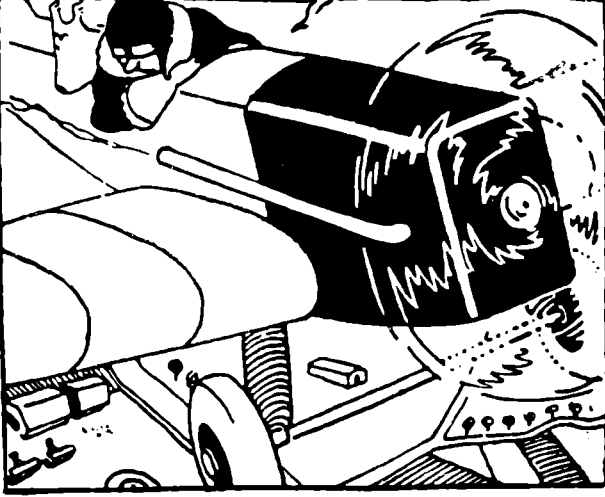
ধূর! এই তো
বেঁচে গেলাম!



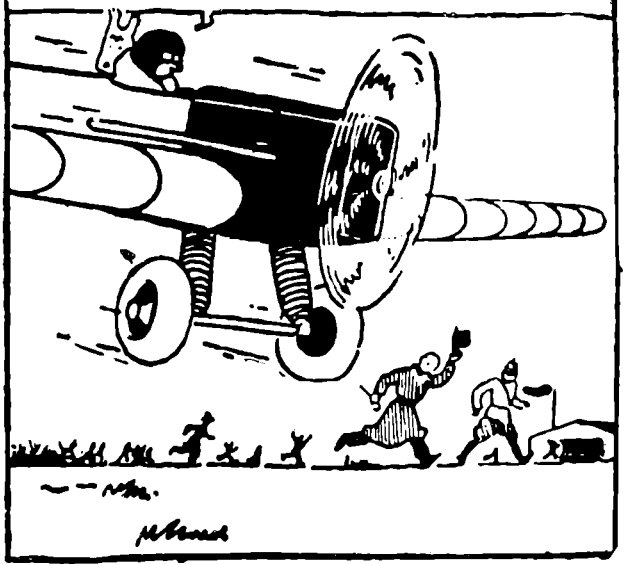
আরে! ওই তো বিমানবন্দর...



না। ভুল নয়... ওই তো টেম্পল হলের বিমানবন্দর।
বার্লিনের কাছে! তা হলে অনেক আগেই রাশিয়ান
সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি!



আমরা নামতে শুরু করেছি... কিন্তু এত লোক কেন?



ওরা কী চায়?

কী ব্যাপার?



হিপ হিপ
হুররে!

ওরা খুবই সহৃদয়।

হিপ হিপ হুররে!

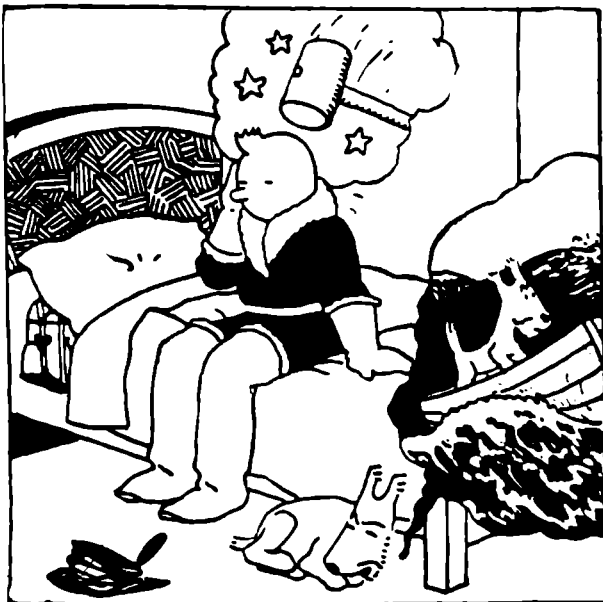


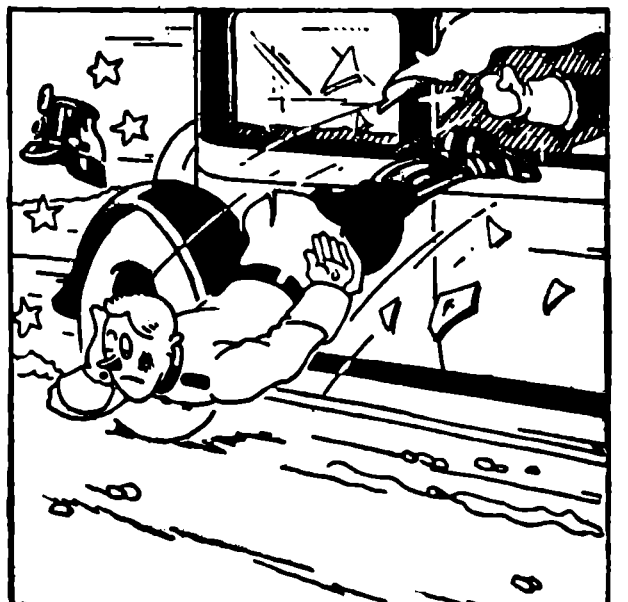
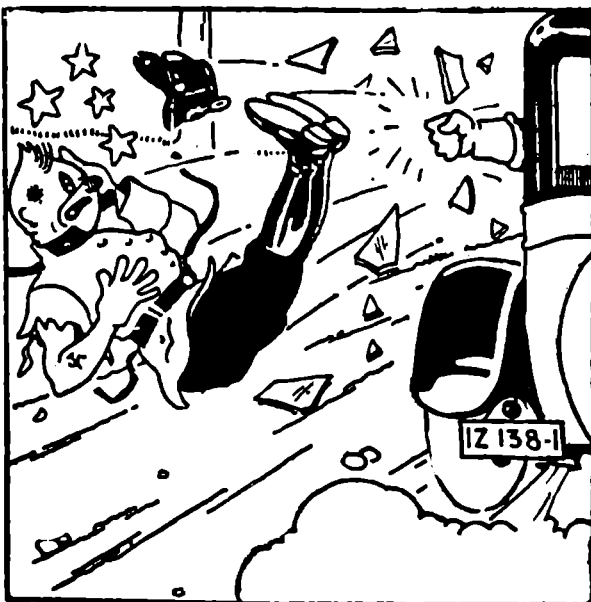
তোমাকে আমরা অভিবাদন জানাই... দক্ষিণ মেরু
থেকে উত্তর মেরু যাত্রাপথে তুমি মহান বীর। তুমি
বার্লিনে কিছুক্ষণ নেমেছ বলে অভিনন্দন।

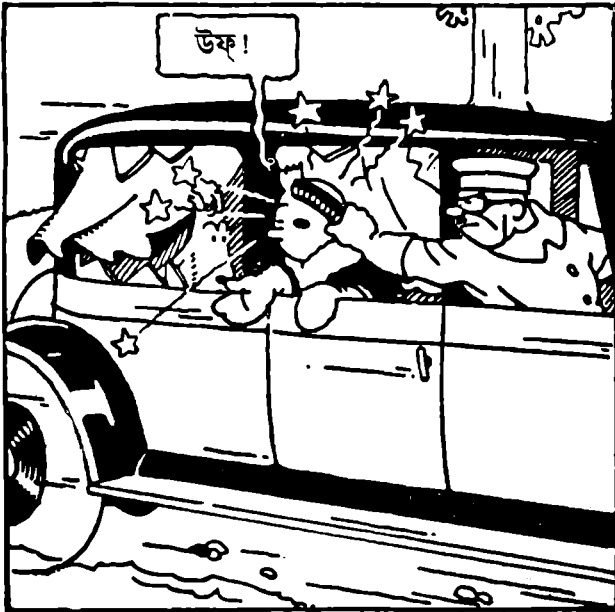
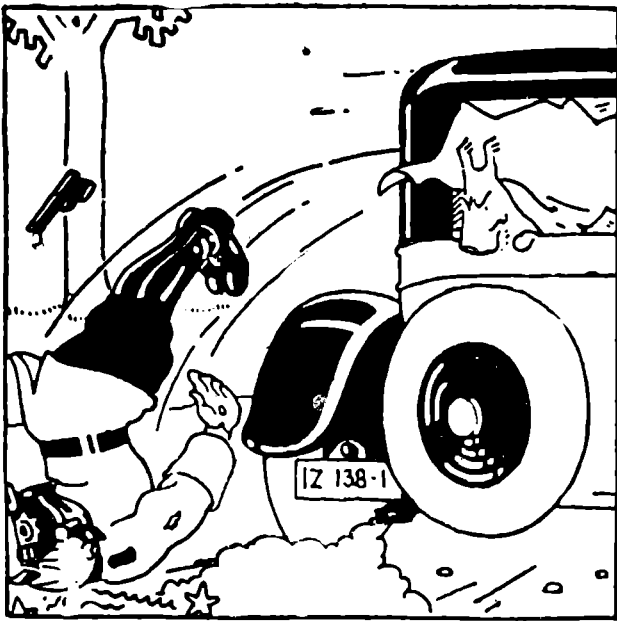


যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ! এখন দ্বিতীয় পর্বটি জয় করার
পালা! শুভেচ্ছা জানাই।





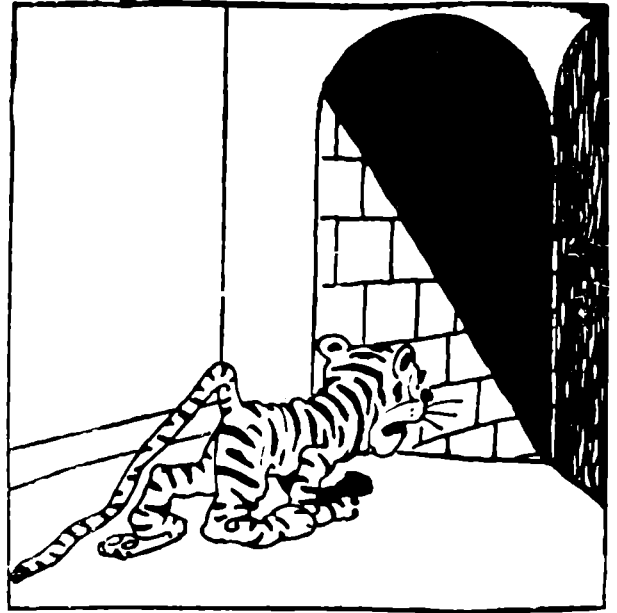
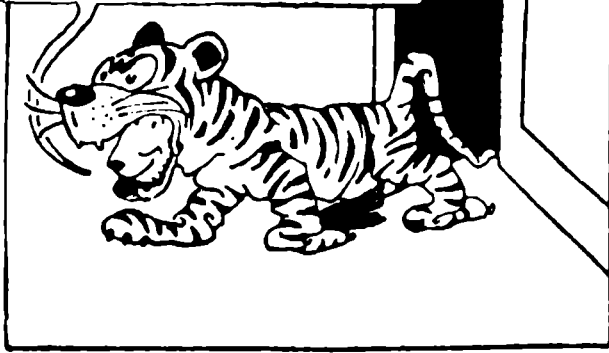




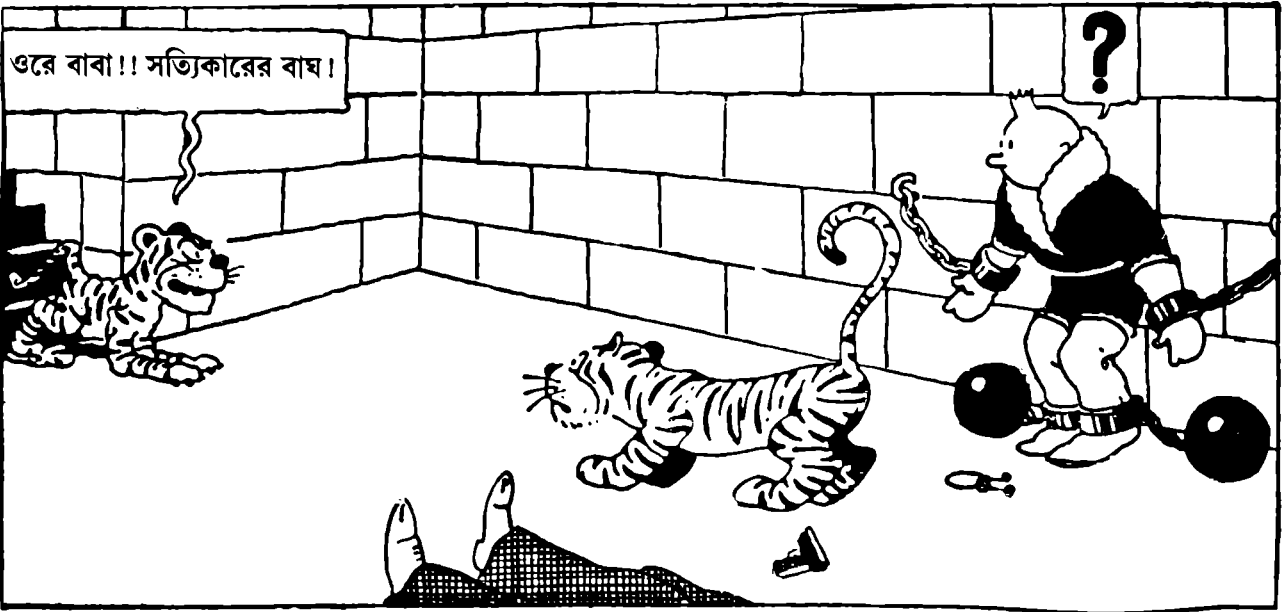




এই কুটুসের ভয়ঙ্কর ছদ্মবেশ ধরবার
ক্ষমতা ওই গুণ্ডাগুলোর কারওই
নেই! ভাগ্য ভাল, ওই পুরনো তাক
থেকে এই ছদ্মবেশটা পেয়ে গেছি!
ওরা তো ভয়েই মরে যাবে।



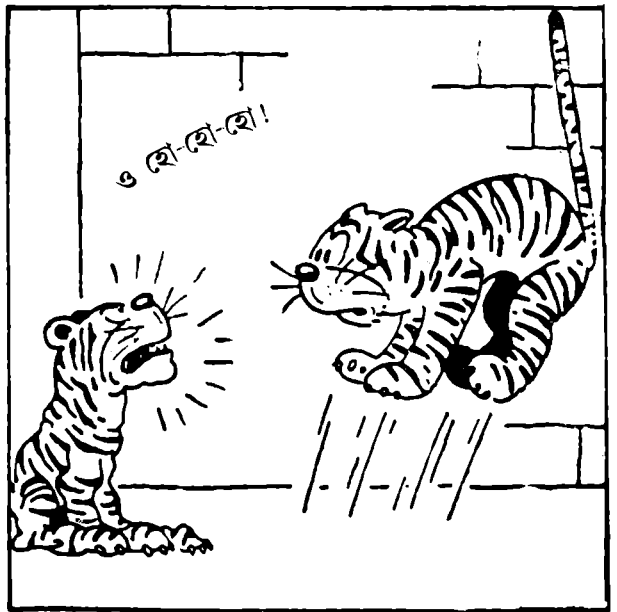
ওরে বাবা!! সত্যিকারের বাঘ!

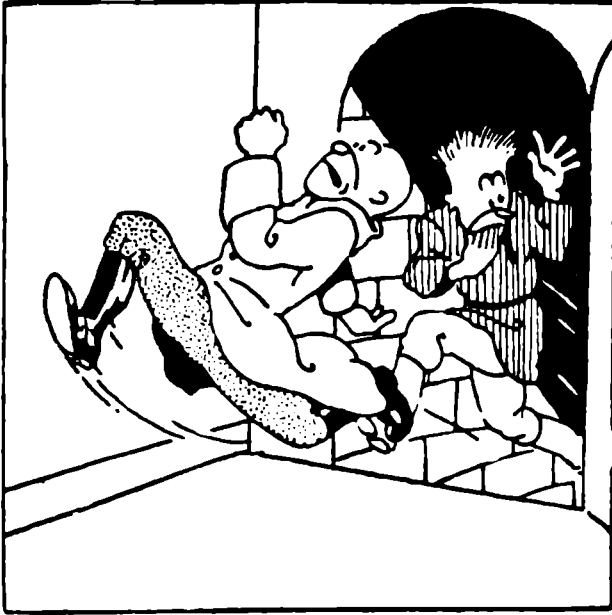
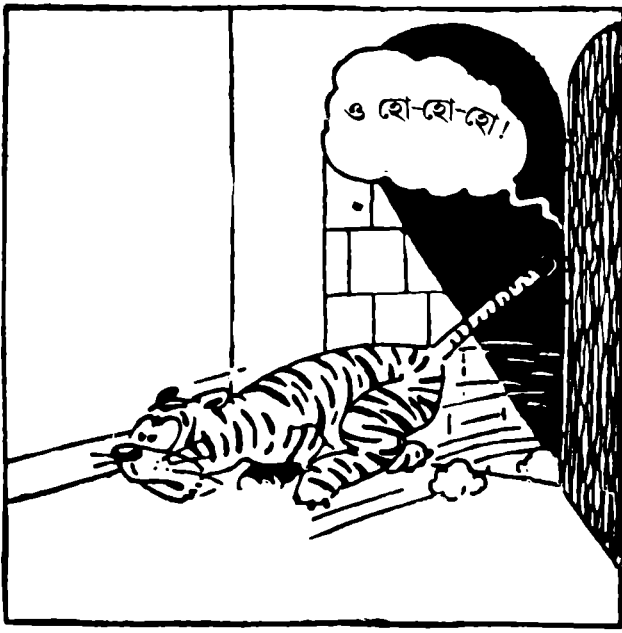


বাঁচাও! এ তো আমাকে
খেতে আসছে!

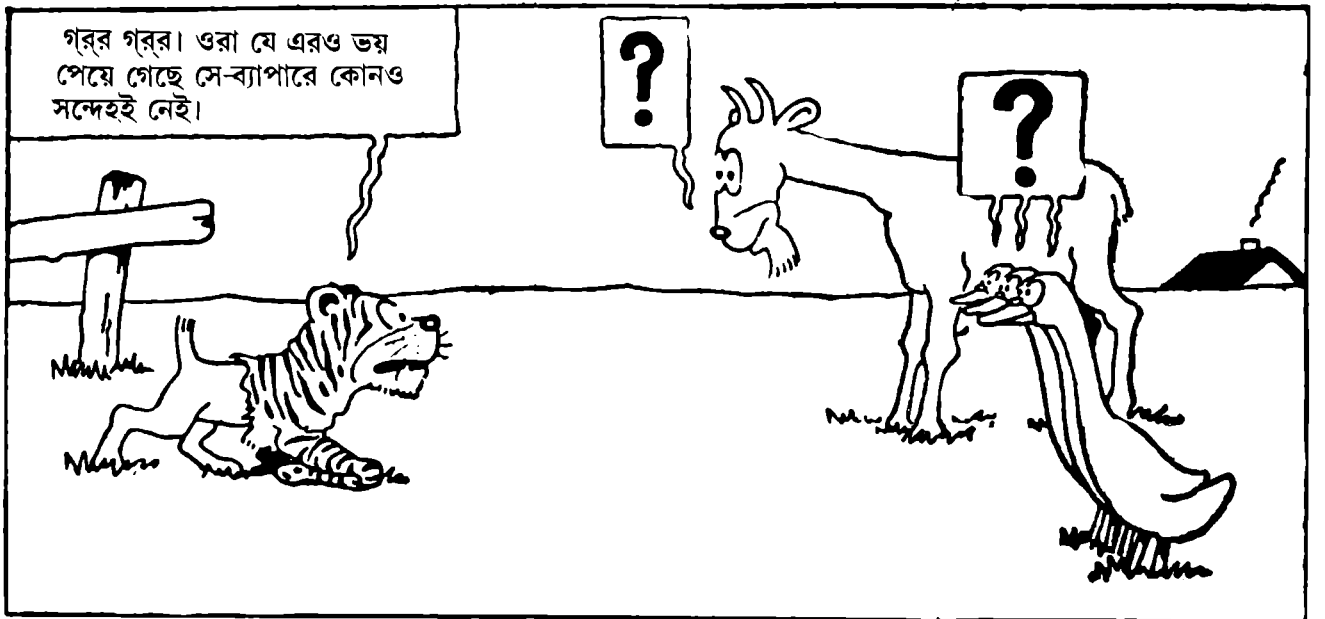


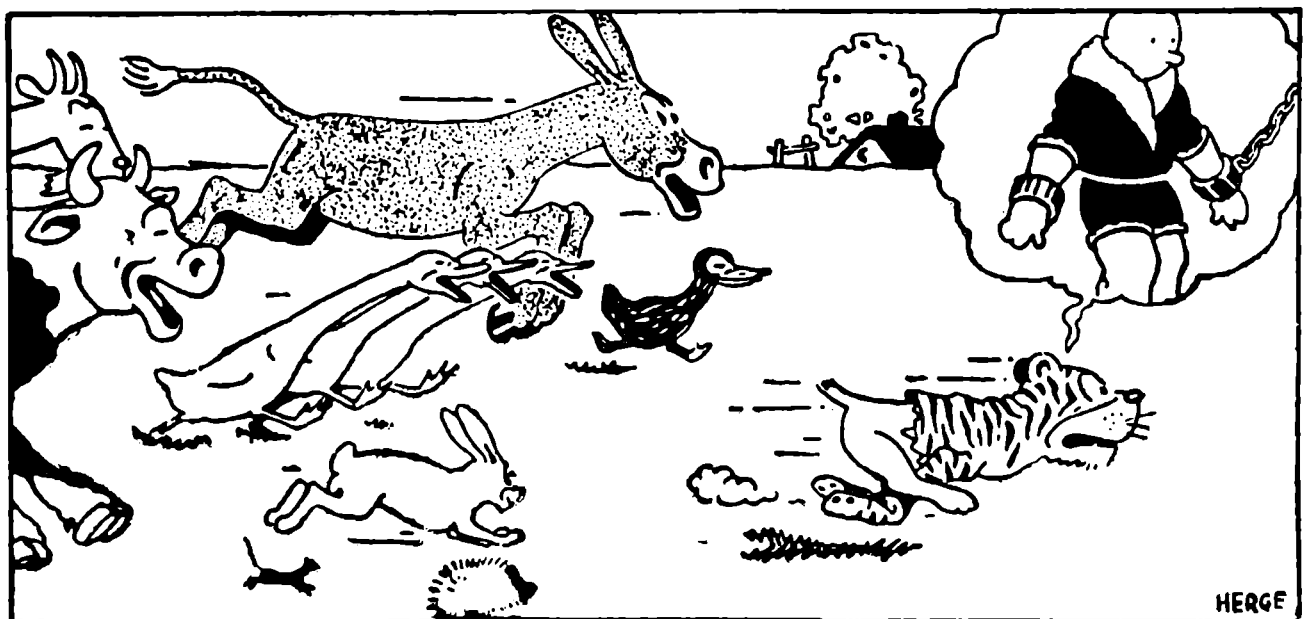
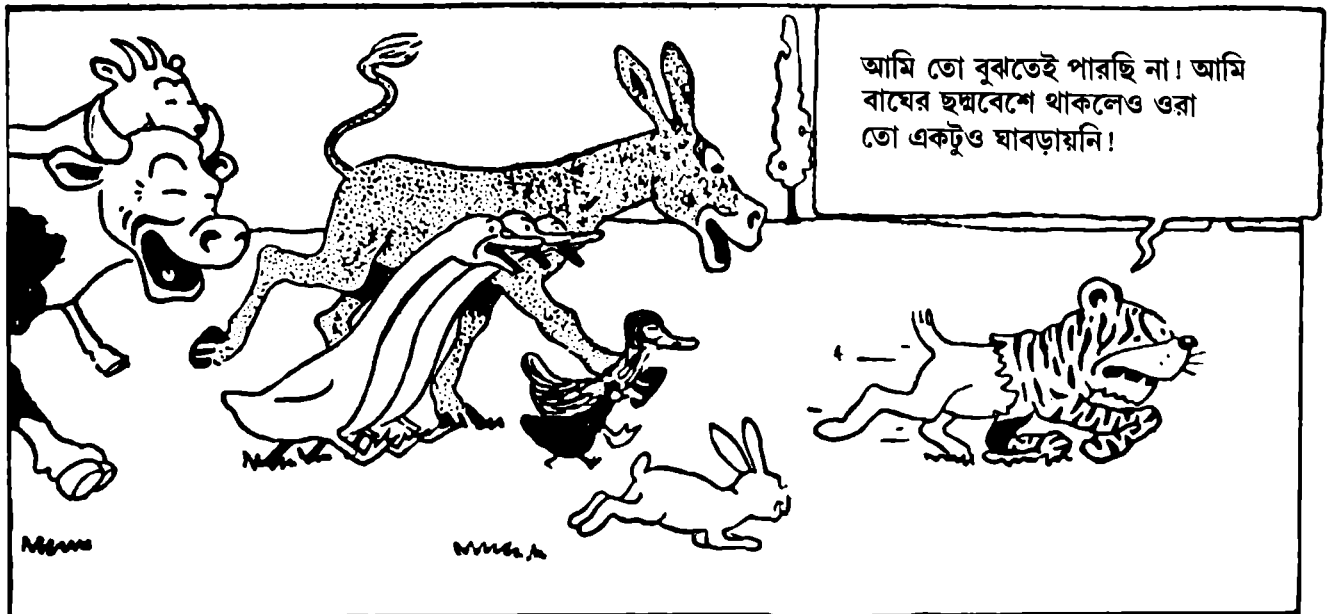
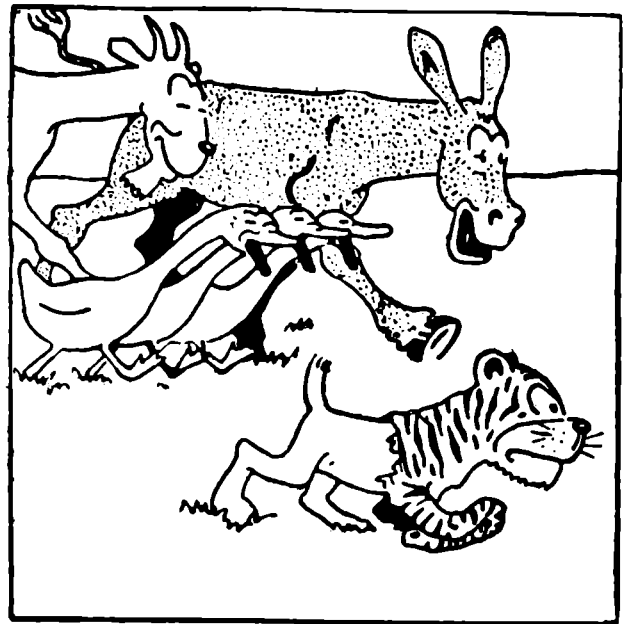
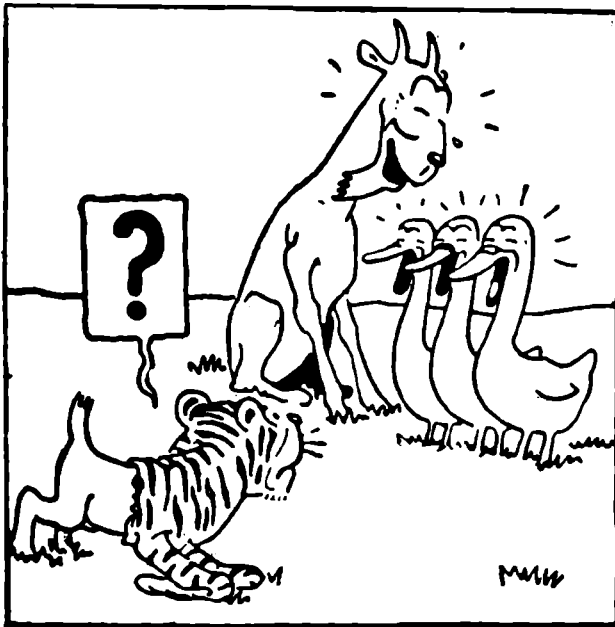
ও হো-হো-হো!





HERGE



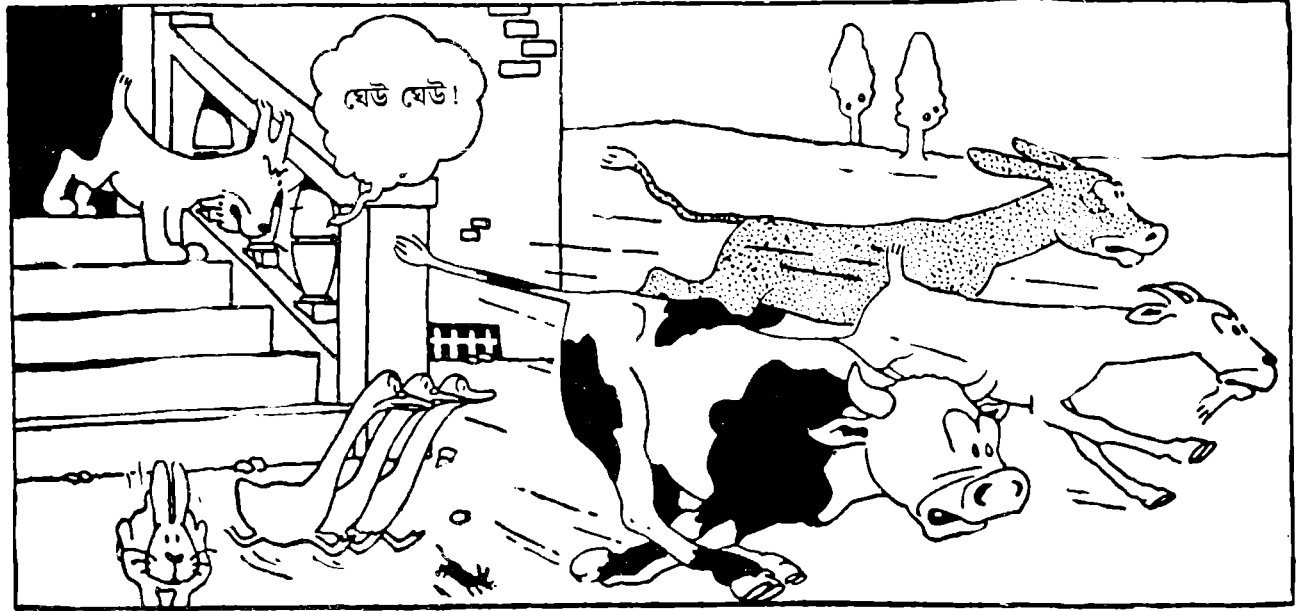
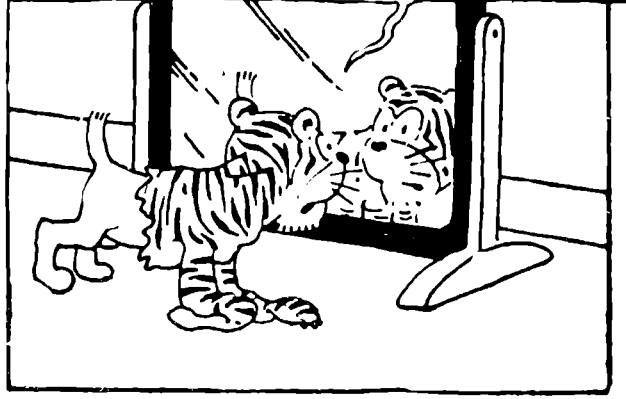


HERGE

যাক, ভাগ্য ভাল। টিনটিনকে যে বাড়িতে
আটকে রাখা হয়েছে সেটা খুঁজে পেলুম।



ওঃ হো, আমি তো অর্ধেকটা বাঘ-ছাল পরে আছি।...
আমাকে দেখে যে ঠাট্টা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু
নেই! বাকি ছালটা খুলে ফেলি! তারপর দেখি
কী করা যায়।



তাড়াতাড়ি করতে হবে!
টিনটিনকে উদ্ধার করতেই
হবে। এমনতেই আমার
দেরি হয়ে গেছে!



কুটুস তুই!... ভাবলাম আর বোধহয় দেখা
হবে না তোর সঙ্গে।



এই দ্যাখো, আমি
এসে গেছি!

বাঘ দেখে যে বলশেভিকটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল
তার জ্ঞান ফিরেছিল! আমাকে গুলি না করে বেঁধে
রেখে গেছে যাতে খেতে না পেয়ে মরে যাই!

ভাগ্য ভাল! বোকাটা
চাবি ফেলে রেখে
গেছে।

ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

মুক্তি পেয়েছি!
মুক্তি পেয়েছি!

আমাকে
ধন্যবাদ দাও!

বার্লিন।
১৫ কিমি

তিনঘণ্টার হাঁটা পথ।
আমাদের পক্ষে
কিছুই নয়!

তারপরে আমরা
বাড়ি ফিরব তো?

কুটুস, মনে সাহস রাখ।

হ্যাঁ, তা তো
রাখছি! কিন্তু বড্ড
তেপ্তা পেয়েছে!

বার্লিন!

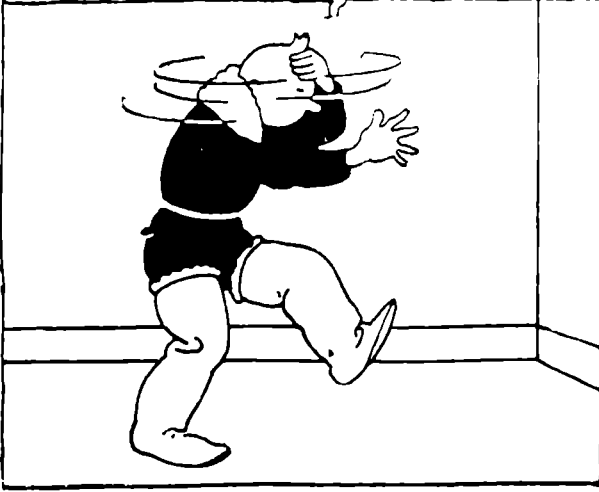
যাক, অবশেষে খানাপিনা
আর ঘুম!

HERGÉ

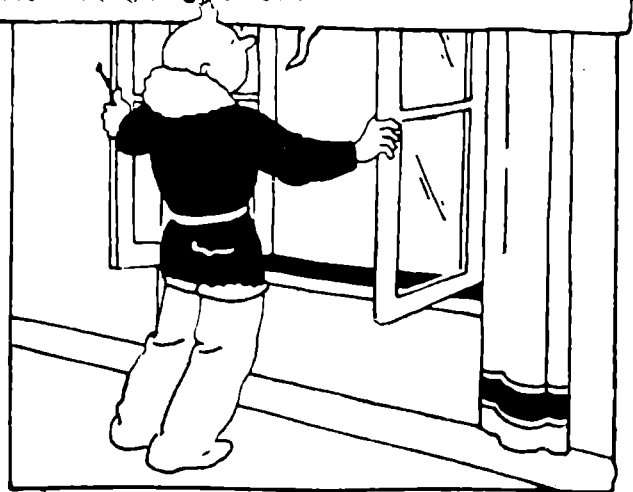




বাতাস!... একটু বাতাস দরকার! আমি যদি জানলার কাছে যেতে না পারি তো গেলাম!



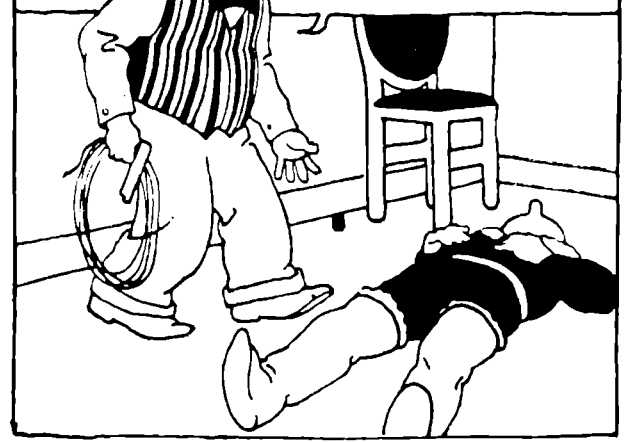
ওঃ এতক্ষণে, একটু নিশ্বাস নিতে পারছি!... ওটা ক্লোরোফর্মের গন্ধ! কেউ হয়তো আমাদের অজ্ঞান করে দিতে চাইছে, কিন্তু সে কে?



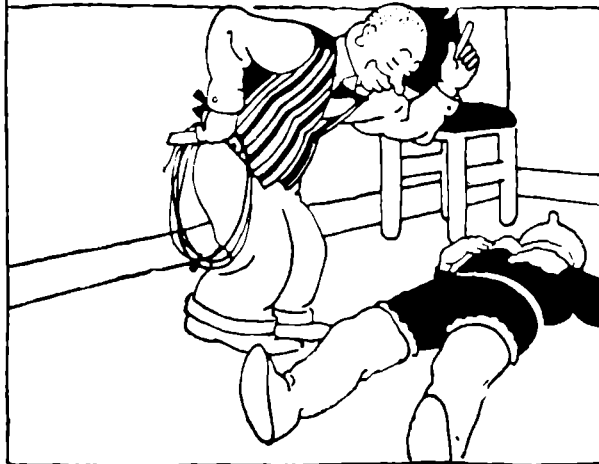
আরে!... ওই গোলমালটা কিসের? দরজার হাতলটা ঘুরছে... কেউ ঢুকছে... তাড়াতাড়ি অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে থাকি!



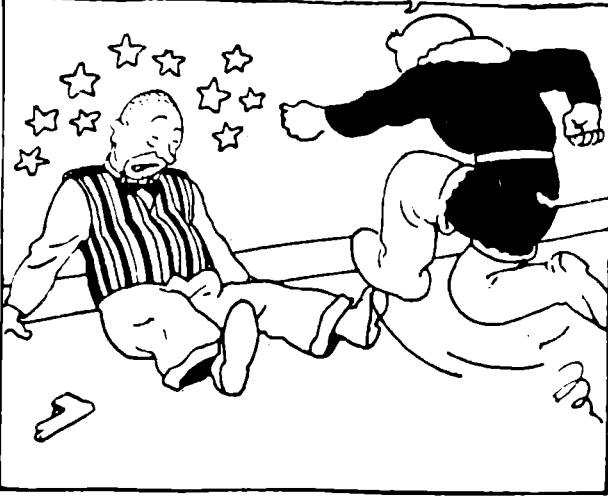
হাঃ হাঃ! ক্লোরোফর্মটা ভাল জাতের... একেবারেই ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে। যাই হোক, লোকজন খুশি হবে! মস্কোর



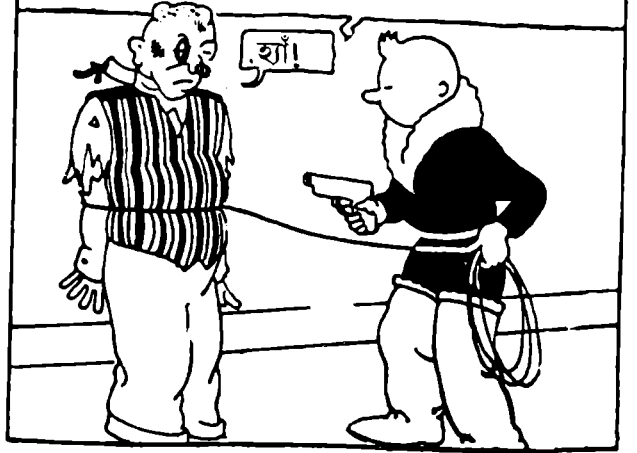
অনেক ফাঁদ থেকে পালিয়ে এসেছ, টিনটিন! কিন্তু আমি বশত্রিস্পোভিচ, আমার সঙ্গে কেউ পার পায়নি! কখনও না।



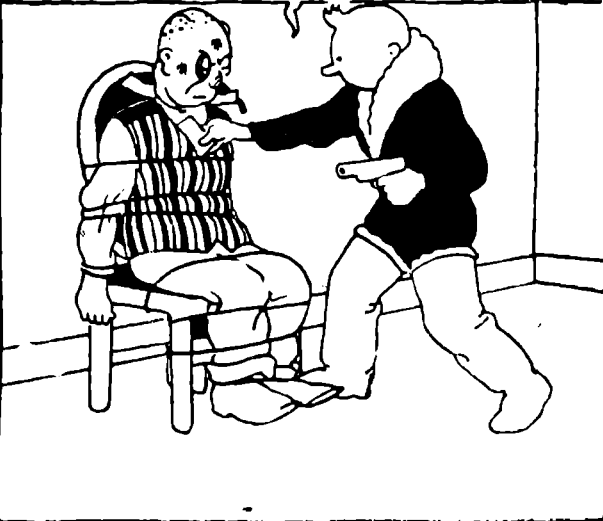
আহা! তুমি ভেবেছিলে আমাকে বাগে পেয়েছ!
এবার এসো, বশত্রিস্গোভিচ, এক হাত লড়ে নিই।



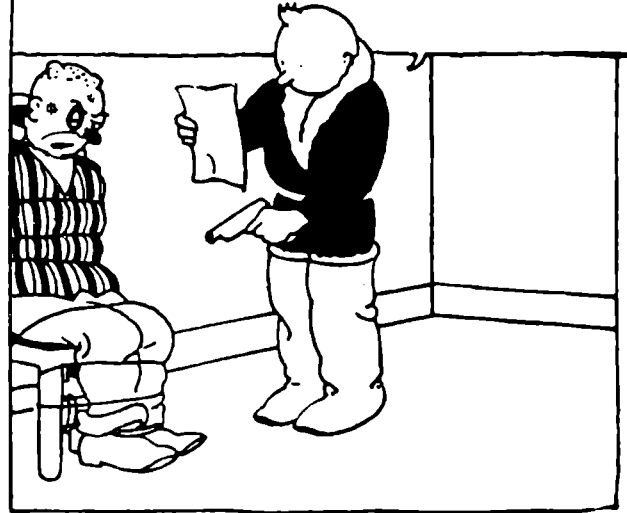
এখন, বন্ধু, ভেবো না, টিনটিনের কাছ থেকে
সহজে পার পাবে! ওজিপিউ-তে তুমি কাজ
করো? করো না?



ওহো, ওয়েস্ট কোটের বাইরে লাগানো ওই
চিঠিটাতো কী লেখা আছে?



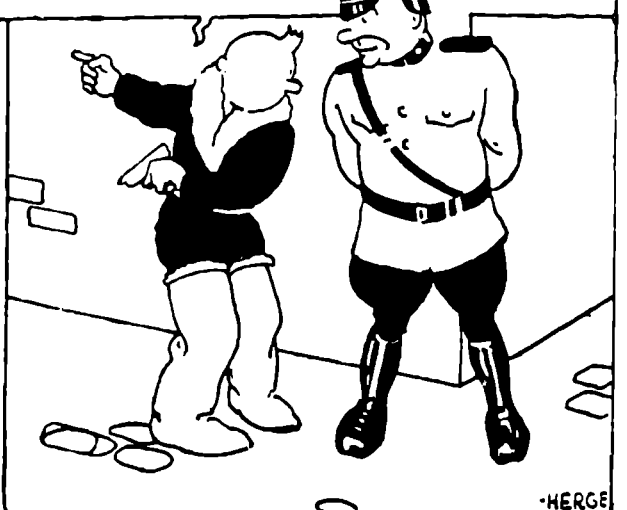
ওটা অবশ্যই একটা দরকারি দলিল। কিন্তু আমি
তো বুঝতে পারছি না... সাক্ষেতিক ভাষায় লেখা।



আমায় তো এখনই
পুলিশকে সতর্ক করে
দিতে হবে!



অফিসার মশাই, শিগ্গির
মারাত্মক অপরাধীকে বন্দি
আসুন! একটা
করেছি।





দ্যাখ, কুটুস! আমরা এখন হাতে টাকাটা পেয়েছি।
চল যাই... রাশিয়াতেই। ওখানে আমাদের অনেক
কিছু করার আছে!



রাশিয়াতেই?

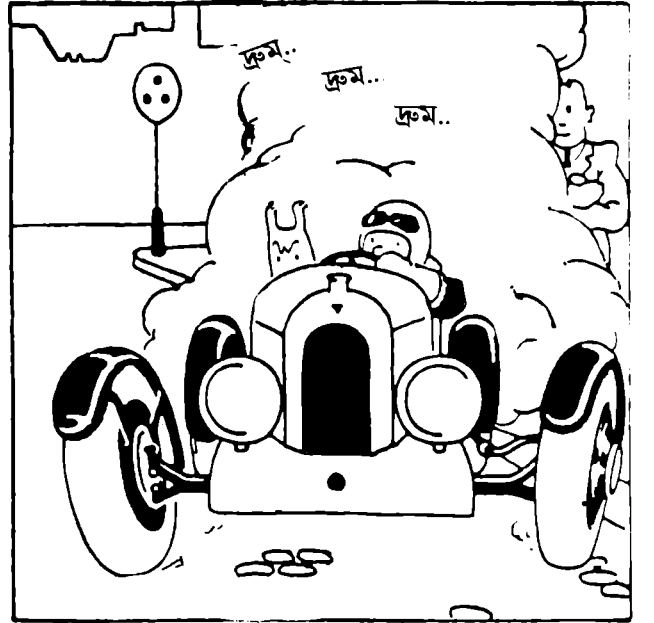
ওখানে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি কিনব...



রাশিয়া! ... ওখানে থাকতে
ভেবেছিলাম আমরা বাড়ি
ফিরে যাবছি!

সমতল রাস্তায় যাওয়ার পক্ষে গাড়িটা কিনে তুমি
খুশি হবে... ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার যাবে।

তা হলে তো হাত পা ভাঙার
পক্ষে যথেষ্ট না?



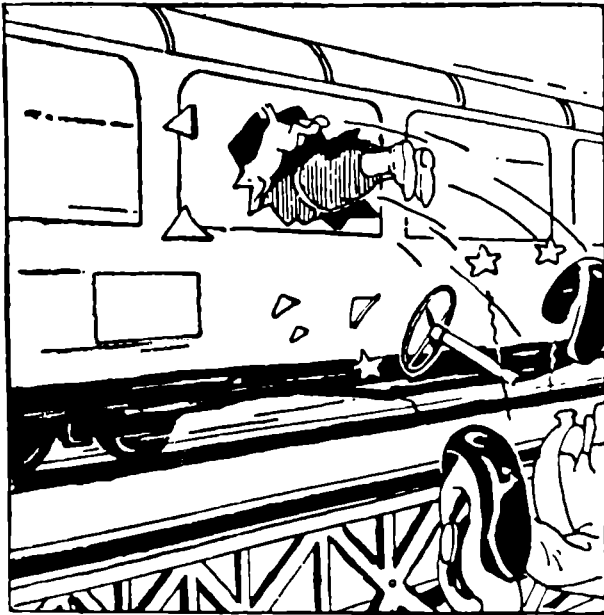
ওহো, আরও কিছু রাশিয়ান
জামাকাপড় কিনতে হবে!
ভুলেই গেছি!



হ্যাঁ, এই বেশ
ভালই মানাবে!



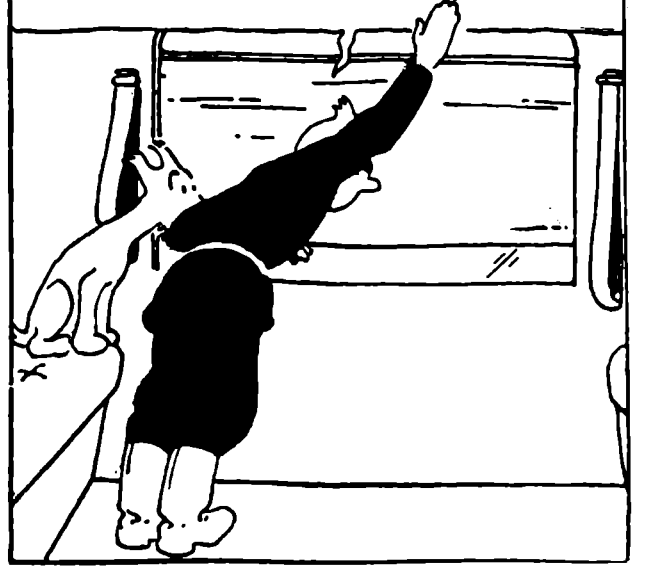




জানি না স্টেশনে কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে কি না!



হু র্ রে! ওই তো বেলজিয়ামের সীমান্ত এসে গেল!



বেলজিয়ামে ফিরে আসতে কী ভালই লাগছে, না রে কুটুস!... ট্রা... লা'লা লা...



তা হলে একটু সেজেগুজে নিই! ব্রাসেল্‌সে পৌঁছানোর আগে একটু ফিটফাট হয়ে নিতে হবে।



একটু পালিশ করে নিই...

টিনটিন ভাবছে ও শুধু একাই চুল আঁচড়ে নিচ্ছে!



টিনটিনকে দ্যাখো! একেবারে নিজেকে নিয়েই আছে! ভাবছে ও একাই শহরে ফিটফাট হয়ে নামবে।



কুটুস! কুটুস! আমরা নিজ শহর ছাড়িয়ে যাচ্ছি!



প্রদর্শনী জাতীয় কিছু
হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে!

ইতিমধ্যে ব্রাসেলস এসে গেল...



আরে ওই তো টার্লমত!



টার্লমত থেকে চিনির খণ্ডগুলো
আসে! আসে না?

ওরে বাবা! দ্যাখো।
নুভ্যার কাছাকাছি
এসে গেলাম।



অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই



দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স
হাঙরহৃদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অধ্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

